CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৬ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

CMYK

JAGARAN ■ 15 May, 2020 ■ আগরতলা, ১৫ মে ২০২০ ইং ■ ১ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

করোনার উৎস সন্ধানে বিশেষজ্ঞ দল রেড জোন ধলাই জেলায়, চলছে তথ্য তল্লাসী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ মে।। করোনা-র উৎস সন্ধান করতে তিন সদস্যের এক বিশেষজ্ঞ দল ত্রিপুরায় ঢুকেই সোজা ধলাই চলে গেছে। ত্রিপুরার ধলাই রেড জোন হিসেবে চিহ্নিত। করেনা-র আক্রমণ ধলাই জেলাতেই সবচেয়ে বেশি হয়েছে। তাই হয়তো ধলাই জেলা দিয়ে উৎসের খোঁজ শুরু করা উচিত হবে বলে ওই বিশেষজ্ঞ দল মনে করেছে। আজ (বৃহস্পতিবার) তাঁরা প্রথমে জেলাশাসক কার্যালয়ে ধলাই জেলা শাসক ব্রাহ্মজিৎ কৌর-র সাথে বৈঠক করেছেন।

এর পর কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রকের সাথে ভিডিও কনফারেন্সে আলোচনা করেন তাঁরা। সেখান থেকে সোজা আমবাসা জওহরনগরে অবস্থিত বিএসএফ-এর ১৩৮ এবং ৮৬ নম্বর ব্যাটালিয়নের মুখ্য কার্যালয়ে যান। সেখানেই জেলার সাধারণ ও পুলিশ প্রশাসনকে সাথে নিয়ে বিএসএফ-এর পদস্থ আধিকারিকদের সাথে বৈঠকে বসেছেন বিশেষজ্ঞ দলের সদস্যরা। আজ ওই বিশেষজ্ঞ দল সড়কপথে শিলং থেকে ত্রিপুরায় এসেছে।

বৃহস্পতিবার ধলাই জেলা শাসকের অফিসে গেলেন বিশেষজ্ঞ দল। ছবি নিজস্ব।

প্রসঙ্গত, ত্রিপুরা সরকারের অনুরোধে কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে মেঘালয়ের রাজধানী শিলঙে অবস্থিত 'নর্থ ইস্টার্ন ইন্দিরা গান্ধী রিজিওনাল হেল অ্যান্ড মেডিক্যাল সায়েন্স' (নেইগ্রিমস) থেকে এই দল এসেছে। কমিউনিটি মেডিসিন বিভাগের প্রধান প্রফেসর ডা. জি কে মেধির নেতৃত্বে দল ত্রিপুরা সফর করছে। দলের অন্য সদস্যরা যথাক্রমে নেইগ্রিমস-এর অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর ডা. ভূপেন বর্মন এবং শিলঙে অবস্থিত স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ রিজিওনাল অফিসের আঞ্চলিক অধিকর্তা ডা. এস ডি মজুমদার। ত্রিপুরায় অধিকাংশ করোনা আক্রান্ত বিএসএফ-এর জওয়ান ও তাঁদের পরিবারের সদস্য। এক্ষেত্রে করোনা-র উৎস খুঁজে বের করতে পারেনি ত্রিপুরা সরকার এবং বিএসএফ। তাই, ত্রিপুরা সরকার এনসিডিসি-র কাছে করোনা-র উৎস খুঁজে বের করার অনুরোধ জানিয়েছিল। সে মোতাবেক স্টেট সার্ভেইলেন্স অফিসার সেন্ট্রাল সার্ভেইলেন্স ইউনিটকে করোনা আক্রান্তের বিস্তারিত তথ্য প্রদান করেন। মূলত, গোষ্ঠী সংক্রমণ ঠেকানোর লক্ষ্যেই ত্রিপুরা সরকার চাইছে বিশেষজ্ঞ টিম করোনা-র উৎস খুঁজে বের করুক।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক ত্রিপুরা সরকারের আগ্রহে তিন সদস্যের এক টিম পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয়। সে মোতাবেক শিলং থেকে ওই বিশেষজ্ঞরা ত্রিপুরায় এসেছেন। সম্ভবত বিশেষজ্ঞ টিমের সদস্যরা করোনা ঝুঁকিপূর্ণ স্থানগুলি পরিদর্শন করবেন। তাছাড়া সংক্রমণের বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখবেন তাঁরা। ত্রিপুরার স্বাস্থ্য দফতরের আধিকারিকদের সাথেও এ-বিষয়ে আলোচনা করবেন। কারণ, করোনা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে ত্রিপুরার স্বাস্থ্য দফতরকে রিপোর্ট জমা দেওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছে স্বাস্থ্য মন্ত্রক।

তের দিন বাদে করোনায় নতুন আক্রান্ত নেই বহিঃরাজ্য থেকে আগতরা স্বাস্থ্যবিধি না মানলে কারাদন্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ মে।। তের দিন পর রাজ্যে নতুন করে কেউ করোনা আক্রান্ত হননি। আজ ৬৮০ জনের নমুনা পরীক্ষা হয়েছে। তাদের মধ্যে কেউই করোনা সংক্রমিত নন। তাদের মধ্যে কর্ণাটক থেকে রাজ্যে ফিরে আসা ২৫১ জন ট্রেনযাত্রীও রয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বহিঃরাজ্য থেকে আগতদের বাড়িতে একান্তবাসে থেকে সমস্ত নিয়ম মেনে চলার অনুরোধ জানিয়েছেন। অন্যথায় ছয়মাসের কারাদন্ড হতে পারে, সেই বিষয়ে সতর্ক করেছেন।

গত ২ মে থেকে লাগাতর রাজ্যে করোনা আক্রান্তের সন্ধান মিলছিল। বর্তমানে রাজ্যে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৫৬। তাদের মধ্যে শুধু বিএসএফ জওয়ান ও তাদের পরিবারের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কার্ড না থাকলেও পরিযায়ীদের দু'মাস রেশন ঃ অর্থমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৪ মে (হি.স.)।। করোনা-সংকট থেকে দেশকে রোযা করার জন্য ২০ লক্ষ কোটির আর্থিক প্যাকেজ ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা করা সেই 'আত্মনির্ভর ভারত' প্রকল্পের প্রথম ধাপে ক্ষুদ্র ও অতিক্ষুদ্র শিল্প, নন ব্যাঙ্কিং ফিনান্সিয়াল সংস্থা-সহ একাধিক খাতে পুনরুজ্জীবন প্যাকেজ ঘোষণা করেছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী। বৃহস্পতিবার দ্বিতীয় ধাপের প্যাকেজ ঘোষণা করছেন নির্মলা সীতারামন। সঙ্গে ছিলেন অর্থমন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুরও।

সাংবাদিক বৈঠকের শুরুতেই নির্মলা সীতারামন জানান, আজ মোট ৯টি পদক্ষেপের ঘোষণা হবে। তার মধ্যে তিনটি প্যাকেজ বা পদক্ষেপ থাকবে পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য। কৃষকদের জনও প্যাকেজের ঘোষণা থাকবে। প্রথমেই গরিব, নিম্নবিত্ত ও পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য ঘোষণা। অর্থমন্ত্রী বলেছেন, লকডাউনের সময় প্রধানমন্ত্রী 'গরিব কল্যাণ যোজনা' ছিল শুধুমাত্র গরিবদের কথা ভেবে। তার সঙ্গে আরও অনেক কিছুই যোগ হবে। ইতিমধ্যেই ৩ কোটি কৃষক ঋণ নিয়েছেন, এই ৩ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বেসরকারি বাংলা মাধ্যম স্কুলগুলিকে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক দেবে রাজ্য সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ মে।। ত্রিপুরার বেসরকারি বাংলা মাধ্যম বিদ্যালয়গুলির প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের এ বছর বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক প্রদান করবে রাজ্য সরকার। তাতে প্রায় ১৪ হাজার ছাত্রছাত্রী উপকৃত হবে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় সচিবালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে এ-খবর জানান শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ। তাঁর কথায়, ত্রিপুরায় করোনাজনিত প্রভাবের জন্যই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

তিনি বলেন, বর্তমান রাজ্য সরকার দায়িত্ব গ্রহণ করার পর ত্রিপুরার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

করোনা ঃ ২৪ জন চিকিৎসক ও ২৪ জন সেবিকা নিয়োগের সিদ্ধান্ত রাজ্য সরকারের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ মে।। ত্রিপুরায় করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলায় স্বাস্থ্য পরিষেবাকে আরও শক্তিশালী করার জন্য চুক্তিবদ্ধ স্বাস্থ্য কর্মী নিয়োগ করা হবে। ২৪ জন চিকিৎসক এবং ২৪ জন সেবিকা নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব টুইট করে এই ঘোষণা করেছেন।

টুইটে তিনি বলেন, চিকিৎসকরা সাতদিন কোভিড-১৯ রোগীর চিকিৎসা করবেন। এর পর ১৪ দিন প্রাতিষ্ঠানিক একান্তবাসে থাকবেন। একান্তবাস শেষে ৭ দিন ছুটি পাবেন। এভাবে মাসে ২৮ দিনে চিকিৎসকদের ৫০ হাজার টাকা সাম্মানিক দেওয়া হবে। অন্য সময়ে হাসপাতালে চিকিৎসা পরিষেবার জন্য ওই সব চিকিৎসকদের প্রতিদিন দুই হাজার টাকা করে দেওয়া হবে।

সাথে তিনি যোগ করেন, একই রকম সেবিকারাও মাসে ২০,০০০ টাকা এবং অন্য সময়ে চিকিৎসা পরিষেবায় দিন-প্রতি ৫০০ টাকা করে পাবেন। মুখ্যমন্ত্রীর দৃঢ় বিশ্বাস, নতুন চিকিৎসক ও সেবিকারাও বর্তমান পরিস্থিতিতে করোনা আক্রান্তদের চিকিৎসা প্রদানে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন।

খাদ্যাভাব, রেশন কার্ড বন্ধক উপজাতি পরিবারের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ মে।। প্রসাশনিক উদাসীনতায় জীবিকা নির্বাহে বাধ্য হয়ে রেশন কার্ড বন্ধক দিলেন কয়েকটি গরিব পরিবার। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার শান্তিরবাজার মহকুমার অন্তর্গত অশ্বিণী ত্রিপুরাপাড়ার কয়েকজন বাসিন্দা পেটের তাগিদে রেশন কার্ড বন্ধক দিয়েছেন।

করোনা-র প্রকোপ থেকে সকলকে রক্ষার জন্য দেশজুড়ে লকডাউন চলছে। কিন্তু লকডাউনে গরিব অংশের মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়েছেন। অভাবের তাড়নায় রেশনকার্ড বন্ধক দিয়ে কোনও রকম জীবিকা নির্বাহ করছেন অশ্বিণী ত্রিপুরাপাড়ার বাসিন্দা রামকুমার ত্রিপুরা, বিদ্যামোহন ত্রিপুরা, কাঁচাধন ত্রিপুরা, মনোরঞ্জন ত্রিপুরা ও ব্রজমোহন ত্রিপুরা। তাঁরা সকলেই অভাবের তারনায় রেশন কার্ড বন্ধক দিয়েছেন।

রেশন কার্ডের বিনিময়ে রামকুমার ত্রিপুরা ৮,০০০ টাকা, বিদ্যামোহন ত্রিপুরা ১৫,০০০ টাকা, কাঁচাধন ত্রিপুরা ১৫,০০০ টাকা, মনোরঞ্জন ত্রিপুরা ২০,০০০ টাকা ও ব্রজমোহন ত্রিপুরা ১৫,০০০ টাকা পেয়েছেন। তাঁদের অভিযোগ, লকডাউন চলাকালীন প্রশাসনিক স্তরে কোনও প্রকার সহায়তা করা হয়নি। বাধ্য হয়েই পরিবার প্রতিপালনে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কেন্দ্র ভ্রান্ত নীতি নিয়ে দেশ চালানোর চেষ্টা করছেঃ মানিক সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ মে।। দেশব্যাপী আন্দোলন কর্মসূচির অংশ হিসেবে বৃহস্পতিবার আগরতলাতেও সিটু অফিসের সামনে বিক্ষোভ আন্দোলন কর্মসূচি পালন করেছে সি আই টি ইউ। বিক্ষোভ আন্দোলন কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার, সি আই টি ইউ নেতা মানিক দে, তপন চক্রবর্তী প্রমুখ। আন্দোলন কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার বলেন কেন্দ্রীয় সরকার ভ্রান্ত নীতি নিয়ে দেশ চালানোর চেষ্টা করছে। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারকে বুর্জোয়া ও পুঁজিবাদীদের সরকার হিসাবেও তিনি আখ্যায়িত করেন।

দিনমজুর শ্রমিক অংশের মানুষের জন্য সরকার কোন প্রকল্প গ্রহণ করছে না। কেন্দ্রীয় সরকার যেসব প্রকল্প ঘোষণা করেছে সেগুলো ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পরিযায়ী শ্রমিকদের নিয়ে ত্রিপুরা থেকে প্রথম ট্রেন ১৭ মে যাবে বিহার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ মে।। ত্রিপুরায় কর্মরত বিহারের পরিযায়ী শ্রমিকদের ফেরত পাঠানোর ব্যবস্থা করেছে রাজ্য সরকার। আগামী ১৭ মে জিরানিয়া রেল স্টেশন থেকে বিহারের উদ্দেশ্যে ট্রেন ছাড়বে। তাতে প্রায় ১,৬০০ পরিযায়ী শ্রমিক ও তাঁদের পরিবারকে ফেরত পাঠানো হবে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় সচিবালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে এ-কথা জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ। তাঁর দাবি, ওই পরিযায়ী শ্রমিকরা সকলেই ইটভাট্টায় কর্মরত ছিলেন। এখন তাঁরা বাড়ি ফিরে যাবেন।

তিনি বলেন, বিহারের কোন স্টেশনে ট্রেন দাঁড়াবে তা এখনও সিদ্ধান্ত হয়নি। কারণ, পয়েন্ট টু পয়েন্ট সফরে যে স্থানে যাত্রী বেশি হবে সেখানেই ট্রেন দাঁড়াবে। তিনি জানান, ত্রিপুরায় ২৫ হাজারের উপর পরিযায়ী শ্রমিক রয়েছেন। তাই এখন পর্যন্ত তাঁদের বাড়ি ফেরত পাঠাতে তিনটি ট্রেনের ব্যবস্থা হয়েছে।

মন্ত্রীর কথায়, আগামী ১৯ মে দক্ষিণ জেলা সদর বিলোনিয়া থেকে আরেকটি ট্রেন আরও প্রায় ১,৬০০ পরিযায়ী শ্রমিক ও তাদের পরিবারের সদস্যদের নিয়ে বিহার রওয়ানা দেবে। সাথে তিনি যোগ করেন, আগামী ২০ মে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

গ্রাম স্বনির্ভর হলে আত্মনির্ভর ভারত গড়ে উঠবে ঃ উপমুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ মে।। আত্মনির্ভর ভারত গড়তে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ২০ লক্ষ কোটি টাকার আর্থিক প্যাকেজ ঘোষণা করেছেন। গ্রাম স্বনির্ভর হলে আত্মনির্ভর ভারত গড়ে উঠবে। প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত আর্থিক প্যাকেজের বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে রাজ্যের অর্থমন্ত্রী তথা উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মা একথা বলেন।

তাঁর কথায়, করোনা-র সংক্রমণ, অতিমারী এবং দেশব্যাপী লকডাউনের পরিপ্রেক্ষিতে বিরোধী দল সহ অনেকেই আর্থিক প্যাকেজের কথা বলছিলেন। তাঁরা যে আর্থিক প্যাকেজের দাবি করেছিলেন, প্রধানমন্ত্রী তার দ্বিগুণ প্যাকেজের কথা ঘোষণা করেছেন। উপমুখ্যমন্ত্রীর মতে, ওই

প্রধানমন্ত্রীর আর্থিক প্যাকেজ নিয়ে প্রতিক্রিয়া

প্যাকেজের মূল বিষয়বস্তু হলো স্বনির্ভরতা। এক্ষেত্রে নিশ্চিত করতে হবে, স্থানীয় উৎপাদনে উৎসাহিত করা, উৎপাদিত পণ্যের বাজার তৈরি এবং বাজারজাতকরণ। তাতে প্রতিটি রাজ্য আর্থিক দিক দিয়ে স্বনির্ভর হবে। তাঁর দাবি, আমাদের রাজ্যেও স্থানীয় উৎপাদন বাজারজাত করতে পারলে গ্রামের মানুষের আয় বাড়বে। রাজ্যও স্বনির্ভর হবে। তিনি বলেন, আমাদের রাজ্যের অর্থনীতিতে কৃষি এবং পশুপালনেরও বিরাট ভূমিকা রয়েছে। এই দুটো ক্ষেত্রেরও উন্নতি করতে হবে।

উপমুখ্যমন্ত্রীর কথায়, প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণার পর অর্থমন্ত্রী নির্মলা সিতারমন প্যাকেজের বিষয়ে বিস্তারিত বলেছেন। তাঁর দাবি, দেশের জি ডি পি বৃদ্ধির ক্ষেত্রে অতি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র এবং মাঝারি শিল্পের (এম এস এম ই) বিরাট ভূমিকা রয়েছে। এ-বিষয়ে তথ্য দিয়ে উপমুখ্যমন্ত্রী বলেন, কয়েক বছর আগে একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে দেশের জি ডি পি-তে এই ক্ষেত্রটির পরিষেবা খাতে অবদান ২৪.৬৩ শতাংশ। তেমনি উৎপাদন ক্ষেত্রের অবদান ৬.১১ শতাংশ। তাতে দেখা গেছে, এমএসএমই দেশে ১১.১০ কোটি কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে।

তিনি বলেন, দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বাড়াতে হলে এমএসএমই-এর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এমএসএমই-কে উৎসাহিত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কর্ণাটক থেকে ত্রিপুরা ফেরত ট্রেনে অসমের নাগরিক, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ মে।। কর্ণাটক থেকে ত্রিপুরার নাগরিকদের নিয়ে আসা ট্রেনে আসামের এক নাগরিককে চিহ্নিত করা হয়েছে। তিনি ওই ট্রেনে কিভাবে উঠলেন তা নিয়ে রাজ্য প্রশাসন চিন্তায় পড়েছে। তাকে সিপার্ডে প্রাতিষ্ঠানিক একান্তবাসে রাখা হয়েছে। তিনি গুয়াহাটির বাসিন্দা বলে তার দেওয়া তথ্যে পরিচয় মিলেছে। তার নমুনা পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে। কিন্তু, পয়েন্ট টু পয়েন্ট ট্রেন সফরে ওই ব্যক্তি ত্রিপুরার ট্রেনে কিভাবে উঠলেন সেই রহস্যের উন্মোচনে লেগেছে প্রশাসনের কর্তারা।

৩০ জুন পর্যন্ত সমস্ত ট্রেনের টিকিট বাতিল ফেরত মিলবে পুরো টাকা

নয়াদিল্লি, ১৪ মে (হি.স.)।। আগামী ৩০ জুন পর্যন্ত সমস্ত ট্রেনের বুকিং টিকিট বাতিল করে দিল ভারতীয় রেল। ৩০ জুন অবধি যাঁরা টিকিট কেটে ফেলেছেন তাঁদের সেই টাকাও ফিরিয়ে দেওয়া হবে। তবে, 'শ্রমিক স্পেশাল' ট্রেন যেমন চলছে তেমনই চলবে। বৃহস্পতিবার রেলের বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, ৩০ জুন পর্যন্ত কেটে রাখা সমস্ত টিকিট বাতিল করা হয়েছে। মেল, এক্সপ্রেস, সাবার্বান-সহ সমস্ত ট্রেনের টিকিটই এর আওতায় পড়বে। তবে ওই সব টিকিটের পুরো টাকাই ফেরত দেওয়া হবে বলে জানিয়েছে রেলমন্ত্রক। অর্থাৎ রেলের ঘোষণা অনুযায়ী আপাতত ৩০ জুন পর্যন্ত ট্রেন চলবে না বলেই মনে করা হচ্ছে।

তবে, শ্রমিক স্পেশাল ট্রেন এবং দেশের ১৫টি রুটে যে বিশেষ ট্রেনগুলি চালানো হচ্ছে, সেগুলি নির্ধারিত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে উন্মুক্ত সীমান্তে দেড় কিমি এলাকায় কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণের প্রক্রিয়া শুরু

ওপারে ভারতীয় অংশে ফসল তোলার অনুমতি দেওয়া হয়েছে ঃ জেলাশাসক

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ১৪ মে।। ভারত-বাংলাদেশ ত্রিপুরা সীমান্তে উন্মুক্ত অংশে কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণের প্রক্রিয়া শুরু হচ্ছেউ তাতে সীমান্ত অপরাধ কমবে বলে আশা করা যাচ্ছে। সিপাহিজলা জেলার এনসি নগর এবং শোভাপুর সীমান্তে দেড় কিলোমিটার এলাকায় জুনের মধ্যে কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণ সম্পন্ন করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এ-বিষয়ে সিপাহিজলার জেলাশাসক চন্দন কুমার জমাতিয়া বলেন, উন্মুক্ত সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণের ভীষণ প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। সে মোতাবেক জেলা ও মহকুমা প্রশাসন, পুলিশ এবং বিএসএফ আধিকারিকদের সাথে উন্মুক্ত সীমান্ত এলাকা পরিদর্শন করেছি। তাঁর কথায়, এনসি নগর এবং শোভাপুর এলাকায় দেড় কিলোমিটার উন্মুক্ত সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া সংস্থাপনের জন্য নির্মাণ সংস্থাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

তিনি জানান, ওই দেড় কিলোমিটার উন্মুক্ত সীমান্তে ডাবল লাইন (কম্পোজিট রুফ ফেন্সিং) কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণ করা হবে। সাথে তিনি যোগ করেন, আরও ছয় কিলোমিটার উন্মুক্ত সীমান্তে সিঙ্গল লাইন কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের কাছে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। তাঁর কথায়, ওই ছয় কিলোমিটার কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণে জমি অধিগ্রহনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। কারণ, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক ত্রিপুরার প্রস্তাবে অনুমোদন দেবে বলে আশা করা হচ্ছে।

এদিকে, ত্রিপুরার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে কাঁটাতারের ওপারে রাজ্যের অংশে ফসল সংগ্রহে রাজ্য সরকারের আবেদনের ভিত্তিতে কৃষকদের অনুমতি দেওয়া শুরু হয়েছে। এ-ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণে বিএসএফ, মহকুমা প্রশাসন এবং কৃষকদের সম্মতির ভিত্তিতে স্থির হবে। সিপাহিজলার জেলাশাসক চন্দন কুমার জমাতিয়া বলেন, দুজন কৃষককে অনুমতি দেওয়া হয়েছে। বাকিদের আলোচনার মাধ্যমে সময় নির্ধারণ করে অনুমতি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK CMYK

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৮ ▫ সংখ্যা ২১৩ ▫ ১৫ মে ২০২০ ইং ▫ ১জ্যৈষ্ঠ ▫ শুক্রবার ▫ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

সংক্রমনের উৎস সন্ধানে টিম

শেষ পর্যন্ত কেন্দ্রের টনক নড়িয়াছে। ত্রিপুরায় বিএসএফ জওয়ানদের মধ্যে করোনা ভাইরাস সংক্রমনের উৎস সন্ধানে বৃহস্পতিবার তিন সদস্যক বিশেষজ্ঞ টিম রাজ্যে আসিয়াছেন। বুধবার পর্যন্ত রাজ্যে করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা ১৫৫ জন। তাহাদের মধ্যে ১৫১ জনই বিএসএফ জওয়ান ও তাহাদের পরিবারের সদস্য। রাজ্যবাসীর মধ্যে সংক্রমন তেমন নাই। প্রথম আক্রান্ত উদয়পুরের একজন মহিলা বহিঃরাজ্য হইতে সংক্রমন নিয়া আসিয়াছেন। তাহার দ্বারা অন্য কেউ সংক্রমিত হন নাই। ধলাই জেলার বিএসএফ মেসে স্থানীয় এক যুবক আক্রান্ত হইলেও তাহার পরিবার কিংবা পাড়ায় সংক্রমন নাই। ইহা ছাড়াও বহিঃরাজ্যের দুইজন চালক নিজ রাজ্যে গিয়া চিকিৎসা নিতেছেন। বিএসএফের ১৩৮ নম্বর ব্যাটেলিয়ানের সর্বাধিক সংক্রমন হইয়াছে। তাহার পর আছে ৮৬ নম্বর ব্যাটেলিয়ান এবং ৩ নম্বর ব্যাটেলিয়ান। প্রশ্ন উঠিয়াছে একটি সুশঙ্খল বাহিনীতে কিভাবে করোনাা ভাইরাস সংক্রমন ছড়াইয়া পড়িয়াছে? বিএসএফ কর্তৃপক্ষও এখনও রাজ্য সরকারকে সন্তোষজনক রিপোর্ট দিতে পারে নাই। রাজ্য সরকার বাধ্য হইয়া কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করিয়াছে জওয়ানদের সংক্রমনের উৎস খুঁজিয়া বাহির করিতে একটি বিশেষজ্ঞ টিম রাজ্যে পাঠাইতে। টিমের তিন সদস্য হইলেন শিলংস্থিত নিগ্রিমের কমিউনিটি মেডিসিন বিভাগের প্রধান প্রফেসর ডাঃ জি কে মেথি, মেডিসিন বিভাগের এসোসিয়েট প্রফেসর ডাঃ ভূপেন বর্মন ও স্বাস্থ্য মন্ত্রকের রিজিওন্যাল ডিরেক্টর ডাঃ এস ডি মজুমদার। তাহারা রাজ্যে অবস্থানকালে বিএসএফের ১৩৮, ৮৬ এবং ৩ নম্বর ব্যাটেলিয়ানে সরজমিনে তদন্ত করিবেন।

বিএসএফ জওয়ানদের গণহারে সংক্রমনের ঘটনা ত্রিপুরাবাসীকে আতংক উদ্বেগে ঠেলিয়া দিয়াছে। ত্রিপুরা কার্য্যত করোনা মুক্ত। বিএসএফ জওয়ানদের সংক্রমনের পিছনে কাহাদের হাত আছে বা সংক্রমনের উৎস কি তাহা শত ষ্টো করিয়া বাহির করা যাইতেছে না। যদি সংক্রমনের উৎসের সন্ধান মিলিত তাহা হইলে করোনা মোকাবেলা অনেক বেশী সহজসাধ্য হইত। কিন্তু, বিএসএফের তরফে মৌনব্রত পালন করা হয়। ফলে, ত্রিপুরা বড় বেশী বিড়ম্বনার মধ্যে পড়িয়া হাবুডুবু খায়। ত্রিপুরা সরকারের আবেদন নিবেদন যখন তলাইয়া যায় তখন রাজ্যবাসীর দূর্ভাগের সীমা পরিসীমা থাকে না। কেন্দ্রের যে টিম রাজ্যে আসিয়াছে সেই টিম নিশ্চয়ই বিএসএফের করোনা ভাইরাসের দিনগুলির ছবি নিয়া আসিবে। ত্রিপুরার মানুষ নতুন করিয়া বিষয়টি নিয়া হয়তো ভাবিবে। কারণ কেন্দ্রের টিম যদি তদন্তে উৎস কি তাহা মোকাবিলা না করে তাহা হইলে ইহা হইবে চরম দুর্ভাগ্যের। ত্রিপুরা নানা দিক দিয়াই ব্যতিক্রমী ও সরব। রাজ্যে যখন একের পর এক বিএসএফ জওয়ান করোনা আক্রান্ত হইয়াছে তখন তাহাকে খাটো করিয়া দেখিবার সুযোগ নাই। বিএসএফের উর্ধতন মহল যদি সংক্রমনের উৎসের সন্ধানে সরব ও উদ্যোগী না হন তাহা হইলে ইহা হইবে চরম দুর্ভাগ্যের। ত্রিপুরায় সাধারণ মানুষ জানিতে চাহিবে সুশঙ্খল বাহিনীর বিরুদ্ধে অভিযোগ কি? রাজ্যের বিএসএফের জওয়ানদের সংক্রমনের উৎসের ঘটনা জানা থাকিলে তাহা মোকাবিলা করিতে অনেক বেশী সুবিধা হইবে। তিন জনে টিমের রাজ্য সফর সার্থক হইলেই রক্ষা।

মমতার ১০৫ ট্রেনের ঘোষণার কড়া সমালোচনা রেলমন্ত্রীর

কলকাতা, ১৪ মে (হি.স.): পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পরিযায়ী শ্রমিকদের ফিরিয়ে আনতে ১০৫টি বিশেষ ট্রেনের কথা ঘোষণা করার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তার কড়া সমালোচনা করলেন রেলমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল।

বৃহস্পতিবার দুপুরে টুইট করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, দেশের বিভিন্ন জায়গায় শ্রমিকরা আটকে পড়েছে। তাঁরা ঘরে ফিরে আসতে চান। প্রতিশ্রুতি মত আমরা সহযোগিতা করছি। আগামী কদিন ধরে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এই সব ট্রেন আসবে। কোন রাজ্যের, কোন স্টেশন থেকে কবে, কটায় এই ১০৫টি ট্রেন ছাড়বে, ট্রেনগুলো কোন স্টেশনে কবে, কটায় আসার কথা তার বিশদ তথ্য সংযোজিত হয় মুখ্যমন্ত্রীর টুইটে।

এ নিয়ে সন্ধ্যায় রেলমন্ত্রী উপর্যুপরি দুটি টুইট করেন। তার প্রথমটিতে তিনি লিখেছেন, এটা ভেবে আমার খারাপ লাগছে যে পশ্চিমবঙ্গে পরিযায়ী শ্রমিকদের ফিরিয়ে আনতে যেখানে দিনে ১০৫ টি বিশেষ ট্রেন দরকার, সেখানে এই রাজ্য এই ট্রেন চালাতে এক মাসের ওপর সময় নিচ্ছে। আমি আর একবার আশা করব দেশের বিভিন্ন প্রান্তে আমার যে বাঙালি ভাই বোন আছে, তাদের ফিরিয়ে আনতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার সব রকম উদ্যোগী হবে।

অপর একটি টুইটে রেলমন্ত্রী লিখেছেন, অনেক পরিযায়ী শ্রমিক পশ্চিমবঙ্গে ফিরতে চায়। যদি পশ্চিমবঙ্গ তাদের না নেয় তাহলে আমরা দেখব আরও অনেক পরিযায়ী, এমনকি বাচ্চাদের নিয়ে বিপজ্জনক নানা উপায়ে শয়ে শয়ে কিলোমিটার পায়ে হেঁটে ঘরে ফেরার চেষ্টা করবে। নিজেদের পরিযায়ী শ্রমিকদের ফিরিয়ে নিতে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করার জন্য পশ্চিমবঙ্গকে আরও উদ্যোগী হতে হবে।

মুখ্যমন্ত্রীর টুইটে দেখা যাচ্ছে আসানসোল, খড়্গপুর, হাওড়া, মালদা টাউন, দুর্গাপুর, বর্ধমান, নিউ জলপাইগুড়ি, কৃষ্ণনগর, নিউ কোচবিহার, ডানকুনি, বহরমপুর প্রভৃতি এ রাজ্যের বারোটি স্টেশনে আসবে এই বিশেষ শ্রমিক ট্রেন

তেলেনিপাড়ার উত্তেজনার মাঝেই ভদ্রেশ্বর থানার ওসি বদল

হুগলি, ১৪ মে (হি. স.) : দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হল হগুলির ভদ্রেশ্বর থানার ওসি নন্দন পাণিগ্রাহীকে। তাঁর জায়গায় বৃহস্পতিবার সকাল থেকে ভদ্রেশ্বর থানার দায়িত্ব নিলেন কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায়। জানা গিয়েছে, পূর্ব মেদিনীপুর সাইবার ক্রাইম থানার ইন্সপেক্টর ইনচার্জের দায়িত্বে ছিলেন তিনি।

প্রসঙ্গত, রবিবার সন্ধে থেকে দু'টি গোষ্ঠীর মধ্যে গন্ডগোলে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে ভদ্রেশ্বরের তেলেনিপাড়া। বিভিন্ন বাড়ি লক্ষ্য করে ইট ও পাথর ছোঁড়ার পাশাপাশি চলেছে ব্যাপক বোমাবাজি। বেশ কয়েকটি বাড়িতে ভাঙচুর ও সোনার দোকানে লুটপাট চালানো বলে অভিযোগ। সোমবার সকাল থেকেই বিষয়টি নিয়ে শুরু বিজেপি ও তৃণমূলের তরজা। বিজেপির পক্ষ থেকে স্থানীয় এক তৃণমূল কাউন্সিলরের দিকে অভিযোগের আঙুল তোলা হয়। ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি দেখতে চাইলে স্থানীয় বিজেপি সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায়কে বাধা দেয় পুলিশ। এর জেরে নতুন করে উত্তেজনাও ছড়ায়। মঙ্গলবার সকাল থেকে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। দফায় দফায় বোমাবাজি, ভাঙচুর চলে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে। এই মর্মে বঙ্গ বিজেপির একটি প্রতিনিধি দল রাজ্যপালের কাছে সরকার ও পুলিশের নিষ্ক্রিয়তা নিয়ে অভিযোগ জানায়। এরপর বুধবার এ বিষয়ে কথা বলতে জেলাশাসকের দফতরে যান হুগলির সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায় ও বারাকপুরের সাংসদ অর্জুন সিং। জেলাশাসকের দেখা না মেলায় সেখানেই অবস্থানে বসেন তাঁরা। কিছুক্ষণ পর রওনা দেন পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে দেখা করার উদ্দেশ্যে। পথে চন্দননগরের এসিপি (ওয়ান) হেডকোয়ার্টার গোলাম সারওয়ারের সঙ্গে কথা কাটাকাটিতে জড়ান দুই সাংসদ।তবে এদিন জেলাশাসক ও পুলিশ কমিশনার কারও সঙ্গেই দেখা করতে পারেননি সাংসদরা। এরপরই ক্ষোভে ফেটেন পড়েন তাঁরা। তেলেনিপাড়ার অশান্তির পিছনে তৃণমূলের ইন্ধন রয়েছে বলে দাবি করেন লকেট চট্টোপাধ্যায়। এরপরই চন্দননগর কমিশনারেটের পুলিশ কমিশনার ও ভদ্রেশ্বর থানার ওসির বদলির দাবিতে সরব হন হুগলির সাংসদ। এদিন রাতেই বদলি করা হয় ওসিকে। এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব।

চ্যালেঞ্জকে সুযোগে পরিণত করার সঠিক সময়

আর কে সিনহা

আমি প্রায়ই নিজের লেখায় বলে থাকি যে চ্যালেঞ্জ ও সুযোগ দুই ধারওলা তরোয়ালের মত। যেকোনও জায়গায় আপনার সামনে চ্যালেঞ্জ থাকলে সেখানে একটি বিশাল সুযোগও লুকিয়ে থাকবে। যদি আপনি সেটিকে খুঁজে পেয়ে ব্যবহার করেন তবে চ্যালেঞ্জকে সুযোগে পরিণত করতে বেশি সময় লাগবে না। একইভাবে, যেখানেই সুযোগ আসবে। তার মধ্যে কিছু চ্যালেঞ্জও লুকিয়ে রয়েছে। যেমন ভাবে আধুনিক প্রযুক্তির রূপ নিয়ে বিশ্বজুড়ে একটি বিশাল সুযোগ এসেছে। তবে আধুনিক প্রযুক্তির কারণে বিভিন্ন ধরণের সাইবার ক্রাইম বেড়ে চলেছে। সুতরাং সুযোগ সহ একটি চ্যালেঞ্জ আছে। করোনার নামক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি গোটা বিশ্বে। কিন্তু এর বিরুদ্ধে লড়াই করতে গোটা বিশ্ব প্রস্তুত নয়। বিগত ১০০ বছরে বিশ্ব এত বড় বিপদের মুখোমুখি কখনও হয়নি। তবে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে বিংশ শতাব্দীতে স্প্যানিশ ফ্লু নামে একটি মহামারী অবশ্যই দেখা দিয়েছিল। তবে, এটি করোনার মতো মারাত্মক ছিল না।

এই রোগটি স্পেনের সঙ্গে মোটেও কোনও সম্পর্ক ছিল না। সম্পর্ক ছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সঙ্গে। যেটিতে স্পেন সরাসরি জড়িত ছিল না। তবে স্প্যানিশ ফ্লুতে আক্রান্ত সৈন্যরা মার্কিন ও ইংল্যান্ড সেনাদের তাদের দেশে নিয়ে যেতে শুরু করেছিল এবং যখনই বন্দর থেকে সৈন্যরা তাদের গ্রামে যেতে শুরু করেছিল, এই মহামারীটি তাদের গ্রামে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছিল। স্প্যানিশ ফ্লুটির নাম সেই মহামারীটির নামকরণ করা হয়েছিল কারণ এটি স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম বিশ্বের সামনে প্রকাশ করেছিল এবং এর সত্যতা বিশ্বের সামনে রেখেছিলউ করোনা মহামারী প্রাকৃতিক নাকি মনুষ্যনির্মিত তা নিয়ে বিতর্ক এখনো চলছে। তবে, অবশ্যই এই মহামারীটি অত্যন্ত মারাত্মক। কারণ, এটি কেবল সংক্রামিত ব্যক্তির সামনে গেলেই হতে পারে। স্পর্শ করার সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক নেই। যদি আপনি এক মিটার দূরত্বের ব্যবধান অগ্রাহ্য করে আক্রান্ত ব্যক্তি যান এবং সে যদি হাঁচি য বা কাশি দেয় তবে তার হাঁচি বা কাশি থেকে বেরোনো সূক্ষ্ম কণাগুলিও আপনার শরীরে করোনার মহামারী ভাইরাস আনতে পারে এবং আপনিও এই রোগে ভুগতে পারেন। করোনার জেরে পুরো বিশ্ব বিধ্বস্ত।

একটি ছোট জীবাণু যা আপনি দূরবীণ দিয়েও দেখতে পারবেন না। সেটি পুরো বিশ্বটিকে ধ্বংস করে দিয়েছে। চিনের বুহান শহরে শুরু করে এই রোগ সারা বিশ্বে ছড়িয়ে গিয়েছে। ১০০ দিন লড়াই এবং কঠোরতার পরে, চীন অত্যন্ত ধুমধামের সাথে ঘোষণা করেছিল যে এখন বুহান করোনা মুক্ত হয়েছে। একটি বিশাল উদযাপন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তবে সর্বশেষ প্রতিবেদন অনুযায়ী বুহানে আবার মহামারী ছড়িয়ে পড়ছে। যেহেতু লোকেরা বুহান থেকে চীনের অন্যান্য রাজ্যে ভ্রমণ করছে, তাই সম্ভবত মহামারীটি চীনের অন্যান্য রাজ্যেও ছড়িয়ে পড়বে। ভারত প্রথম থেকেই এই মহামারীটির বিরুদ্ধে সুদৃঢ়ভাবে লড়াই করে গিয়েছে। ২০১৯ সালের ডিসেম্বরে চীনা নববর্ষের সময় করোনার যখন চীনে দাপিয়ে বেড়াচ্ছিল। তখন আমাদের জনপ্রিয় এবং মাটির মানুষ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কীভাবে এই বিপর্যয় মোকাবিলা করা যায় তার পরিকল্পনা তৈরি করছিলেন। আমি যখনই সংসদের অধিবেশন চলাকালীন সংসদের করিডোরের প্রধানমন্ত্রীর কক্ষের সামনে দিয়ে যেতাম, তখন মাঝে মাঝে স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডা: হর্ষবর্ধনের সঙ্গে দেখা হতো। তার হাতে বহু ফাইল থাকত। করোনা মোকাবিলা নিয়ে তার সঙ্গে আমার আলোচনা হতো। সম্পূর্ণ প্রস্তুতিও নেওয়া হয়েছিল। তবে, প্রস্তুতির কিছু অভাব ছিল।

কারণ চীন অর্ধেক কথা জানিয়েছিল এবং অর্ধেকটি লুকিয়ে রেখেছিল। চীন এই রোগের প্রাথমিক লক্ষণগুলি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছিল যে সর্দি, কাশি, জ্বর, শ্বাসযন্ত্রের সমস্যা এই রোগের প্রাথমিক লক্ষণ। তবে এটি বলেনি যে সংক্রমিত ব্যক্তির মধ্যেই লক্ষণগুলি ১৪ পরও দেখা দিতে পারে। এই কারণে, ভারত এবং অন্যান্য দেশেও কিছু ভুল ঘটেছিল। কারণ সেই সময় বিদেশ থেকে যারা ভারতে আসছিল তাদের শারীরিক পরীক্ষা করা হয়েছিল। এদের মধ্যে যাদের সর্দি, কাশি, জ্বরের লক্ষণ ছিল তাদের করেন্টিয়েন পাঠানো হয়েছিল। তবে যাদের লক্ষণ ছিল না তাদের বাড়িতে যেতে দেওয়া হয়েছিল। কেউ জানত না যে ১৪ দিন পরেও এই লক্ষণগুলি আসতে পারে। এ কারণে কেরলে এই সংক্রমণ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। কারণ এই রাজ্যের বাসিন্দারা বেশিরভাগই উপসাগরীয় অঞ্চলে চাকরি করতে যায়। একই ভাবে তামিলনাড়ু, মুম্বই, গুজরাট, দিল্লি এবং পাঞ্জাবে দ্রুত এই সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ে। কারণ, এখানে লক্ষ লক্ষ লোক বিদেশে থাকে এবং তারা এবং তাদের পরিবারের সদস্যরা বিদেশে আসা যাওয়া করে থাকে। তবে, আরও একটি ঘটনা হল। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে তবলীগী জামাতের মরকজ চলছিল।

দিল্লিতেই ১২ হাজার মানুষকে আমন্ত্রিত করা হয়েছিল। ফলে ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড ইত্যাদি দেশ থেকে কয়েক হাজার লোক এসেছিল। এই সব দেশে আগে থেকে করোনার মহামারী ছড়িয়ে পড়েছিল। সেখান থেকে আসা বহু সংক্রামিত ব্যক্তি সেই মরকজে যোগ দিয়েছিল। সমস্ত তথ্য এবং সতর্কতা থাকা সত্ত্বেও মরকজ এ সম্পর্কে উদাসীন ছিল। এমনকি তারা বলতে শুরু করে যে আল্লাহ যদি চান যে তার ভক্তরা রোগে মারা যাবে। তবে মসজিদে মারা যাওয়ার চেয়ে ভাল আর কোথাও নেই।

এইভাবে, রোগের লক্ষণগুলি গোপন করার এবং চিকিতকদের কাছে না যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। এ কারণে করোনায় আক্রান্ত রোগীদের মধ্যে ব্যাপক বৃদ্ধি ঘটে। দিল্লির পরে জামাতিরা যেখানেই যেত সেখানেই এই সংক্রমন তারা ছড়িয়ে দেয়। তবে, এই সমস্ত উত্তাল পরিস্থিতি সত্ত্বেও প্রধানমন্ত্রী মোদী মনে মনে ভেবেছিলেন যে যখন ইতালি, স্পেন এবং আমেরিকার মতো দেশে করোনা পরিস্থিতি ভাল চিকিতা ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বে এত ভয়াবহ হতে পারে। তা হলে ভারতের কি দশা হবে। তাই এই মহামারী রোধ করতে একটি সম্পূর্ণ লকডাউনের ঘোষণা করে দেন তিনি।

সেই সময় ছাড়া আর কোনও পথ ছিল না। এই মহামারীর একটি ভাল দিক হচ্ছে আপনি এটি কি আমন্ত্রণ না করলে। সে আপনার কাছে যাবে না।

বিরোধী নেতারা চেঁচিয়ে বলছিলেন যে আরও বেশি লোকের করোনা পরীক্ষা করা উচিত। পরামর্শটি খুব ভাল ছিল। তবে, এর টেস্টিং কিটটি আমাদের কাছে পর্যাপ্ত পরিমাণে ছিল না। লোকেরা এটি বুঝতে প্রস্তুত ছিল কোথায়? তখন মহামারী টি ভারতে খুব একটা প্রবেশ করেনি। তাই টেস্টিং কিট নিয়েও ভাবনাচিন্তা হয়নি। সেই সময় আমাদের কাছে ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক আর্মার বা 'পিপিই' নামে একটি ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম ছিল না, যা সংক্রামক রোগগুলির চিকিতার জন্য চিকিতকরা এবং চিকিতক কর্মীরা পরিধানের জন্য দরকার ছিল। সেই সময় দেশে একটাও পিপিই ছিল না। এন ফেস মাস্ক, যা ৯৫ শতাংশ সংক্রমণ রোধ করতে সক্ষম, তা আমাদের মধ্যে খুব কমই ছিল। সেই সময় তা কোথাও কোথাও নির্মিত হচ্ছে, যা বড় পরীক্ষাগার বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন ছিল।

তাই প্রধানমন্ত্রী সম্পূর্ণ লকডাউনের পথ ধরেছিলেন।

তবে, লকআউটটিও পুরোপুরি সফল হয়নি। ভারতের মতো বৃহত্তর দেশে সম্ভবত এটি হওয়া সম্ভব ছিল না। যেখানে এত বিশাল জনসংখ্যা রয়েছে, জনসংখ্যার ঘনত্ব এত বেশি। যেখানে এত বিশাল সংখ্যক মানুষ আধাশিক্ষিত বা অশিক্ষিত সেখানে সফল হওয়া সম্ভব ছিল না। তবুও প্রশাসন ও পুলিশ দক্ষতার কারণে লকডাউন কমপক্ষে ৯০ থেকে ৯৫ শতাংশ সফল হয়েছে। যার কারণে আজ এত বিশাল জনসংখ্যা থাকা সত্ত্বেও বিশ্বব্যাপী করোনার সংক্রমণের ক্ষেত্রে ভারত সবচেয়ে কম ক্ষতির দেশ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় প্রধানমন্ত্রী জাতির উদ্দেশ্যে দেওয়া ভাষণে অত্যন্ত অনুপ্রেরণামূলক এবং হৃদয়কে স্পর্শ করে যাওয়ার মতো কথা বলেছেন। তিনি বলেছিলেন যে এটি একটি বড় চ্যালেঞ্জ। লড়াইটি দীর্ঘকাল ধরে চললে ১৮ মের পরে লকডাউন ৪ আগেরগুলোর তুলনায় আলাদা হবে।

এর অর্থ হ''ল এখন সাবধানতা অবলম্বন করে আমাদের কাজে ফিরতে হবে। অবহেলা করে নয়। সুরক্ষা বিধি মেনে কাজ করতে হবে। প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন যে এই চ্যালেঞ্জকে সুযোগে পরিণত করতে 'আত্মনির্ভর ভারত প্রকল্প' চালু করা হচ্ছে। ২০ লক্ষ কোটি টাকার এই প্রকল্পটি চালু করার জন্য একটি বিশাল আর্থিক প্যাকেজ ঘোষণা করা হচ্ছে। এর অর্থ ২০ লক্ষ কোটি টাকার এই প্যাকেজটি প্রতিটি নাগরিক পিছু ১৫৩৮৪ টাকা খরচ করা হবে। আজ অবধি, দেশের কোনও প্রধানমন্ত্রী এত বড় আর্থিক প্যাকেজ দেননি।

এর কারণ কী ছিল কারণটি খুব সহজ ছিল যে এই দেশের সমস্ত প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে কেবল দু''জন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন যারা মাটির মানুষ ছিলেন। তারা দারিদ্রতা দেখেছিল, ক্ষুধা দেখেছিল এবং প্রতিকূল পরিস্থিতির সঙ্গে লড়াই করে তারা উঠে দাঁড়িয়ে এগিয়ে গেছে। প্রথমটি ছিলেন প্রয়াত লাল বাহাদুর শাস্ত্রী এবং দ্বিতীয় নরেন্দ্র মোদী। বাকি প্রধানমন্ত্রীরাই এমন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন যারা কখনও দারিদ্র্য ও ক্ষুধা দেখেননি। সে কারণেই প্রধানমন্ত্রী গতকাল তার বক্তব্যে কেবল কৃষক, শ্রমিক, ক্ষুদ্র শিল্পপতিদের নিয়ে আলোচনা করেননি। আজ অবধি, এদেশের সমস্ত রাজনৈতিক দল কৃষক, শ্রমিক ও পুঁজিপতিদের নিয়েও আলোচনা করছিল। তবে, প্রধানমন্ত্রী মোদী রাস্তার হকার, থেলাওয়ালা, গবাদি পশুর পালনকারী, শাকসব্জী চাষি, শ্রমিক এবং শিল্পপতিদের জন্য সরব হয়েছেন। এটি সমস্ত লোকের জন্য ২০ লক্ষ কোটি টাকার প্যাকেজ। যার বিবরণ অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ দেবেন। তবে এটি একটি খুব বড় প্যাকেজ, এটি দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির বিশাল পথ উন্মুক্ত করবে। কিন্তু, এই চ্যালেঞ্জ কে একটি সুযোগে রূপান্তর করতে পারবেন বলে তিনি মনে করেন সে জন্য দু-তিনটি উদাহরণ দিয়ে তাঁর বক্তব্যটি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী।

সবার আগে প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন যে দৃঢ় সংকল্পের সাথে কোন কাজ যদি করা হয় তবে সাফল্য নিশ্চিত ভাবেই আসবে।

তিনি বলেছিলেন যেদিন দেশে লকডাউন শুরু হয়েছিল, ভারতে একটিও পিপিই তৈরি করা হয়নি এবং এন ৯৫ মাস্ক ও কম ছিল। আজকের পরিস্থিতি হ''ল ভারত এই দুটি পণ্যই কেবল তৈরি করতে সক্ষম হয়নি, তা রফতানিতেও প্রস্তুত। আজ, দেশে প্রতিদিন দুই লাখ পিপিই এবং দুই লক্ষ এন ৯৫ মাস্ক উৎপাদন হয়ে চলেছে। গুজরাটের ভুজের আরেকটি উদাহরণ দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী। ২০০২ সালের ভূমিকম্পে ভুজ ধ্বংস হয়ে গেছিল। এ রকম একটি ভূমিকম্প যেখানে ক্ষয়ক্ষতি পরিমাণ বিপুল ছিল। যেহেতু আমি নিজেও সেই দিনগুলিতে বহু প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত ছিলাম যা ভুজের ত্রাণ কাজে জড়িত ছিল, তাই আমি ভুজের উপর লক্ষ্য করতাম। ভুজের অবস্থা ছিল ভয়াবহ। সেখানে সবকিছু ধুলিস্যাৎ হয়ে গিয়েছিল। আজ আপনি জামনগরে যান। আপনি যদি ভুজের সেইসব জায়গায় যান যেখানে ভূমিকম্প হয়েছে। তবে সেখানে সুসংহত গ্রাম ও শহর দেখতে পারবেন আজ ভুজ ও কচ্ছ সর্বাঙ্গীন সুন্দর অগ্রগতি করেছে। সেখানে চ্যালেঞ্জটি সুযোগে রূপান্তরিত হয়েছে। সুতরাং প্রধানমন্ত্রী যদি এই উদাহরণগুলি দেন তবে এর পিছনে খুব শক্তিশালী কারণ রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী আরও একটি ভাল কথা বলেছেন। তিনি বলেছিলেন যে এই মহা সংকটে আমাদের স্থানীয় সাপ্লাই চেইন, যা ছিল আমাদের স্থানীয় ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, তারাই আমাদের জীবন রক্ষা করেছিলেন।

তারা আমাদের খাবার এনেছিল, ফল, শাকসব্জী, দুধ এবং অন্যান্য জিনিসও এনেছিল। সে কারণেই প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন যে আমাদের 'স্থানীয়করণ' করতে হবে।

এটি হ''ল বড় বড় ব্র্যান্ডের অ্যাডভোকেট হওয়ার পরিবর্তে আমাদের স্থানীয় উতাদনকারী এবং স্থানীয় উতাদক, স্থানীয় সরবরাহকারীকে বিশ্বাস করতে হবে। তাদের শ্রদ্ধা করতে হবে। তাদের জন্য, আপনাকে বলতে হবে যে এটি কোনও আন্তর্জাতিক উতাদক বা সরবরাহকারীদের চেয়ে দুর্বল নয়। এটি একটি বড় চুক্তি। কারণ, প্রত্যেকে যারা আজ বড় ব্র্যান্ড হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে, একদিন তারাও ছোট আকারে শুরু হয়েছিল। তবে, তাদের দেশগুলি তাদের 'স্থানীয়' 'ভোকাল' হয়ে ব্র্যান্ডগুলি প্রচার করেছিল এবং তারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিল তাই আমরা কেন আমাদের ব্র্যান্ডগুলির জন্য একই কাজ করতে পারি না। আর তাই, আমরা সবাই মিলে এখন দেশকে আত্মনির্ভর করার দিকে এগিয়ে যাই। ভবিষ্যৎ যাতে আমাদের হয়। একবিংশ শতাব্দী যেন ভারতের হয় এবং ভারত বিশ্বকে নেতৃত্ব দিতে পারে।

(লেখক প্রবীণ সম্পাদক, কলামিস্ট ও প্রাক্তন সাংসদ)

বর্মখানি ভুলে গেছি নিতে

রূপায়ণ ঘোষ

সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়া, রেডিও, টিভি প্রায় প্রতিটি মাধ্যমেই বারংবার অনুরোধ করা হচ্ছে ঘরে থাকতে। লকডাউনকে হালকাভাবে না নিয়ে করোনার বিরুদ্ধে হাতিয়ার হয়ে ওঠাটাই হোক আমাদের মূল লক্ষ্য। ঘরের বাইরে না বেরিয়ে, নিষ্ক্রিয় অবস্থাতেই আমরা হারিয়ে দিতে পারি বিশ্বব্যাপী ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠা এই মারণ ভাইরাসকে। কিন্তু ধীরে ধীরে মহামারির রূপ নিতে চলা ভাইরাসটির বিরুদ্ধে জয় কি এতই সহজ হিসেব নিকেশের বিষয়? ঘরে থেকে চেইন ভেঙে দিলেই কি করোনার থেকে সার্বিক মুক্তি পাওয়া সম্ভব? কোভিড-১৯ এর বিপক্ষে দেশ তথা বিশ্বব্যাপী লকডাউন কি মানুষের একমাত্র রক্ষাকবচ? নাকি এর সঙ্গে সংযুক্ত রয়েছে আমাদেরই দীর্ঘদিনের কিছু ভুল ও ক্ষমতার স্বার্থান্বেষী আচরণ। ভুলে গেলেও চলবে না ঠিক একশো বছর আগে স্প্যানিশ ফ্লু-দু'দফায় মানব মৃত্যুর যে বিপুল সন্ত্রাস তৈরি করেছিল তার ক্ষতিকর প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী। প্রথম দফার সংক্রমণে (জুন, ১৯১৮) যে ভায়াবহতা দেখা গিয়েছিল তাতে সেদিনও লকডাউন ছিল প্রতিকারের একমাত্র উপায়। কিন্তু সেটি কাটতেই উপযুক্ত চিকিৎসা পরিকাঠামো এবং প্রতিষেধকের অভাবে দ্বিতীয় দফায় (সেপ্টেম্বর, ১৯১৮) সেই ভয়াবহতা বৃদ্ধি পেয়েছিল কয়েক গুণ। গোটা বিশ্বে মৃতের সংখ্যা পৌঁছেছিল প্রাঁচ কোটির বীভৎস পরিসংখ্যানে। কেবল ভারতেই মৃত্যু হয় ১ কোটি ৭৫ লক্ষ মানুষের। নিঃসন্দেহেই প্রকৃতির যে কোনও বিপর্যয় অথবা এই ধরনের মহামারিতে মানুষকে অসহায় হয়ে যেতেই হয়। কিন্তু সাথে সাথে কিছু পরিসংখ্যানও যখন মানুষের বেঁচে থাকার বিরুদ্ধে কথা বলে তখন বিস্মিত হওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। 'ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অব কমিউনিটি মেডিসিন'- এর তথ্যানুযায়ী ব্রিটিশ শাসিত ভারতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দ অর্ঘের পরিমাণ ২ কোটি ২০ লক্ষ টাকা। একশো বছর আগে নিশ্চিতভাবেই সেটি বিরাট অঙ্কের অর্থ। কিন্তু থমকে যেতে হয় যখন জানা যায় The Defence of India act (১৯১৫)-তে প্রতিরক্ষাখাতে বরাদ্দ হয় ১৩.৫ কোটি টাকা। অর্থাৎ প্রায় সাত গুণ বেশি অর্থমূল্য ধার্য হয়েছিল তৎকালীন সরকারের লোভসর্বস্ব আত্মম্ভরিতাকে টিকিয়ে রাখার জন্য- সাধারণ মানুষের জীবনের চেয়ে যার দান অনেক বেশি বলেই নির্ধারণ হয়েছে ক্ষমতাতন্ত্রের সংজ্ঞয়। ব্রিটিশ শাসনের এই নগ্ন রূপ পরবর্তী সময়ের ইতিহাসে প্রভুত ঘৃণার সঙ্গে লিপিবদ্ধ যে হয়েছে তা নিয়ে মতানৈক্য নেই। কিন্তু তারপরের একশো বছরে জল গড়িয়েছে অনেক। পৃথিবীর প্রায় অধিকাংশ দেশ থেকে রাজতন্ত্র এবং সাম্রাজ্যবাদী নীতির অপসারণ ঘটেছে। অসংখ্য গণতান্ত্রিক দেশের জন্ম প্রমাণ করেছে শান্তি ও স্বাধীনতার চেয়ে আর কিছুকে মহার্ঘ মনে করেনি মানুষ। কিন্তু সত্যিই যদি তাই হয় তবে আজ এই একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে বিশ্ব শান্তির বারংরার ঘোষণার পাশাপাশি দেশগুলির অস্ত্রাগার এত ঐশ্বর্যে সেজে ওঠে কোন যৌক্তিকতায়। ২০১৯-২০ অর্থবর্ষে ভারতের প্রতিরক্ষাখাতে বরাদ্দ অর্থের পরিমাণ ৩.১৮ লক্ষ কোটি টাকা। আর বিস্মিত হতে হয় যখন দেখা যায় ১৩০ কোটির দেশে যেখানে নিরক্ষতা অভিশাপ এর মতোই বিপজ্জনক, অপুষ্ঠিজনিত কারণে মৃত্যুর মিছিল চলে প্রতিনিয়ত, সেই দেশের স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দ মাত্র ৬৯ হাজার কোটি টাকা, উচ্চ শিক্ষার জন্য ব্যয় করা হয় মাত্র ৩৪ হাজার কোটি টাকা। অর্থাৎ প্রায় চার থেকে পাঁচগুণ অর্থ দিয়ে মানুষের মৃত্যুর সরঞ্জাম প্রস্তুত করা যায় আজও কিন্তু মানুষকে বাঁচানোর জন্য বরাদ্দ সেই এক ভাগ। ভারতবর্ষ ছড়িয়েও পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের দৃশ্যগুলি কোথাও বদলায় না। ক্ষমতা ও শস্ত্র যে কোনো নেতৃত্বের আধিপত্যকে দীর্ঘজীবী করে-এই সারসত্যটি মানুষ জেনে গিয়েছিল সভ্যতার ঊষালগ্নেই। তাই হৃদয়ের বদলে মানুষের ভয় এবং দাসত্বকেই জেতা তাদের প্রধান লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে সর্বদা। আমেরিকার মতো উন্নত দেশে স্বাস্থ্য ও প্রতিরক্ষাখাতে অর্থের পার্থক্যও অকল্পনীয়। ১.০৪৬ বিলিয়ন ডলার তারা চিকিৎসা ক্ষেত্রে খরচ করেছে, তো অন্যদিকে সেনাবাহিনীর জন্য ব্যয় হচ্ছে ৬৯৩ বিলিয়ন ডলার। এর রিপোর্টে দেখা যায় ফরাসি সরকার তাদের ৬.৭০ কোটি মানুষের জন্য প্রতিরক্ষাখাতে এক অর্থবর্ষে ব্যয় করেছে চিকিৎসা ক্ষেত্রে অনুমোদিত অর্থের প্রায় আড়াই গুণ টাকা। তবে কি কোথাও শিক্ষা ও আধুনিকতার যুগে প্রমাণির হয় যে মানুষের জীবন অপেক্ষা তার মৃত্যুর সরঞ্জম সঞ্চয়ের দ্বারা সভ্যতার বুকের উপর বসে বীরত্বের আস্ফালন করে যাওয়াই শান্তি ও স্বাধীনতার প্রকৃত সংজ্ঞা? তর্কের খাতিরে যদি মেনেও নেওয়া যায় ইউরোপ-আমেরিকার মতো স্বল্প-জনসংখ্যার দেশ তাদের উদ্বৃত্ত অর্থ সোনাবাহিনীর জন্য ব্যবহার করেছে, তাহলেও ভারতের মতো বিশ্বের প্রভূত জলবহুলযুক্ত উন্নয়নশীল দেশগুলির ক্ষেত্রে শেই যুক্তি খাটে না কোনোক্রমেই। তারপরেও করোনা ভাইরাসের আবহে দেশের সাধারণ মানুষের জন্য মাস্ক, পিপিই, টেস্টিং কিট, খাদ্য সামগ্রী জোগানের পরিবর্তে সরকার ইসরাইলের কাছ থেকে ১১৬ মিনিলয়ন ডলারের বিনিময়ে মেশিনগান ক্রয় করে। চব্বিশে মার্চ লকডাউনের পরপরই ভারতবর্ষের বুকে হাজার হাজার কিলোমিটার পথ হেঁটে গিয়েছে পরিযায়ী শ্রমিকের দল, উত্তরপ্রদেশের রাস্তায় বসিয়ে পশুদের স্নান করানোর মতো করে তাঁদের একযোগে স্যানিটাইজড করা হয়েছে নির্দ্বিধায়। অস্ত্রভাণ্ডার বৈচিত্র্যপূর্ণ করার বদলে সেই টাকা কি এই সমস্ত অসহায় মানুষদের জন্য পরিকাঠামো তৈরির কাজে ব্যবহার করা উচিত ছিল না? ভয়ের জায়গাটা তৈরি হয় এখানেই স্প্যানিশ ফ্লু -এর আক্রমণে ভারতের তৎকালীন জনসংখ্যার প্রায় সাত শতাংশ মানুষের মৃত্যু ঘটে-যা নিজেই এক মহানরমেধ যজ্ঞের সমতুল। কোভিড-১৯-এর ক্ষেত্রে মৃত্যু তুলনায় সামান্য, কিন্তু লকডাউনের মায়াজালে আবদ্ধ মানুষের যদি সনাক্তকরণই না হয় উপযুক্ত চিকিৎসা পরিকাঠামোই যদি প্রস্তুত করা না যায় -তবে বিশ্বব্যাপী আক্রান্তের সংখ্যাটি ৩০ লক্ষাধিক থেকে দ্বিগু-তিনগুণ-চারগুণ হতে কতটুকুই বা সময় নেবে। ফলস্বরূপ মানুষের মৃত্যুর যে ব্যাপক ঢেউ সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে-এ কে ৪৭ কিংবা অত্যাধুনিক মিশাইল, পারমাণরিক অস্ত্র কি পারবে তা প্রতিরোধ করতে? -'Unied Nations Development Programme' এর তথ্যানুসারে বিশ্ব প্রতিরক্ষা তালিকায় ভারতের স্থান চতুর্থ নিঃ সন্দেহে গর্ব করার মতো বিষয়। কিন্তু সেই সঙ্গে Global Hunger Index-এ ভারতের স্থান ৬৩ থেকে নেমে গিয়েছে ১০২ নম্বর স্থানে। এই সত্যিটি অনেক বেশি পীড়াদায়ক। ২০১৯-এ প্রকাশিত Global Health Index এর রিপোর্ট জানাচ্ছে বিশ্বের স্বাস্থ্য পরষিবার তালিকায় ভারতের স্থান ১২০ ফলে সমস্ত গর্ভ এক মুহূর্তেই মাটিতে মিশে যাওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। যে রাষ্ট্র তার মানুষের প্রাথমিক প্রয়োজনীয়তা ও যাপনের ভিত্তিভূমি স্বাস্থ্য, শিক্ষা খাদ্যের জোগান দিতে ব্যর্থ। যেখানে খাদ্যাভাবে বছরে ২৫ লক্ষ মানুষের মৃত্যু ঘটে, চিকিৎসার উপযুক্ত পরিকাঠামোর অভাবে নষ্ট হয়ে যায় সরকারি হাসপাতালগুলি সে দেশের অস্ত্রভাণ্ডারের উল্লাস আদাতে প্রেতের অট্টাহাস্যের মতো শোনায়। সাম্প্রতিক খবরে প্রকাশিত মেদিনীপুরের কোনও গ্রামের বাসিন্দারা স্থানীয় স্টেশন থেকে লুঠ করেছেন খাদ্যদ্রব্য। যাঁরা এ কাজে সামিল ছিলেন অধিকাংশই খেটে খাওয়া দিন-মজুর লোকের বাড়িতে কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করেন। দীর্ঘকালীন লকডাউনে কাজকর্ম বন্ধ হওয়ায় অভুক্ত তাঁরা বেঁচে আছেন সামান্য ত্রাণ আর ভিক্ষার মতো ছুঁড়ে দেওয়া রেশনের উপর। তাই সত্যি বলতে একটা দেশ তখনই নরক হয়ে ওঠে যখন তার অধিবাসীরা কেবলজীবনধারণের তাগিদে সার্বিকভাবে অনৈতিকতার পাঁকে নিমজ্জিত হয়, আসলে হতে বাধ্য করা হয় তাদের। কারণ এর ফলে সম্ভব হয় পুঁজিবাদী আর্থ-সমাজব্যবস্থার 'রতিপত্তি ও সশক্রিকরণ। যার ফলে এক হাজারকোটি টাকা খরচে মূর্তি তৈরি করা যায়, আয়োজন করা যায় আমেরিকার রাষ্ট্রপতির যুদ্ধাস্ত্র বিক্রি করতে আসার বৈভবশালী ব্যাবসায়িক সফর-কিন্তু দেশের মানুষের নিত্যদিনের প্রয়োজনের রাস্তাটুকু তৈরি করা সম্ভব হয় না। উত্তরাখণ্ডের নৈতিত্যালরে অখ্যাত এক গ্রামের অধিবাসীরা সরকারি সাহায্য না পেয়ে ন্যাশনাল হাইওয়ের সঙ্গে গ্রামের যোগাযোগ ঘটানোর জন্য নিজেরাই পাহাড় কেটে তৈরি করেন ২ কিলোমিটার দীর্ঘ রাস্তা। করোনার আক্রমণ বিশ্বের অনেক দেশে ঘুরে তবে ভারতে এসেছে সুতরাম বেশি কিছুটা সময় আমরা পেয়েছিলাম-যাতে তৈরি করা যেতে দেশজুড়ে অস্থায়ী হাসপাতাল, লকডাউনের আবহে আর্থিক বন্দা থেকে বাঁচার তাগিদে মানুষের হাতে অর্থ পৌঁছে দেওয়ার জন্য করা যেতে ইতিবাচক পরিকল্পনা। লকডাউনের ৫০ দিন পেরিয়ে গিয়েও রাজ্যগুলিতে প্রয়োজনীয় ন্যূনতম টেস্টিং কিট পাঠাতে ব্যর্থ হয় রাষ্ট্র। কিন্তু তারপরেও মানুষের জরুরি চাহিদাগুলি শিকেয়ে তুলে ১৯ মার্চ লাইট মেশিনগান কেনার চুক্তি স্বাক্ষতির হয় অবলীলায়।

একটা দেশ বা জাতিকে রক্ষা করার জন্য যেমন মজবুত প্রতিরক্ষা বাহিনীর প্রয়োজন তেমনই দরকার স্বাস্থ্য, শিক্ষা, খাদ্য আর জীবিকার মতো বিষয়গুলি সুদৃঢ়করণ। বহিরাগত আক্রমণের হাত থেকে বাঁচতে গিয়ে ভিতরে ভিতরেই হিংস্র উইয়ের দল দেশের শিকড়টাই না উপড়ে ফেলে ভারতে হভে আমাদেরই। আর বুঝতে হবে, যুদ্ধাস্ত্রে টংকার বাজানো প্রতিরক্ষা প্রথা রাষ্ট্রের ৮০ শতাংশ সম্পদের মালিক হয়ে বসা মাত্র ৫ শতাংশ মানুষের অর্থশীল পুঁজিবাদী-প্রথা আদাতে সাম্রাজ্যবাদের, একনায়কতন্ত্রের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে, যা গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার, তার আদর্শের পরিপন্থী।'Militarism and

ছয়ের পাতায়

বৃহস্পতিবার কংগ্রেস সদর কার্যালয়ে রাজ্যে কংগ্রেসের প্রথম ওয়েব পোর্টালের উদ্বোধন করা হয়। ছবি- নিজস্ব।

ফিরিয়ে নিতে রাজি নয় দেশ, প্রায় দুই মাস দিল্লি বিমানবন্দরে আটকে জার্মান নাগরিক

নয়াদিল্লি, ১৪ মে (হি.স.): এই মুহূর্তে তাকে ফিরিয়ে নিতে রাজি নয় জার্মানি। প্রায় দুই মাস আটকে দিল্লি বিমানবন্দরে আটকে জার্মান নাগরিক। করোনার জেরে আন্তর্জাতিক উড়ান বন্ধ হয়ায় ১৮ মার্চ থেকে দিল্লি বিমানবন্দরে আটকে রয়েছেন এডগার্ড জাভেথ নামে ওইজার্মান নাগরিক। এই মুহূর্তে দিল্লির ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের ট্রানজিট পয়েন্টে দিন কাটাচ্ছেন এডগার্ড।

করোনা পরিস্থিতিতে গত ১৮ মার্চ আন্তর্জাতিক উড়ান চলাচল বন্ধ করে দেওয়ার পর দিল্লি বিমানবন্দরে দুজন শ্রীলংকার, একজন ফিলিপিনস ও একজন মলদ্বীপের নাগরিকের সঙ্গে আটকে পড়ে ছিলেন এডগার্ডও। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট দেশের দূতাবাসকে জানানো হলে শ্রীলংকা, মলদ্বীপ ও ফিলিপিনস দূতাবাস তাদের চার নাগরিককে ফিরিয়ে নেয়। কিন্তু জার্মান দূতাবাসের পক্ষ থেকে জানিয়ে দেওয়া হয় এডগার্ডের বিরুদ্ধে একাধিক অপরাধের অভিযোগ রয়েছে তাই তাকে তারা কোনোভাবেই সাহায্য করবে না।

জার্মান দূতাবাসের ওই বক্তব্যের পর সমস্যায় পড়ে দিল্লি পুলিশের নিরাপত্তায় থাকা অফিসার ও কর্মীরা।

এই অবস্থায় এডগার্ডকে কোথায় রাখা হবে তা নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়ে তারা। শেষ পর্যন্ত এডগার্ডকে বিমানবন্দরের ট্রানজিট পয়েন্টে রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। শুধু রাখা নয়, তাকে প্রতিদিন দু"বেলা নিয়ম করে খাবার, পানীয় জল দেওয়া হয়। দেওয়া হয়েছে মশারি অন্যান্য জিনিসপত্র।

সন্তোষ হোজাই হত্যাকাণ্ড : ডিএসপিকে গ্রেফতার ও সিবিআই তদন্তের দাবিতে আহূত ৩৬ ঘণ্টার বনধ-এ স্তব্ধ ডিমা হাসাও জেলা

হাফলং (অসম), ১৪ মে (হি.স.) : উগ্রপন্থী সংগঠন ডিএইচডি-র প্রাক্তন সদস্য তথা ঠিকাদার সন্তোষ হোজাই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত হাফলঙের ডিএসপি সূর্যকান্ত মরানের গ্রেফতারের দাবিতে এবং এই ঘটনার সিবিআই তদন্তের দাবির ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার ভোর থেকে আহূত ৩৬ ঘণ্টার বনধ-এর ব্যাপক প্রভাব পড়েছে ডিমা হাসাও জেলায়।

ভেঙে দেওয়া ডিমা হালম দাওগা (ডিএইচডি) জঙ্গি সংগঠনের আত্মসমর্পণকারী সদস্যদের নিয়ে গঠিত এনজিও হালালি প্রগ্রেসিভ ওয়েলফেয়ার সোসাইটি আহূত ৩৬ ঘণ্টার ডিমা হাসাও তথা ডিমারাজি বনধে সমগ্র ডিমারাজি এলাকার জনজীবন সম্পূর্ণ স্তব্ধ হয়ে পড়ে আজ। লকডাউনের মধ্যে বৃহস্পতিবার সকাল ৫ টা থেকে চলমান এই বনধ শুরু হয়। চলবে শুক্রবার বিকেল ৫ টা পর্যন্ত। হালালি প্রগ্রেসিভ ওয়েলফেয়ার সোসাইটির ডাকা ৩৬ ঘণ্টার বনধে পাহাড়ি জেলার সদর শহর হাফলং, মহকুমা সদর মাইবাং, উমারাংসো সহ জেলার সর্বত্র ও ডিমারাজি এলাকায় বনধ ছিল সর্বাত্মক ও শান্তিপূর্ণ। বনধকে কেন্দ্র করে বৃহস্পতিবার হাফলং শহরে দোকানপাট, বাজারহাট, সরকারি বেসরকারি কার্যালয় সবই ছিল বন্ধ।

লকডাউন অমান্য করে বাড়ি ঘর ছেড়ে বিনা কাজে এতদিন মানুষ বাইরে বেরিয়ে আসলেও বৃহস্পতিবার হাফলং শহরের দৃশ্য ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। শহরের রাস্তাঘাটে দেখা যায়নি মানুষের চলাচল। কার্যত জেলার প্রত্যেকটি এলাকা ছিল জনশূন্য।

এদিকে ডিমা হালম দাওগার প্রাক্তন অধ্যক্ষ তথা হালালি প্রগ্রেসিভ ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সভাপতি দিলীপ নুনিসা সরকারের প্রতি ক্ষোভ ব্যক্ত করে বলেন, গত ২৪ এপ্রিল সন্তোষ হোজাইকে অপহরণ করে নৃশংসভাবে খুন করার ২০ দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পরও এই খুনের সঙ্গে জড়িত অভিযুক্ত হাফলঙের ডিএসপি সদর সূর্যকান্ত মরানকে গ্রেফতার বা চাকরি থেকে বরখাস্ত করেনি পুলিশ। সূর্যকান্ত মরানকে অভিযুক্ত করে হারাঙ্গাজাও থানায় সন্তোষ হোজাইয়ের স্ত্রী জয়ন্তা হোজাই এক মামলা রুজু করার পরও ডিমা হাসাও পুলিশ এ নিয়ে কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি বলে অভিযোগ করেন দিলীপ।

দিলীপ নুনিসা বলেন, সন্তোষ হোজাইকে খুনের সঙ্গে ডিএসপি যে জড়িত এর তথ্য প্রমাণ আমাদের কাছে আছ। বলেন গৌহাটি হাইকোর্টের নির্দেশে রাজ্যের পুলিশ প্রধান ভাস্করজ্যোতি মহন্ত দক্ষিণ অসম রেঞ্জের ডিআইজি দিলীপ কুমার দে-র নেতৃত্বে যে এসআইটি গঠন করা হয়েছে একে আমরা স্বাগত জানাই। কিন্তু আমরা চাইছি সন্তোষ হোজাই খুনের নিরপেক্ষ সিবিআই তদন্ত হোক। আর শীঘ্রই ভারত সরকার ও অসম সরকার এতে অনুমোদন জানিয়ে এই হত্যাকাণ্ডের নিরপেক্ষ সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিক।

প্রাক্তন উগ্রপন্থী নেতা বলন, সন্তোষ হোজাইকে খুনের সঙ্গে ডিএসপি জড়িত থাকার কথা প্রকাশ হওয়ার পরও অসমের গৃহ দফতরের দায়িত্বপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল এ নিয়ে কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি। ভারত সরকারের সঙ্গে ডিএইচডি-র চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর এর ফলাফল কী এটাই? এই প্রশ্ন করে দিলীপ নুনিসা বলেন, সন্তোষ হোজাইকে খুনের পর স্থানীয় বিধায়ক রাজ্যের পার্বত্য এলাকা উন্নয়ন বিভাগের মন্ত্রী ও সাংসদের নীরবতাও দুর্ভাগ্যজনক। তাছাড়া পুলিশের নেতৃত্বে ডিমা হাসাও জেলায় গুপ্তহত্যা হচ্ছে এবং এতে আমরা ভীতিগ্রস্ত বলে জানান বক্তা। তাই এই বনধ-এর মাধ্যমে ডিএইচডি-র সাড়ে তিন হাজার প্রাক্তন সদস্য সন্তোষ হোজাই খুনের ন্যায় বিচারের দাবিতে জেলাশাসকের কার্যালয়ের সামনে অনির্দিষ্টকালের জন্য ধরনায় বসবেন বলেও জানিয়ে দিয়েছে দিলীপ। এ ব্যাপারে বুদ্ধিজীবী ও সিভিল সোসাইটির সহযোগিতা চেয়েছেন দিলীপ নুনিসা।

দিল্লি থেকে যাত্রী নিয়ে অসমে পৌঁছলো বিশেষ ট্রেন আগতদের নিয়ে যাওয়া হয়েছে নিজস্ব জেলার নিভৃতবাসে

গুয়াহাটি, ১৪ মে (হি.স.) : নয়াদিল্লি থেকে ০২৪২৪ নম্বরের রাজধানী এক্সপ্রেস (বিশেষ ট্রেন) অসমে এসে পৌঁছেছে। মোট ৮৮১ জন যাত্রী নিয়ে মঙ্গলবার বিকেল ৪:৪৫ মিনিটে দিল্লি রেলওয়ে স্টেশন থেকে ছেড়েছিল বিশেষ ট্রেনটি। ট্রেনটি কানপুর সেন্টেল, প্রয়াগরাজ জংশন, পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় জংশন, দানাপুর, বারাউনি জংশন, কাটিহার জংশন, নিউ জলপাইগুড়ি, কোকরাঝাড়, গুয়াহাটি, লামডিং জংশন, ডিমাপুর, মরিয়নি এবং শেষ গন্তব্যস্থল ডিব্রুগড়ে আজ বৃহস্পতিবার সকাল ৭.৩০ মিনিটে গিয়ে পৌঁছেছে।

অসমের বিভিন্ন জেলার ৮৮৯ জন যাত্রী দিল্লি থেকে উঠেছিলেন। বুধবার বিকেলে বেশ কয়েকজন যাত্রী নেমেছিলেন কোকরাঝাড়ে। এদিন রাত প্রায় ১২টা নাগাদ এসে পৌঁছে গুয়াহাটি। গুয়াহাটি রেলস্টেশনে ১৩০ জন আগত যাত্রীকে বরণ করেছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। তাঁর সামনেই সব যাত্রীর প্রথামিক স্ক্রিনিং করা হয়েছে। স্টেশনে মন্ত্রী ছাড়াও অন্যদের সঙ্গে ছিলেন সাধারণ ও পুলিশ প্রশাসন এবং ডাক্তার সহ স্বাস্থ্য দফতরের বিভিন্ন স্তরের আধকারিকরা। এখান থেকে সকল যাত্রীকে নিয়ে যাওয়া হয় সরুসজাই স্টেডিয়ামের অস্থায়ী নিভৃতবাসে। সরুসজাইয়ে তাঁদের স্বাস্থ্যবিধির পাঠ দিয়েছেন মন্ত্রী নিজে।

গুয়াহাটি থেকে ট্রেন ছেড়ে লামডিং জংশনে গিয়ে পৌঁছে রাত ২.১০ মিনিটে। লামডিঙে নামেন মোট ৪৪ জন যাত্রী। তাঁদের মধ্যে লামডিঙে ১৬, হোজাই জেলার ৮, কারবি আংলঙে ৬, ডিমা হাসাওয়ের ৭, বিশ্বনাথ চারিআলির ৫ এবং মোরাঝাড়ের ১ জন যাত্রী ছিলেন। লামডিঙের বিধায়ক শিবু মিশ্র, হোজাইয়ের অতিরিক্ত জেলাশাসক, হোজাইয়ের পুলিশ সুপার, ডিএসপি সদর, রেল পুলিশের আধিকারিক ও জওয়ান, রেলওয়ের বিভিন্ন স্তরের আধিকারিক কর্মাচারী এবং স্বাস্থ্য দফতরের আধিকারিক ও ডাক্তাররা উপস্থিত ছিলেন। স্টেশনেই তাঁদের স্ক্রিনিং করে নিজ নিজ জেলায় পাঠিয়েছে প্রশাসন। নিজেদের গৃহজেলায় তাদের কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছে।

ট্রেন তার সর্বশেষ গন্তব্যস্থল ডিব্রুগড়ে যাওয়ার আগে ভোর পাঁচটায় গিয়ে পৌঁছে মরিয়নি স্টেশনে। সেখানে বিধায়ক রূপজ্যোতি কুর্মি ৩৭ জন যাত্রীকে স্বাগত জানান। স্টেশনে এই সকল যাত্রীর স্ক্রিনিং করে নিয়ে যাওয়া হয় কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে।

অবশেশে সকাল ৭.৩০ মিনিটে ৪৪২ জন যাত্রী নিয়ে ডিব্রুগড় স্টেশনে গিয়ে পৌঁছে বিশেষ ট্রিনটি। এঁদের মধ্যে কয়েকজন পার্শবর্তী রাজ্য অরুণাচল প্রদেশেরও আছেন। তাঁদের সকলকেই স্ক্রিনিং করা হয়েছে। স্টেশনে এই সব যাত্রীকে স্বাগত জানিয়েছেন দুই মন্ত্রী সঞ্জয় কিষাণ ও যোগেন মহন এবং বিধায়ক সুরেন ফুকন ফুকন, জেলাশাসক ভাস্কর পেগু, পুলিশ সুপার শিলাদিত্য চেতিয়া সহ স্বাস্থ্য বিভাগের আধিকারিকবর্গ। দিল্লি থেকে ডিব্রুগড়ে আগতদেরে মধ্যে তিনসুকিয়া জেলার ৮৩ জন যাত্রীকে চারটি বাসে করে নিয়ে যাওয়া হয়। তিনসুকিয়ার বড়গুড়িতে সাই হস্টেলে তৈরি অস্থায়ী কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে তাঁদের নিয়ে যাওয়া হয়েছে। হস্টেলে প্রবেশের আগে আবার তাঁদের সকলের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়েছে।

গুয়াহাটিতে স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা জানিয়েছেন, বহিঃরাজ্য থেকে অসমে যতজন এসেছেন তাঁদের সকলের সোয়াব সংগ্রহ করা হয়েছে। পরীক্ষায় যাঁদের নেগেটিভ আসবে তাঁদের প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইন থেকে ছুটি দেওয়া হবে। তবে বাড়িতে গিয়ে কিন্তু তাঁদের স্বাস্থ্যবিধি আনুযায়ী হোম কেয়ারেন্টাইনে ১৪ দিন থাকতে হবে।

করিমগঞ্জের হাতিখিরায় সর্প দংশনে আহত মহিলা, চিকিৎসাধীন মাকুন্দা হাসপাতালে

বাজারিছড়া (অসম), ১৪ মে (হি.স.) : করিমগঞ্জ জেলার পাথারকান্দি থানার অন্তর্গত হাতিখিরা চা বাগানে বিষধর সাপের দংশনে আহত হয়েছেন জনৈক মহিলা। এ ঘটনায় এলাকায় প্রচণ্ড সর্পাতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে।

দিন চারেক আগে এই হাতিখিরার ২৯ নম্বর লাইনে জনৈক যুবক সর্প দংশনে মৃত্যুবরণ করেছেন। এই ঘটনার রেশ কাটেংনি। এরই মধ্যে ফের বিষধর সাপের দংশনে আহত হয়েছেন জনৈক গৃহিণী প্রতিমা কর্মকার। ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে বৃহস্পতিবার দুপু রে।

জানা গেছে, আজ দুপুরে হাতিখিরা চা বাগানের ২ নম্বর লাইনের জনৈক সুনীল কর্মকারের স্ত্রী প্রতিমা কর্মকার রান্না ঘরে উনুনে আগুন চাপাচ্ছিলেন। সে সময় ঘরের পিছনে বাঁশঝাড় থেকে একটি বিষধর সাপ এসে প্রতিমার পায়ে দংশন করে। সর্প দংশনে চিৎকার দেন তিনি। চিৎকার শুনে গৃহকর্তা সহ আশপাশের মানুষ জড়ো হয়ে আহত প্রতিমাকে তড়িঘড়ি বাজারিছড়ার মাকুন্দা লেপ্রসি কাম জেনারেল হসপিটালে নিয়ে যান। হাসপাতালের ডাক্তার তাঁকে

ছয়ের পাতায়

বন্দে ভারত অভিযান : বিদেশ থেকে ভারতীয়দের ফেরাতে দ্বিতীয় পর্যায়ের বুকিং শুরু

নয়াদিল্লি, ১৪ মে (হি.স.): বন্দে ভারত অভিযানে বিভিন্ন দেশে আটকে পড়া ভারতীয়দের দেশে ফেরাতে উড়ানের দ্বিতীয় পর্যায়ের বুকিং শুরু করল এয়ার ইন্ডিয়া। আগামী ১৬ মে থেকে ৩১টি দেশে ছড়িয়ে থাকা ভারতীয়দের ফিরিয়ে আনতে ১৪৯টি উড়ানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে এয়ার ইন্ডিয়া।

এয়ার ইন্ডিয়ার তরফে টুইট করা হয়েছে, ভারত থেকে আমেরিকা, ব্রিটেন, অস্ট্রেলিয়া, ফ্র্যাঙ্কফার্ট, প্যারিস ও সিঙ্গাপুরের নির্বাচিত গন্তব্যের যাত্রার জন্য ১৪ মে বিকেল ৫টা তেকে বুকিং চালু হবে। সংস্থার ওয়েবসাইট ছাড়াও এই বিষয়ে তথ্য পাওয়া যাবে ০১২৪২৬৪১৪০৭, ০২০২৬২৩১৪০৭. ১৮৬০২৩৩১৪০৭ নম্বরে ফোন করে।ওয়াকিবহাল সূত্রে খবর, এর মধ্যে বেশিরভাগ উড়ানই দিল্লি থেকে শুরু হবে। জানা গিয়েছে, ম্যানিলা, কুয়ালা লামপুর, রিয়াধ, দাম্মাম, আবু ধাবি, জাকার্তা, স্যান ফ্র্যান্সিসকো, সিডনি, সিঙ্গাপুর, মস্কো, ফ্র্যাঙ্কফার্ট, শিকাগো, কিয়েভ, আলমাতি, ইয়েরেভান, দুশানবে, বিশকেক, কারাগান্দা, প্যারিস ও বার্মিংহাম থেকে ভারতে আগামী ১৮ মে থেকে ৩ জুনের মধ্যে ফিরবে এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান। অধিকাংশ বিমানই নামবে দিল্লির ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে। উল্লেখ্য, বন্দে ভারত অভিযানের প্রথম পর্যায়ে এ পর্যন্ত ৮,০০০ ভারতীয় দেশে ফিরেছেন। ১৫ মে প্রথম পর্যায়ের অভিযান শেষ হচ্ছে। অসামরিক বিমান চলাচল মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরী টুইট করে জানিয়েছেন, বাহরাইন, নেওয়ার্ক, ম্যানিলা, দুবাই, মাসক্যাট, সিঙ্গাপুর, ঢাকা, দাম্মাম ও কুয়ালা লামপুর থেকে ১২ মে মধ্যরাত পর্যন্ত মোট ১১টি উড়ানে ২, ১৭১ জন দেশে ফিরেছেন।

করিমগঞ্জের সলগইয়ে অসম-ত্রিপুরা জাতীয় সড়কের বেহাল অংশ সংস্কারের কাজ শুরু

পাথারকান্দি (অসম), ১৪ মে (হি.স.) : বহু জল ঘোলা করে অবশেষে অসম-ত্রিপুরা সংযোগকারী ৮ নম্বর জাতীয় সড়কের কাজ শুরু হয়েছে। প্রথমে সলগইয়ে বেহাল অংশ সংস্কারে হাত দিয়েছে নিয়োজিত নির্মাণ সংস্থা। দীর্ঘদিনের লাড়াইয়ের যবনিকা টানায় এলাকার মানুষ আনন্দিত।

জাতীয় সড়কটি দীর্ঘদিন ধরে বেহাল হয়ে পড়ায় নানা ধরনের দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছিল এলাকার জনগণ সহ ওই সড়কে যাতায়াতকারী যানবাহন চালকদের। এক সময় এই সড়কের দায়িত্বে ছিল বিআরটিএফ। তারা চলে যাবার পর সড়কটির দায়িত্ব নেয় ওড়িশার এআরএসএস গ্রুপ। পরে তারা নানা কারণে সড়ক নির্মাণ তথা সংস্কারের কাজ করতে ব্যর্থ হয়। সংস্থাটি এর জন্য তৎকালীন কংগ্রেস সরকারকে দায়ী করে আদালতে মামলা ঠুকে চলে যায়।

বর্তমান বিজেপি সরকারের দৌলতে পূর্বতন যাবতীয় জট খুলে নতুন ভাবে এই সড়ক সংস্কারের দায়িত্ব হাতে নিয়েছে শিলচরের এবিসিআই কন্ট্রাকশন গ্রুপ। এসওপিডি ফান্ড থেকে এই সড়কের অবশিষ্ট চারশো মিটার সংস্কার করা হবে বলে জানিয়েছেন পূর্ত দফতরের এসডিই অনুপ চক্রবর্তী। এদিকে নবনিয়োজিত নির্মাণ সংস্থার প্রজেক্ট ম্যানেজার বিকাশ রায়ের দাবি, আবহাওয়া অনুকূলে থাকলে পক্ষকালের মধ্যে পুরো কাজ তাঁরা সম্পন্ন করতে পারবেন।

অধিকাংশ দিল্লিবাসী চাইছেন বিধি মেনে চালু হোক বাস পরিষেবা জানালেন কেজরিওয়াল

নয়াদিল্লি, ১৪ মে (হি.স.): অধিকাংশ দিল্লিবাসী চাইছেন, অবিলম্বে গণপরিবহন বিশেষ করে বাস চালু করা হোক। বৃহস্পতিবার এমনটা জানালেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল।

এদিন বিকেলে কেজরিওয়াল জানান, আমরা প্রায় ৫ লাখ মানুষের মতামত পেয়েছি। অধিকাংশ দিল্লিবাসী চাইছেন, অবিলম্বে গণপরিবহন বিশেষ করে বাস চালু করা হোক। রাজ্যের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে যেতে বাস বড় ভরসা। তাই দিল্লির মানুষ চাইছেন বাস চালু হোক। তবে তারা এটাও জানিয়েছেন যে বাসে অবশ্যই সামাজিক দূরত্ব বিধি মেনে সকলকে ওঠানামা করতে হবে এবং মুখে মাস্ক পড়তে হবে।

একই সঙ্গে দিল্লিবাসীরা জানিয়েছেন, এই মুহূর্তে স্কুল-কলেজ, স্পা, শপিংমল, সুইমিং পুল, হোটেল, রেস্তোরা আরও বেশ কিছুদিন বন্ধ রাখা হোক। বিভিন্ন ব্যবসায়ী সংগঠন জানিয়েছে, দোকানপাট জোড়-বিজোড় নীতিতে খোলা হোক। অর্থাৎ কিছু দোকান মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনিবার খোলা থাকুক এবং কিছু দোকান সোম বুধ শুক্র খুলে রাখা হোক।

উল্লেখ্য, করোনা পরিস্থিতিতে সারা দেশে চলছে ৩.০ পর্যায়ের লকডাউন। প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা মত ১৭- মের পর লকডাউনের চতুর্থ পর্যায়ে শুরু হতে পারে। এই চতুর্থ পর্যায়ে লকডাউনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আরও কিছু শিথিলতা দেওয়া হবে বলে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন। তবে খোদ রাজধানী দিল্লির মানুষ চতুর্থ দফা লকডাউনের সময় কোন কোন বিষয়ে শিথিলতা চাইছেন চাইছেন সে বিষয়টি স্পষ্ট করে দিয়েছেন।

কাছাড়ে কাশ্মীরি শ্রমিককে মারপিট, পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে গঠিত শান্তি কমিটি

শিলচর (অসম), ১৪ মে (হি.স.) : জনৈক কাশ্মীরি শ্রমিকের সঙ্গে কাছাড় জেলার অন্তর্গত শ্রীকোণার ইন্দ্রগড়ের কতিপয় যুবকের মারপিটের ঘটনাকে কেন্দ্র করে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল। এতে ইন্দ্রগড় ও শ্রীকোণার লোকদের মধ্যে কিছু ভুল বোঝাবুঝি ও মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয়। তবে পুলিশ সুপারের হস্তক্ষেপে স্থানীয় লোকদের সাথে যোগাযোগ করেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জগদীশ দাস। পুলিশ সুপার নিজে এআইইউডিএফ নেতা সাজু ও বিজেপির কাছাড় জেলা কমিটির সভাপতি কৌশিক রায়ের সাথে কথা বলেন। ফলে জল আর বেশি দূর গড়ায়নি।

এ নিয়ে জেলা প্রশাসন ও স্থানীয়দের নিয়ে এসপি অফিসের কনফারেন্স হল-এ পুলিশ সুপারের পৌরোহিত্যে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উভয় পক্ষের পাঁচজন করে দশজনকে দায়িত্ব দেওয়া হয় শান্তি সম্প্রীতি বজায় রাখতে যাতে কোনও ধরনের গুজবে কান না দিয়ে পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ গড়ার প্রয়াস চালানো হয়। এদিনের সভায় পুলিশ প্রশাসনের তরফে পুলিশ সুপার মানবেন্দ্র দেবরায়, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জগদীশ দাস, ডিএসপি হেডকোয়ার্টার, এআইইউডিএফ-এর কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক তথা অন্যতম মুখপাত্র করিম উদ্দিন বড়ভুইয়াঁ (সাজু), বিজেপির কাছাড় জেলা সভাপতি কৌশিক রাই, এআইইউডিএফ-এর জেলা সভাপতি সামিনুল হক বড়ভুইয়াঁ, কাছাড় জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, পঞ্চায়েত, প্রাক্তন পঞ্চায়েত প্রতিনিধি সহ জেলার অন্যান্য উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

দিল্লি এবং আজমের শরিফ থেকে ফালাকাটায় ফিরলেন ২৪ জন তীর্থ যাত্রী

ফালাকাটা, মে (হি. স.) : বৃহস্পতিবার দিল্লি এবং আজমের শরিফ থেকে কোচবিহারের ফালাকাটায় ফিরলেন ২৪ জন। জানা গিয়েছে, এদের মধ্যে ১৬ জন ফালাকাটার দুলাল দোকান, ৩ জন রাইচেঙ্গা ও বাকি ৫ জন মাথাভাঙ্গা-২ নম্বর ব্লকের লতাপাতা ও পুটিমারীর বাসিন্দা। ২৪ জনের ওই দলটিতে ৫ জন শিশু, ৬ জন মহিলা ও ১৩ জন পুরুষ রয়েছেন। তারা গত ১৬ মার্চ ফালাকাটা থেকে তীর্থ করতে আজমের শরিফ গিয়েছিলেন। সেখান থেকে দিল্লি ফিরতেই লকডাউনে তারা আটকে পড়েন।

এতদিন দিল্লির একটি হোটেলেই বন্দী ছিলেন ওই ২৪ জন। দিল্লি পুলিশের ছাড়পত্র নিয়ে তারা দু'লক্ষ টাকায় একটি বিলাসবহুল স্লিপার বাস ভাড়া করে দুদিন আগে রওনা দেন। বৃহস্পতিবার ফালাকাটায় পৌঁছেই ফালাকাটা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে যান তারা। সেখানে আগে আগে থেকেই ছিল কড়া পুলিশী নিরাপত্তা। এর পর ফালাকাটা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে স্বাস্থ্যপরীক্ষার পর ওই ২৪ জনকে ফালাকাটার পুরোনো গ্রামীণ হাসপাতাল ভবনের নয়া কোয়ারান্টিন সেন্টারে রাখা হয়েছে বলে হাসপাতাল সুপার ডাঃ চন্দন ঘোষ জানিয়েছেন।

২৪ ঘন্টায় সিআইএসএফ কর্মীদের মধ্যে করোনায় নতুন করে সংক্রমণের ঘটনা ঘটেনি

নয়াদিল্লি, ১৪ মে (হি. স.) : ২৪ ঘন্টার মধ্যে কেন্দ্রীয় শিল্প সুরক্ষা বাহিনীর (সিআইএসএফ) কর্মীদের মধ্যে করোনার ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার নতুন কোনও ঘটনা ঘটেনি।

বৃহস্পতিবার আধা-সামরিক বাহিনী একটি স্বাস্থ্য বুলেটিনে বলেছে, সারা দেশে করোনায় আক্রান্ত হয়েছে মোট ১০৬ জন সিআইএসএফ কর্মী। এখনও পর্যন্ত তিনজন কর্মী চিকিৎসায় সুস্থ হয়েছেন। বুলেটিনে উল্লেখ করা হয়েছে, কলকাতায় ৩৯ জন, দিল্লি ও মুম্বইয়ে ৩০ জন, ৫ জন আহমেদাবাদ থেকে এবং গ্রেটার নয়ডায় ২ জন সিআইএসএফ কর্মী করোনায় আক্রান্ত হয়েছে।

সিআইএসএফের কর্মীরা করোনার বিরুদ্ধে মোকাবিলায় প্রথম সারির যোদ্ধাদের মধ্যে রয়েছেন। লকডাউনে ক্ষতিগ্রস্থ মানুষদের সহায়তা করতে ভারতীয় নিরাপত্তা বাহিনী সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। উপকৃত হয়েছে বহু অসহায় মানুষ।

উত্তর সিকিমে ভয়ঙ্কর তুষারধসের কবলে একাধিক জওয়ান, নিখোঁজ ১

নয়াদিল্লি, ১৪ মে (হি. স.) : উত্তর সিকিমের লুঙ্গনাক লা এলাকায় তুষারধসের কবলে ভারতীয় সেনার ১৭-১৮ জন জওয়ানের একটি দল। ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার। বাকিদের উদ্ধার করা গেলেও, একজন জওয়ান এখনও নিখোঁজ রয়েছেন বলে জানা গেছে। ওই জওয়ানের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে সেনা।

সেনা সূত্রে খবর , যাঁদের উদ্ধার করা হয়েছে তাঁদের শারীরিক পরিস্থিতি স্থিতিশীল বলে জানানো হয়েছে। একটি বড় দলের অংশ হিসেবে ওই ১৭-১৮ জন জওয়ান একসাথে যাচ্ছিলেন। তখনই তুষারধ্বস নামে। তাঁরা সবাই চাপা পড়ে যান। এই জওয়ানরা মূলত টহলদারি চালাচ্ছিলেন। এরই সাথে বরফ সরানোর কাজও করছিলেন তাঁরা। তখনই এই দুর্ঘটনা ঘটে।

কবিগুরুকে শ্রদ্ধা জানিয়ে বাংলা ক্যালেন্ডার প্রকাশ বরাক উপত্যকা সর্বধর্ম সমন্বয় সভার

করিমগঞ্জ (অসম), ১৪ মে (হি.স.) : লকডাউনের ফলে হাতে আসতে খানিকটা দেরি হলেও বুধবার বিকেল সোয়া পাঁচটায় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতি গভীরশ্রদ্ধা জানিয়ে বাংলা ক্যালেন্ডার ১৪২৭ উন্মোচন করেছে বরাক উপত্যকা সর্বধর্ম সমন্বয় সভার কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদ। দক্ষিণ অসমের করিমগঞ্জ জেলা সদর শহরের পার্শবর্তী মাইজডিহি পয়েন্টে অবস্থিত সংগঠনের কার্যালয়ে এক সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্র সংগীতপ্রেমী শিশুশিল্পী নাদিয়া মহম্মদ চৌধুরীর হাতে ক্যালেন্ডারটি উন্মোচিত হয়েছে।অনুষ্ঠানে অন্যদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন বরাক উপত্যকা সর্বধর্ম সমন্বয় সভার কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক এইচ এম আমির হুস্সেন, মাসুমা সাজিদা, আবদুর রহিম চৌধুরী, আব্দুল মন্নান, বিন্টি দাস প্রমুখ।

ছয়ের পাতায়

প্রধানমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রী ত্রাণ তহবিলে আর্থিক অনুদান রাধারমণ গোস্বামী জিউ উপাসনা মণ্ডলী ও প্রাক্তন জিপি সভাপতির

করিমগঞ্জ (অসম), ১৪ মে (হি.স.) : করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধে লকডাউনের ফলে সমগ্র দেশ ভীষণ আর্থিক সংকটে ভুগছে। তাই এই সংকটময় মুহূর্ত কাটিয়ে উঠতে কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার দেশবাসীর কাছে সহায়তার আহ্বান জানিয়েছেন। সরকারের এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে অগুণতি মানুষ, সংস্থা ও সংগঠন সাহায্যের হাত বাড়িয়েছে। এখনও সাহায্য পাঠাচ্ছেন মানুষ। প্রধানমন্ত্রীর কেয়ার ফান্ডে পাঁচ হাজার টাকা সাহায্য পাঠিয়েছেন করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত ভাঙ্গার নন্দপুর-মানিকপুর-মির্জাপুর মাছলির শ্রীশ্রী রাধারমণ গোস্বামী জিউর উপাসনা মণ্ডলীর কর্মকর্তারা। শ্রীশ্রী রাধারমণ গোস্বামী জিউর উপাসনা মণ্ডলীর উপদেষ্টা সভাপতি, সম্পাদক ও সদস্যরা এই অর্থ প্রদান করেন। অনুরূপভাবে প্রধানমন্ত্রী কেয়ার ফান্ড ও মুখ্যমন্ত্রী ত্রাণ তহবিলে পাঁচ হাজার টাকা করে দশ হাজার টাকা সাহায্য পাঠিয়েছেন করিমগঞ্জ জেলার দক্ষিণকুল গ্রামের প্রাক্তন গ্রাম পঞ্চায়েত (জিপি) সভাপতি আব্দুল বাসিত। দেশের নাগরিক হিসেবে যাঁদের সামর্থ আছে, তাঁরা যেন এই কঠিন পরিস্থিতিতে নিজের সাধ্য অনুযায়ী এভাবে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের পাশে দাঁড়ান সেই অনুরোধ জানান আব্দুল বাসিত।

দিল্লিতে করোনা-সংক্রমিত বেড়ে ৮,৪৭০, সুস্থ হয়েছেন ৩,০৪৫ জন

নয়াদিল্লি, ১৪ মে (হি.স.): দিল্লিতে বেড়েই চলেছে করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা। বিগত ২৪ ঘন্টায় দিল্লিতে করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন আরও ৪৭২ জন। ফলে দিল্লিতে সংক্রমিত রোগীর সংখ্যা বেড়ে হল ৮৪৭০।

দিল্লি সরকার জানিয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় দিল্লিতে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ৪৭২ জন এবং নতুন করে মৃত্যু হয়নি। স্বস্তির বিষয় হল, দিল্লিতে ইতিমধ্যেই ৩, ০৪৫ জন সুস্থ হয়ে উঠেছেন, দিল্লিতে এই মুহূর্তে মৃতের সংখ্যা ১১৫।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

উপহাসের মোড়কে বানানো তিনটি ছবি

ডার্ক কমেডি অথবা স্যাটায়ারকোনো সংজ্ঞায়ই ফেলব না। কেবল উপহাসের মোড়কে ধর্ম-রাজনীতি-জীবনএই তিনের মিশেলে বানানো তিনটি ছবির কথা বলব। শিল্পমানের বিচারে সবচেয়ে নম্বর কম পাওয়া ছবিটি সবচেয়ে জনপ্রিয় আর সবচেয়ে বেশি নম্বর পাওয়া ছবিটি অনেকে চেনেই না।

২০০৯ সালে 'থ্রি ইডিয়টস' বানিয়ে হুলুস্থুল ফেলে দেন নির্মাতা রাজ কুমার হিরানি। আমির, সালমান যোশী আর মাধবনের এককাট্টা অভিনয় তাক লাগিয়ে দেয়। হিরানি এবার বাস্তবতার বাইরে গিয়ে স্যাটায়ারের সুরে ধর্ম ও রাজনীতির ব্যবসা তুলে আনার চেষ্টা করলেন।

মানুষের প্রতিদিনের দিনযাপনের অভ্যাস তার চোখে পড়ে না। তাই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে হিরানি আমদানি করলেন এক এলিয়েনকে, নাম 'পিকে'। পিকে এসে হারিয়ে ফেলে তার বাহনের রিমোট। সে রিমোট খুঁজতে গিয়ে বন্ধুত্ব হয় এক টিভি সাংবাদিকের সঙ্গে। দুজনে মিলে রিমোট খুঁজতে খুঁজতেই একে একে উদ্ধার করে ধর্ম নিয়ে ব্যবসার নানা দিক।

ধর্ম ব্যবসার সঙ্গে ভয়ংকরভাবে জড়িত রাজনীতি। 'পিকে' ছবিতে সেদিকেই আঙুল তুললেন হিরানি। কিন্তু ধর্ম নিয়ে ব্যবসা তুলে আনলেও এই ধর্মই যে মানুষের জীবনের অনুভূতির সঙ্গে মেশানো, তা হিরানি তুলে আনতে পারেননি সমাজবাস্তবতা দিয়ে।

এই দুয়ের মিশেল দেখতে হলে তাকাতে হবে মারাঠি ছবি 'দেওল'-এর দিকে। তরুণ চলচ্চিত্রকার উমেশ বিনায়ক কুলকার্নি যেন সমাজ ছেঁকে তুলে এনেছেন এই ছবির গল্প। গ্রামের দরিদ্র যুবক কেশ্যা। তার একমাত্র সম্বল গরু কার্ডি। গ্রামের মাতবর ভাউয়ের গরু দেখাশোনা করে কেশ্যা। একদিন ভরদুপুরে গাঁয়ের মাঠে একমাত্র গাছের নিচে ঘুমিয়ে পড়ে কেশ্যা। স্বপ্নে

দেখা পায় আধ্যাত্মিকতার। এই খবর ছড়িয়ে পড়ে সারা গ্রামে।

ধীরে ধীরে গাছ ও কার্ডিকে ঘিরে গ্রামের মানুষের ভক্তি বেড়ে চলে। তার সঙ্গে যুক্ত হয় রাজনীতি। তৈরি হয় তীর্থকেন্দ্র।

গ্রামের একমাত্র বিজ্ঞানমনস্ক ব্যক্তি আনা কুলকার্নি। মন খারাপ করে গ্রাম ছেড়ে চলে যায়। কেশ্যা পছন্দ করে আনাকে। ভালো লাগে তার যুক্তিপূর্ণ কথা। আবার মনের মধ্যে ধর্মকে ঘিরে যে শীতল অনুভূতি, তাকেও সে ফেলে দিতে পারে না।

মহারাষ্ট্রের অসাধারণ ল্যান্ডস্কেপ আর গিরিশ কুলকার্নির অভিনয়, মুগ্ধতা ছড়াবে ফ্রেমে ফ্রেমে। মারাঠি সিনেমার যে গল্পই নায়কপ্রধান, তা আবার প্রমাণ করেছে ছবিটি। নানা পাটেকর, সোনালি কুলকার্নি, কিশোর কদম, শ্রীকান্ত যাদবের অভিনয় চোখে লেগে থাকবে।

শেষ করব আমির খানেরই একটি ছবি দিয়ে। আমিরের অভিনয় নয়, প্রযোজিত ছবি। আমির-সংশ্লিষ্ট ছবিগুলোর মধ্যে 'পিপলি লাইভ'কেই রাখব সবার আগে। পিপলি গ্রামের দুই ভাই নাথা আর বুধিয়া। ব্যাংক লোন পরিশোধ থেকে মুক্তি পেতে নাথা পরিকল্পনা করে আত্মহত্যার। গ্রামের এক চায়ের দোকানে আলাপকালে এই খবর জেনে যায় সাংবাদিক রাকেশ। নিউজ হতেই নাথার বাড়ির দিকে ছুটতে থাকেন সাংবাদিকেরা। চলে আসেন রাজনৈতিক নেতারা। নাথা কবে আত্মহত্যা করবে, কীভাবে করবে, এ নিয়ে চলে বিস্তর আলোচনা।

নাথার বাড়ির অন্দরে টিভি সাংবাদিকদের ভিড়ে অতিষ্ঠ পরিবার। পিপলি গ্রামে যেন মেলা বসেছে। লোকে লোকারণ্য। নাথা যাতে আত্মহত্যা করতে না পারে, এ কারণে রাখা হয়েছে নিরাপত্তারক্ষী। একদিন রাজনৈতিক এক পক্ষের মাধ্যমে কিডন্যাপ হয় নাথা। তারা জ্বালিয়ে দেয় গ্রাম।

গ্রামের এক দরিদ্র পরিবারকে ঘিরে রাজনীতি ও সংবাদপত্রের চালচিত্র উপহাসের মোড়কে তুলে ধরেন পরিচালক আনুশা রিজভি। নাথার চরিত্রে ওমকার দাশ মানিকপুরির অভিনয় আজও চোখে ভাসে। নওয়াজুদ্দিনের মতো জাঁদরেল অভিনেতা ছিলেন সাংবাদিক রাকেশের চরিত্রে।

ব্রিসবেন থেকে সুখবর এল 'চন্দ্রাবতী কথা'র জন্য

বাংলা সাহিত্যের প্রথম বাঙালি নারী কবি চন্দ্রাবতী। তাঁর জীবন থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে নির্মিত চলচ্চিত্র 'চন্দ্রাবতী কথা' এই লকডাউনেও সুদূর অস্ট্রেলিয়ার ব্রিসবেন থেকে বয়ে নিয়ে এসেছে সুখবর। এশিয়া প্যাসিফিক স্ক্রিন অ্যাওয়ার্ডসের আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা বিভাগে নির্বাচিত হয়েছে এই ছবি। আজই সুখবরের চিঠি উড়ে এসে জমা হয়েছে পরিচালক এন রাশেদ চৌধুরীর মেইল বাক্সে।

অনুভূতি জানাতে প্রথম আলোকে এই পরিচালক বলেন, 'গবেষণা, শুটিং পূর্ব প্রস্তুতি, শুটিং, পোস্ট প্রোডাকশনসব মিলিয়ে পাঁচ বছরের মতো সময় লেগেছে ছবিটি সম্পন্ন করতে। ভালোই লাগছে। কেননা, এপিএসএ এই মহাদেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি চলচ্চিত্র উৎসব। বিশ্বের ৭০টি দেশ থেকে এখানে ছবি জমা পড়েছে।' বাংলাদেশের দর্শকেরা ছবিটি কবে দেখতে পাবেন? এই প্রশ্নের উত্তর আসে, '২০২০ সালের জানুয়ারিতে আমরা ছবিটি সেন্সর বোর্ডে জমা দিই। ছবিটি এখনো সেখানেই আছে। সেন্সর বোর্ড থেকে কোনো আনুষ্ঠানিক ঘোষণা আসেনি। আমরা অপেক্ষা করছি। মহামারির কাল শেষ হোক। সবকিছু ঠিক থাকলে যত দ্রুত সম্ভব আমরা দেশের মানুষকে ছবিটি দেখাতে চাই।'

২০১৫ সালের সরকারি অনুদান, ম্যানগ্রোভ পিকচারস ও বেঙ্গল ক্রিয়েন্সের যৌথ প্রযোজনায় নির্মিত হয়েছে এই চলচ্চিত্র। ২০২০ সালের ২৬ নভেম্বর এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের সর্ববৃহৎ এই উৎসবের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হবে।

'চন্দ্রাবতীর কথা' ছবিটির প্রিমিয়ার হয় ২৫তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে, ২০১৯ সালের নভেম্বরে। ১৫৫০ থেকে ১৬০০ সালের সময়কার চন্দ্রাবতী জীবন্ত হয়েছেন 'আলফা'খ্যাত দোয়েল ম্যাশের শরীরে। এই ছবিতে আরও অভিনয় করেছেন জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায়, মিতা রহমান, গাজী রাকায়েত, আরমান পারভেজ মুরাদ, কাজী নওশাবা আহমেদসহ অনেকে। ২০১৬ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত চন্দ্রাবতীর জন্মস্থান কিশোরগঞ্জ ছাড়াও ময়মনসিংহ, নেত্রকোনার অন্যান্য এলাকায় বিভিন্ন ঋতুতে শুটিং হয়। পোস্ট প্রোডাকশনের কাজ চলেছে ভারতে। সংগীত পরিচালনা করেছেন কলকাতার সাত্যকি ব্যানার্জি।

শুধু কি 'ক্যারিয়ার' গড়তেই ভাইকিংস ছাড়লেন তন্ময়

ভয়াবহ এক দুঃসংবাদের মতো ছড়িয়ে গেল খবরটি। গত শতকের নব্বইয়ের দশকের জনপ্রিয় রক ব্যান্ড ভাইকিংস থেকে বেরিয়ে গেছেন দলের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও ভোকাল তন্ময় তানসেন। নিজের ক্যারিয়ার গড়বেন বলে নিজ হাতে গড়া ব্যান্ডের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছেন তিনি। গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে পোস্ট দিয়ে ভাইকিংস জানায়, 'নিজের ক্যারিয়ার গড়তে দল ছাড়ছেন দলের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা তন্ময়। গত ২৩ বছর চমৎকার সময় পার করেছে দলটি। দল ছেড়ে গেলেও তিনি সব সময়ই এই পরিবারের অংশ হয়েই থাকবেন।' খবরটি ছড়ানোর পর একের পর এক ফোন আসতে শুরু করে তন্ময়ের কাছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ফেটে পড়েন ভক্তরা। প্রিয় দলের সঙ্গে মঞ্চে আর দেখা যাবে না তন্ময়কে, গাইতে শোনা যাবে না 'তুমি কথা দাও, আমি সবকিছু যাব ভুলে'। এ যেন মেনে নিতেই পারছেন তাঁরা। অথচ ভাইকিংসকে নিজের ঔরসজাত সন্তান মনে করেন তন্ময়। কিন্তু এই সন্তানকে লালন-পালন করতে করতে ক্লান্ত তিনি। ব্যান্ড ছেড়ে সাময়িক বিরতিতে গেলেন তিনি। গতকাল বিকেলে তন্ময় প্রথম আলোকে জানান, নতুন কিছু শুরু করবেন। এ জন্য একটু বিশ্রাম প্রয়োজন। তিনি বলেন, 'মহামারির পর যদি বেঁচে থাকি, নতুন করে শুরু করব। ব্যান্ডসংগীত মানেই দল। আমি দলীয় শক্তিতে বিশ্বাসী। হয়তো নতুন করে দল গড়ে আবার মঞ্চে উঠব।' ১৯৯৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে রাজধানীর শ্রুতি স্টুডিওতে যাত্রা করে রক ব্যান্ড ভাইকিংস। ১৯৯৯ সালে সেরা ব্যান্ড হিসেবে বিজয়ী হয় 'স্টার সার্চ' প্রতিযোগিতায়। কিছুদিন পর দলের কি-বোর্ডিস্ট বাবুর অনুপস্থিতিতে ব্যান্ডের কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। তখন থেকে নাটক ও চলচ্চিত্র পরিচালনায় সক্রিয় ছিলেন তন্ময় তানসেন। ২০১৫ সালে নিজের পরিচালনায় 'রান আউট' সিনেমায় গান করার মাধ্যমে আবারও সংগীতে ফেরেন তন্ময়। 'জীবনের কোলাহল', 'তুমি কথা দাও', 'চেনা পথ', 'দিন যত দুঃখ তত', 'ঘড়ির কাঁটা', 'ঈশ্বর তুমি সযতনে রেখো তাকে'সহ দলটির বেশ কিছু জনপ্রিয় গান ভক্তদের মুখে মুখে ফেরে। দল থেকে তাঁর বের হয়ে যাওয়া ভক্তদের কষ্ট দিয়েছে। এ প্রসঙ্গে তন্ময় বলেন, 'জানি মানুষ কষ্ট পাচ্ছে, কিন্তু কিছু করার নেই। আমার নিজেরও কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু নতুন একটা সূচনার জন্য এ কষ্ট মেনে নিতে হবে। আমি আমার মতো করে কিছু একটা করব। যদিও কী করব এখনো ভাবিনি। গত ছয় বছরের ক্লান্তি ও চাপ থেকে আমি একটু বিশ্রাম চেয়েছিলাম।'

দল থেকে বেরিয়ে আসা প্রসঙ্গে বিস্তারিত কিছুই বলতে চাননি তন্ময়। তিনি বলেন, 'আমি চাই না কেউ কষ্ট পাক। আমার সংগ্রামের মানসিকতা, ধৈর্য ও সাহস আছে। গত ৩০ এপ্রিল আমি দল ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিই। মৌখিকভাবে দলকে জানিয়েছি সেটা। এখন আমি মানসিকভাবে খুব শান্তি পাচ্ছি।'

তবে ভাইকিংসকে মিস করবেন না তন্ময়। তিনি বলেন, 'আমার কাছের মানুষেরা জানে, কোনো কিছু ছেড়ে দিতে আমার হাত কাঁপে না, আমি কষ্টও পাই না। যখন কাউকে আঁকড়ে থাকি, ভালোবাসি, সেটা থাকে আকাশছোঁয়া। আমি কাউকে চলে যেতে বলিনি, সবচেয়ে কঠিন কাজটিই করেছি। নিজে বের হয়ে গেছি।'তন্ময়ের মন্তব্য এবং সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় ভক্তদের মনে প্রশ্ন আসতেই পারে, তাহলে কি শুধু ই ক্যারিয়ার গড়তেই ব্যান্ড ছেড়েছেন তন্ময়? এ প্রশ্নের জবাবও হয়তো খুব শিগগির মিলবে।

লাবণ্য ফিরে পেতে ডাবল ক্রিম থেরাপি

ত্বকের চির তারুণ্য সকলেরই কাম্য তাই নির্জীব ত্বকে হারানো লাবণ্য ফিরিয়ে আনতে ডাবল ক্রিম থেরাপির সাহায্য নিতে পারেন.

ডাবল ক্রিম থেরাপি— এই থেরাপির প্রথম এবং প্রধান কাজ হচ্চে ডাল স্কিনকে ময়েশ্চারাইজার করা, স্কিনকে গ্লো দেওয়া এবং তার সঙ্গে ডি ট্যান করা। দৈনন্দিন জীবন যাপনে বিপর্যস্ত হতে পারে আপনার সৌন্দর্য। তাই জেনে নিন লেবুর ছোঁয়ায় রূপের যত্ন নিতে কিছু কার্যকরী ব্যবহার। ত্বকের উজ্জ্বল ত্বরে উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করতে লেবু খুবই উপযোগী। একচির লেবুতে একটু চিনি ছিটিয়ে ত্বকে আলতো করে ঘষতে থাকুন। এটি প্রাকৃতিক স্ক্রাবার হিসেবে কাজ করবে। লেবুর ব্লিচিং ইফেক্ট ত্বকেরউজ্জ্বলতা বাড়াবে। তারপর কিছুক্ষণ রেখে ধুয়ে ফেললেই হল। শীতকালে সারাদিন বাড়ির বাইরে থাকলে গরমকালের থেকেও স্কিনটা অত্যধিক কালো এবং ড্রাই দেখায় অর্থাৎ এই সময় স্কিন অতিরিক্ত ড্যামেজ হয়ে যায়। ডাবল ক্রিম থেরাপির মাধ্যমে সমস্ত ড্যামেজ সেল সরিয়েত্বককে দারুণভাবে রিজুভিনেট করা যায়। এই পুরো থেরাপিটাই ক্রিমবেসড। এখানে জলের ব্যবহার একদমই হয় না।

প্রথমে লা ল্যাভেন্ডার দিয়ে ত্বককে পরিষ্কার করে নেওয়া হয়। এই ক্লিনজিং করতে করতেই ত্বকের ট্যান ভাব অনেকটাই কেটে যায়, ত্বক বেশ তরতাজা হয়ে ওঠে। এই ফেসিয়ালে আলাদা করে কোনো স্ক্রাবিং করা হয় না। তার বদলে ব্যবহার করা হয় লা হোয়াইট নামে একটি অর্গানিক প্রোডাক্ট। এটি ১৬ মিনিট মতো মুখে লাগিয়ে রাখা হয়, এরপর পাইনঅ্যাপেল অ্যাপ্লিকেটারের সাহায্যে খুব হালকা হাতে রাব করে নেওয়া হয়। এরপর হালকা হাতে খুব আস্তে লা হোয়াইট তুলে ফেলা হয়। লা হোয়াইট ভীষণভালো ডি ট্যান এর কাজ করে, মুখের উপরে যে ডেড স্কিন সেলগুলি আছে তা খুব ভালো করে রিমুভ করে দেয়। এই সময় ত্বকের ধরন অনুযায়ী বিউটিশিয়ানরা স্কাবিং মেশিন, পিলিং মেশিন অথবা সাকশন মেশিন ব্যবহার করে থাকেন। এরপর লা আমন্ড ক্রিম দিয়ে পুরো মুখটা ম্যাসাজ করা হয়। এই ক্রিমটি এমন ধরনের অর্গানিক ক্রিম যা খুব সহজেই স্কিনের ভেতরে চলে যায় তার ফলে স্কিনটা খুব সফট হয়ে যায় আর সঙ্গে স হেগ স্কিন খুব ভালো ময়েশ্চারাইজডও হয়ে যায়। এবার এই ক্রিম রিমুভ না করেই লা স্যান্ডেল প্যাক স্কিনে ল াগিয়ে দেওয়া হয় পাইনঅ্যাপেল অ্যাপ্লিকেটারের সাহায্যে। এবার স্কিন টাইপ অনুযায়ী গ্যালভানিক অথবা আলট্রাসনিক মেশিন ব্যবহার করা হয়। এই প্যাকটি ১৫ মিনিট রেখে তুলে ফেলা হয়। লা স্যান্ডেল প্যাকের প্রধান কাজ হল স্কিনকে খুব টানটান করে দেওয়া, স্কিনের উপরের ফাইন লাইনগুলি মিলিয়ে দেওয়া এবং স্কিনকে ইয়ংগার লুক এনে দেওয়া। এবার এই প্যাক তুলে ফেলার পরেও আরো একবার স্কিনে হালকা হাতে ম্যাসাজ করা হয় তাই একে বলে ডাবল ক্রিম থেরাপি। লা রেপ্লিকো নামে একটি ফুল অর্গানিক ক্রিম দিয়ে এই ম্যাসাজ চলে ৫ মিনিট। এই পুরো ফেসিয়ালে যা যা ক্রিম ব্যবহার করে স্কিনের উজ্জ্বলতা ফিরে এল, সেটি এই ক্রিম ম্যাসাজের মাধ্যমে স্কিনের উজ্জ্বলতা ফিরে এল, সেটি এই ক্রিম ম্যাসাজের মাধ্যমে স্কিনে ব্লক করে দেওয়া হ য়। স্কিনকে টাইট রাখার জন্য। এই ফেসিয়াল করে রাতে শুতে যাবার আগে স্কিন ক্লিনজিং করে অবশ্যই ময়েশ্চারাইজার অথবা নাইট ক্রিম লাগাতে হবে। এই ফেসিয়ালে পুরোপুরি অর্গানিক ফেসিয়াল।

স্কচ ফেসিয়াল —

এই ফেসিয়াল ইনস্ট্যান্ট গ্লো এর কাজ করে। দীর্ঘদিন যে রূপচর্চা করেনি বা কোনো পার্টিতে যাবার আগে অথবা হঠাৎ করে বিয়ে ঠিক হওয়া কনেও এই ফেসিয়ালে খুব কম সময়ে ত্বকের জেল্লা ফিরে পেতে পারেন। এটিও একটি অর্গানিক ফেসিয়াল।

এই ফেসিয়ালের প্রথমে স্কচ ডিপ ব্রাইট দিয়ে ৫ মিনিট ধরে ক্লিনজিং করে নেওয়া হয়। অতিরিক্ত পিম্পল বিহীন সমস্ত ত্বকেই এই ফেসিয়াল করা যায়। এটিও ক্রিমবেসড ফেসিয়াল, এতেও জলের ব্যবহার একদমই হয় না। তার বদলে ক্রিমের সঙ্গে স্কচ ডি লাইট ব্যবহার করা হ য়। অতিরিক্ত পিম্পল বিহীন সমস্ত ত্বকেই এই ফেসিয়াল করা যায়। এটিও ক্রিমবেসড ফেসিয়াল, এতেও জলের ব্যবহার একদমই হয় না। তার বদলে ক্রিমের সঙ্গে স্কচ ডি লাইট ব্যবহার করা হয়। এরপর একটি ক্রিম কনসেনট্রেড প্যাকের মতো স্কিনের ওপর লাগিয়ে দেওয়া হয়। এটি ১৫ মিনিট থেকে আধঘন্টা রাখা হয়। এতে স্কিনে যত ট্যান আছে সব রিমুভ হয়ে যায়।

করোনা আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসায় চিকিৎসারত কর্মীদের পিপিই দেওয়ার দাবি জানায় সিআইটিইউ। ছবি- নিজস্ব।

বঙ্গবন্ধুর খুনি নূরকে ফেরত পাঠাতে কানাডার প্রতি বাংলাদেশের আহ্বান

মনির হোসেন,ঢাকা, মে ১৪।। আদালতের রায় কার্যকর করতে কানাডাকে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের খুনি নূর চৌধুরীকে ফেরত পাঠানোর আহ্বান জানিয়েছে বাংলাদেশ।বুধবার সন্ধ্যায় কানাডার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ফ্রাঙ্সোইস-ফিলিপ চ্যাম্পাগেনের সাথে টেলিফোনে আলাপের সময় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড় একে আবদুল মোমেন এই আহ্বান জানান। ড় মোমেন বলেন, বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীতে খুনি নুর চৌধুরীকে দেশে ফেরত এনে বিচারের রায় কার্যকর করতে পারলে তা হবে এদেশের জনগণের জন্য বড় প্রাপ্তি।মন্ত্রী চ্যাম্পাগেন কোভিড -১৯ মোকাবিলায় স্বাস্থ্য ও অর্থনৈতিক প্রভাব মোকাবিলায় বাংলাদেশে কানাডার সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করেন।উন্নয়ন সহযোগিতা, ক্রমবর্ধমান বাণিজ্য, জনগণের সাথে সম্পৃক্ততা এবং রোহিঙ্গা সংকটকে সমর্থন দেয়ায় কানাডা এবংবাংলাদেশের মধ্যে ভালো দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক বিরাজ করছে।এসময় কানাডার পররাষ্ট্রমন্ত্রী করোনা পরবর্তী চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় একটি জোট গঠনের প্রস্তাব দেন।

বাংলাদেশে অবস্থানরত মিয়ানমারের রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর প্রত্যাবাসনের বিষয়টি 'সকলের দায়িত্ব'উল্লেখ করে কানাডার পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ বিষয়ে দেশটির সহযোগিতা অব্যাহত রাখার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেন।কানাডার পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, তারা রোহিঙ্গা ইস্যুতে বিভিন্ন দেশের সাথে খোলামেলা আলোচনা অব্যাহত রেখেছেন।এসময় কানাডার পররাষ্ট্রমন্ত্রী রোহিঙ্গাদের আশ্রয়দানের মাধ্যমে বাংলাদেশ যে উদারতা ও মানবিকতা দেখিয়েছে তার প্রশংসা করেন।কানাডার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড় মোমেনকে সহযোগিতা বাড়াতে এবং কানাডিয়ান নাগরিকদের বিশেষ বিমানের মাধ্যমে বাংলাদেশ থেকে দেশে ফিরে যেতে সহযোগিতা করায় ধন্যবাদ জানান।

১৫ আগস্ট ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশের স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু এবং তার পরিবারের অধিকাংশ সদস্যকে একদল বিপদগামী সামরিক সদস্যরা হত্যা করে।১৯ নভেম্বর ২০০৯ সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ হত্যার দায়ে দণ্ডিত সাবেক সেনা কর্মকর্তাদের মৃত্যুদণ্ড বহাল রাখে।তাদের মধ্যে পাঁচজন- সৈয়দ ফারুক রহমান, সুলতান শাহরিয়ার রশিদ খান, বজলুল হুদা, একেএম মহিউদ্দিন আহমেদ এবং মহিউদ্দিন আহমেদকে ২০১০ সালের জানুয়ারিতে ফাঁসি দেয়া হয়। অপর দণ্ডপ্রাপ্ত আসামি ক্যাপ্টেন (বরখাস্ত) আবদুল মাজেদকে চলতি বছরের ১২ এপ্রিল ফাঁসি দেয়া হয়। আরেক খুনি আজিজ পাশা ২০০১ সালে জিম্বাবুয়েতে মারা যান।পলাতক খুনিরা হলেন- সাবেক লেফটেন্যান্ট কর্নেল খন্দকার আবদুর রশিদ, এসএইচবিএম নূর চৌধুরী, শরিফুল হক ডালিম, রাশেদ চৌধুরী এবং রিসালদার মোসলেহউদ্দিন।সরকার জানিয়েছে, নূর চৌধুরী কানাডায় এবং রাশেদ চৌধুরী আমেরিকায় অবস্থান করেছেন।

করোনায় লকডাউন : ভারত থেকে ফিরলেন আরও ৪৮২ বাংলাদেশি

মনির হোসেন,ঢাকা, মে ১৪।। বাংলাদেশ সরকার তিনটি বিশেষ ফ্লাইটের মাধ্যমে বৃহস্পতিবার আরও ৪৮২ বাংলাদেশিকে ভারত থেকে দেশে ফিরিয়ে এনেছে।এসব নাগরিক করোনাভাইরাসের কারণে ভারতে চলমান লকডাউনের ফলে বিভিন্ন শহরে আটকা পড়েছিলেন।

বৃহস্পতিবার বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের বিশেষ ফ্লাইটে করে দিল্লি হতে ১৪৯ জন ও ইউএস-বাংলা এয়ারলাইন্সের ফ্লাইটে চেন্নাই হতে ১৬৫ জন দেশে ফেরেন। এছাড়া, এয়ার ইন্ডিয়ার ফ্লাইটে করে চেন্নাই হতে ফিরে আসেন আরও ১৬৮ বাংলাদেশি।গত তিন সপ্তাহে দিল্লি, চেন্নাই, মুম্বাই, কলকাতা ও বেঙ্গালুরু হতে মোট ২৫ ফ্লাইটে সাড়ে তিন হাজারের অধিক আটকা পড়া বাংলাদেশি আকাশপথে দেশে ফিরলেন। ভারতে আটকা পড়াদের অধিকাংশই ছিলেন চিকিৎসার জন্য যাওয়া রোগী ও তাদের পরিবারের সদস্য। এছাড়াও ভারতের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থী ও পর্যটকরাও এ সময়ে দেশে ফিরেছেন।ভারত সরকারের সহযোগিতায় নয়াদিল্লির বাংলাদেশ হাইকমিশন গত ২০ এপ্রিল হতে বাংলাদেশি নাগরিকদের এ প্রত্যাবর্তন প্রক্রিয়া শুরু করে।

আকাশপথের পাশাপাশি সড়কপথেও প্রত্যাবর্তন প্রক্রিয়া চালু রয়েছে। গত দুই সপ্তাহে ভারতের বিভিন্ন রাজ্য হতে সড়কপথে প্রায় পাঁচ শতাধিক বাংলাদেশি দেশে ফিরেছেন।নয়াদিল্লির বাংলাদেশ হাইকমিশন কলকাতা, মুম্বাই, গৌহাটি ও আগরতলার বাংলাদেশ মিশনের সাথে সমন্বয় করে দেশে ফিরে আসতে ইচ্ছুক বাকি বাংলাদেশিদের ফেরাতে কাজ করে যাচ্ছে।

মালদ্বীপ থেকে দেশে ফেরার অপেক্ষায় ভারতীয়রা, মালে-তে পৌঁছল আইএনএস জলাশ্ব

মালে, ১৪ মে (হি.স.): প্রতীক্ষা এবার অবসান হওয়ার অপেক্ষায়। মালদ্বীপ থেকে দেশে ফিরতে চলেছেন ৭০০ জন ভারতীয়। বৃহস্পতিবারই নৌসেনার আইএনএস জলাশ্ব জাহাজ পৌঁছে গিয়েছে মালে-তে। ভারতীয় নৌবাহিনীর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ভারতীয় নাগরিকদের দেশে ফিরিয়ে আনার প্রক্রিয়া শুরু হবে শুক্রবার থেকে।মালদ্বীপে নিযুক্ত ভারতীয় হাই কমিশনার জানিয়েছেন, আইএনএস জলাশ্ব জাহাজ মালে বন্দরে পৌঁছে গিয়েছে। অপারেশন সমুদ্র সেতুর অংশ হিসেবে, শুক্রবার মালে থেকে ভারতীয় নাগরিকদের নিয়ে কোচি (কেরল)-র উদ্দেশে রওনা দেবে আইএনএস জলাশ্ব জাহাজ।ভারতে আন্তর্জাতিক উড়ান বন্ধ হয়েছিল ২২ মার্চ। তার জেরে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আটকে পড়েছিলেন প্রায় ১৫ হাজার ভারতীয় নাগরিক। দেশে তৃতীয় দফার লকডাউনের মেয়াদ শেষ হচ্ছে ১৭ মে। তার আগেই বিদেশে আটকে পড়া ভারতীয়দের দেশে ফিরিয়ে আনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্র। সেই প্রক্রিয়া কয়েক দিন আগে শুরু হয়েছে।

উত্তর প্রদেশে বাসের দৌরাত্ম্য! চাকায় পিষ্ট হয়ে মৃত্যু ৬ জন পরিযায়ী শ্রমিকের

মুজফরনগর, ১৪ মে (হি.স.): বাড়ি ফেরার অদম্য ইচ্ছে ফের কাড়ল ''অভুক্ত'' ও ''অসহায়'' পরিযায়ী শ্রমিকদের প্রাণ। উত্তর প্রদেশের মুজফরনগর থেকে প্রায় ২০ কিলোমিটার দূরে, দিল্লি-সাহারানপুর হাইওয়েতে বাসের চাকায় পিষ্ট হয়ে প্রাণ হারালেন ৬ জন পরিযায়ী শ্রমিক। এছাড়াও আরও ৫ জন পরিযায়ী শ্রমিক গুরুতর জখম হয়েছেন। ঘাতক বাসের চালককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

এসএসপি অভিষেক যাদব জানিয়েছেন, পায়ে হেঁটে হরিয়ানা থেকে বিহারে নিজেদের বাড়িতে যাচ্ছিলেন পরিযায়ী শ্রমিকরা। বুধবার গভীর রাতে মুজফরনগর থেকে প্রায় ২০ কিলোমিটার দূরে ঘালিলি চেকপোস্ট এবং রোহানা টোল প্লাজার মাঝে দিল্লি-সাহারানপুর হাইওয়েতে শ্রমিকদের পিষে দিয়ে পালিয়ে যায় একটি বাস। বাসের চাকায় পিষ্ট হয়ে প্রাণ হারান ৬ পরিযায়ী শ্রমিক, এছাড়াও ৫ জন গুরুতর জখম হয়েছেন। নিহতদের মধ্যে দু''জনের নাম জানা গিয়েছে, তাঁরা হলেন; বিজেন্দর (২৫) এবং হর্ষ (২০)। জখম হয়েছেন সুশীল, নাথু সাইনি, প্রমোদ এবং রামজি রাই।

অন্ধ্রপ্রদেশে নতুন করে করোনা-আক্রান্ত ৩৬ জন সক্রিয় রোগী ৮৬০

অমরাবতী, ১৪ মে (হি.স.): অন্ধ্রপ্রদেশে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন আরও ৩৬ জন। নতুন করে কারও মৃত্যু হয়নি। ৩৬ বেড়ে অন্ধ্রপ্রদেশে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ২১০০, তাঁদের মধ্যে সক্রিয় রোগী ৮৬০ জন এবং সুস্থ হয়েছেন ১১৯২ জন। অন্ধ্রে মৃতের সংখ্যা ৪৮।বৃহস্পতিবার সকালে অন্ধ্রপ্রদেশ স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, রাজ্যে নতুন করে ৩৬ জনের শরীরে করোনাভাইরাসের সন্ধান মিলেছে। রাজ্যে ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়ে উঠেছেন ১১৯২ জন। নতুন করে আক্রান্ত ৩৬ জনের মধ্যে চিত্তোরে ৯ জন, গুন্টুরে ৫ জন, কাডাপায় দু''জন, কৃষ্ণা জেলায় দু''জন, নেল্লোরে ১৫ জন, শ্রীকাকুলামে দু''জন এবং পশ্চিম গোদাবরীতে একজন।

নীরব ও মেহুলকে সর্বদা বাঁচাতে চেয়েছে কংগ্রেস : রবিশঙ্কর প্রসাদ

নয়াদিল্লি, ১৪ মে (হি.স.): কংগ্রেসের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ আনলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা প্রবীণ বিজেপি নেতা রবিশঙ্কর প্রসাদ। বৃহস্পতিবার কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগড়ে দিয়ে রবিশঙ্কর প্রসাদ দাবি করেছেন, নীরব মোদী ও মেহুল চোকসিকে সর্বদা বাঁচাতে চেয়েছে কংগ্রেস।

বৃহস্পতিবার ভিডিও কনফারেন্সিং মারফত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা প্রবীণ বিজেপি নেতা রবিশঙ্কর প্রসাদ বলেছেন, কংগ্রেস সর্বদা নীরব মোদী ও মেহুল চোকসিকে বাঁচাতে চেয়েছে। এখন তাকে (নীরব মোদী) গ্রেফতার করা হয়েছে এবং প্রত্যর্পণ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে, একজন কংগ্রেস সদস্য যিনি নিজে একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি (অভয় থিপসে), আদালতে তার হয়ে সওয়াল করছে। একটি ছবি দেখিয়ে প্রসাদ দাবি করেছেন, নীরব মোদীর একটি অনুষ্ঠানেও গিয়েছিলেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী।

নতুন করে উদ্বেগ! চিন ও দক্ষিণ কোরিয়ায় বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা

বেজিং ও সিওল, ১৪ মে (হি.স.): চিন ও দক্ষিণ ফের বাড়ছে উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা! চিন ও দক্ষিণ কোরিয়া, উভয় দেশেই নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন যথাক্রমে-৩ জন ও ২৯ জন। চিনে নতুন করে কারও মৃত্যু না হলেও, দক্ষিণ কোরিয়ায় একজনের মৃত্যু হয়েছে।

চিন : বৃহস্পতিবার সকালে চিনের জাতীয় স্বাস্থ্য কমিশন জানিয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় দেশে নতুন করে ৩ জনের শরীরে কোভিড-১৯ ভাইরাসের সন্ধান মিলেছে। ফলে চিনে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৮২,৯২৯। চিনে মৃত্যু হয়েছে ৪,৬৩৩ জনের।

দক্ষিণ কোরিয়া : দক্ষিণ কোরিয়ায় নতুন করে এক ধাক্কায় ২৯ জনের শরীরে কোভিড-১৯ ভাইরাসের হদিশ মিলেছে। ফলে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত দক্ষিণ কোরিয়ায় করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ১০,৯৯১ জন। দক্ষিণ কোরিয়ায় মৃত্যু হয়েছে একজনের। দক্ষিণ কোরিয়ায় এখনও পর্যন্ত ২৬০ জনের।মৃত্যু হয়েছে।

শিলিগুড়িতে ফের করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত ব্যক্তি

শিলিগুড়ি, ১৪ মে (হি. স.): শিলিগুড়িতে কাওয়াখালির সারি হাসপাতালে ফের মৃত্যু। করোনার উপসর্গ নিয়ে চিকিৎসাধীন ৪৮ বছর বয়স্ক ওই ব্যক্তি রংলি রংলিয়ট থানার মংপুরের বাসিন্দা।

ওই ব্যক্তি বুধবার রাতে চিকিৎসার জন্য কাওয়াখালির সিভিয়ার অ্যাকিউট রেসপিরেটরি ইলনেসের (সারি) রোগীদের চিকিৎসার জন্য নেওয়া দিসান হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। বৃহস্পতিবার ভোরেই তাঁর মৃত্যু হয়। মৃতের লালার নমুনা পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে। এখনও পর্যন্ত মৃতদেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়নি।

এই নিয়ে কাওয়াখালির সারি হাসপাতালে মোট নয়জন রোগীর মৃত্যু হল। তবে, এর আগে মৃত আটজনের শরীরে করোনার সংক্রমণ পাওয়া যায়নি। এদিন দুপুর পর্যন্ত এখানে ১৯ জন রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন বলে স্বাস্থ্যদপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে।

সুরাট থেকে হরিদ্বারে আসা বিশেষ ট্রেনে ১৬৭ জন যাত্রী কম, ব্যাপক চাঞ্চল্য

হরিদ্বার, ১৪ মে (হি.স.): উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার শেষে গুজরাটের সুরাট থেকে উত্তরাখণ্ডের হরিদ্বার পৌঁছল শ্রমিক স্পেশাল ট্রেন। কিন্তু, ট্রেনটি হরিদ্বার পৌঁছতেই উদ্বেগ আরও বাড়ল, ওই ট্রেনে ১৬৭ জন পরিযায়ী শ্রমিককে পাওয়া যায়নি। এই খবর প্রকাশ্যে আসতেই ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

বুধবার গভীর রাতে ট্রেনটি হরিদ্বার স্টেশনে পৌঁছয়, গভীর রাত পর্যন্ত তাঁদের খাওয়া-দাওয়া চলছিল। সবশেষে জানা যায়, ১১৭৩ জন যাত্রী ট্রেন থেকে নেমেছিলেন। ১৬৭ জন যাত্রীর কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। সুরাট থেকে হরিদ্বার আসার জন্য রেজিস্ট্রেশন করেছিলেন ১৩৪০ জন যাত্রী।

৮৯ বেড়ে জার্মানিতে করোনায় মৃত্যু ৭,৭২৩ জনের, সংক্রমিত ১৭২,২৩৯

বার্লিন, ১৪ মে (হি.স.): জার্মানিতে কোভিড-১৯ নভেল করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ফের বাড়ল আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা। বিগত ২৪ ঘন্টায় (১৩ মে সারাদিনে) জার্মানিতে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে প্রাণ হারিয়েছেন ৮৯ জন। এই সময়ে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন আরও ৯৩৩ জন। ফলে জার্মানিতে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল, যথাক্রমে ১,৭২,২৩৯ জন এবং মৃত্যু বেড়ে হয়েছে ৭,৭২৩ জনের।

বৃহস্পতিবার জার্মানির করোনা মনিটারিং এজেন্সি রবার্ট কোচ ইনস্টিটিউট জানিয়েছে, জার্মানিতে বিগত ২৪ ঘন্টার মধ্যেই নতুন করে করোনা-আক্রান্ত হয়েছেন ৯৩৩ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ৮৯ জনের। ফলে মৃত্যু হয়েছে ৭,৭২৩ জনের এবং আক্রান্ত হয়েছেন ১,৭২,২৩৯ জন।

বিহারে বাস-ট্রাকের সংঘর্ষে মৃত্যু দু''জনের, আহত কমপক্ষে ১২ জন

সমস্তিপুর (বিহার), ১৪ মে (হি.স.): বিহারের সমস্তিপুর জেলায় বাস ও ট্রাকের সংঘর্ষে প্রাণ হারালেন দু''জন পরিযায়ী শ্রমিক। এছাড়াও কমপক্ষে ১২ শ্রমিক গুরুতর আহত হয়েছেন। আহত শ্রমিকদের উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার ভোরে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে সমস্তিপুরের শঙ্কর চকের কাছে। পুলিশ সূত্রের খবর, বাসে চেপে মুজফরপুর থেকে কাটিহার যাচ্ছিলেন পরিযায়ী শ্রমিকরা। ওই বাসে কমপক্ষে ৩২ জন শ্রমিক ছিলেন, এদিন ভোরে শঙ্কর চকের কাছে একটি ট্রাকের সঙ্গে ওই বাসের সংঘর্ষ হয়। অকালেই প্রাণ হারিয়েছেন দু''জন শ্রমিক। আহত অবস্থায় ১২ জন শ্রমিককে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

১ বেড়ে রাজস্থানে করোনায় মৃত্যু ১২২ জনের, সংক্রমিত ৪,৩৯৪

জয়পুর, ১৪ মে (হি.স.): রাজস্থানে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন আরও ৬৬ জন এবং মৃত্যু হয়েছে একজনের। নতুন করে ৬৬ জন আক্রান্ত হওয়ার পর রাজস্থানে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৪,৩৯৪। বৃহস্পতিবার সকালে রাজস্থান স্বাস্থ্য দফতর জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার রাজস্থানে নতুন করে ৬৬ জনের শরীরে করোনাভাইরাসের সন্ধান মিলেছে।

আক্রান্ত ৬৬ জনের মধ্যে উদয়পুরে ২০ জন, জয়পুরে ১৩ জন আক্রান্ত হয়েছেন, যোধপুরে ৭ জন, নাগাউরে ১৬ জন, সিকারে ৩ জন, আজমের-এ দু''জন, জালোরে দু''জন এবং কোটা, আলওয়ার ও কারাউলিতে একজন করে আক্রান্ত হয়েছেন। সবমিলিয়ে রাজস্থানে করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা ৪,৩৯৪-এ পৌঁছেছে। রাজস্থানে নতুন করে মৃত্যু হয়েছে একজনের। স্বস্তির বিষয় হল, মরুরাজ্যে ইতিমধ্যেই করোনা-মুক্ত হয়েছেন ২,৫৭৫ জন। সক্রিয় করোনা রোগী ১৬৯৭ এবং মৃত্যু হয়েছে ১২২ জনের।

কেন্দ্রের প্যাকেজ দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ও যুগান্তকারী : ধনকর

কলকাতা, ১৪ মে (হি.স.): কেন্দ্রের আর্থিক প্যাকেজ দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ও যুগান্তকারী বলে টুইটে মন্তব্য করলেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর। 'পিএমও ইন্ডিয়া'-কে ট্যাগ করে টুইটার হ্যান্ডেলে তিনি লিখেছেন, "অর্থনীতি এবং ছোট ব্যবসার জন্য দারুন হিতকারী। করোনার সুড়ঙ্গপথ পেরিয়ে আশার আলোকরশ্মির বন্যা দেখা যাবে।""

অপর একটি টুইটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশাসনকে ট্যাগ করে ধনকর লিখেছেন, নেতিবাচক অবস্থান দুঃখজনক - পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে ভালো নয়। চক্রান্তকারী নিষ্ক্রিয় হোক - নজর নিবদ্ধ থাক স্বাস্থ্য/পিডিএস এবং পরিযায়ীদের সমস্যার ওপর।

করোনা: বাংলাদেশে ২৪ ঘণ্টায় আরও ১৪ জনের মৃত্যু, নতুন শনাক্ত ১০৪১

মনির হোসেন,ঢাকা, মে ১৪।। বাংলাদেশে গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে আরও ১০৪১ জনের করোনা শনাক্ত এবং আরও ১৪ জনের মৃত্যুর কথা জানিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।বৃহস্পতিবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের কোভিড-১৯ সংক্রান্ত নিয়মিত অনলাইন স্বাস্থ্য বুলেটিনে অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) ডা. নাসিমা সুলতানা এসব তথ্য জানান।

তিনি জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় মোট ৭ হাজার ৮৩৭টি নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে এবং ৭ হাজার ৩৯২টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। এ ভাইরাসে নতুন করে ১০৪১ জন শনাক্ত হওয়ায় আক্রান্তের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ১৮ হাজার ৮৬৩ জনে দাঁড়িয়েছে। আরও ১৪ জনের মৃত্যুর মধ্যদিয়ে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৮৩ জনে। নাসিমা সুলতানা জানান, ঢাকায় মোট ৪৫৮৮টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়। এরমধ্যে ৭৫৪ জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে।

নতুন করে মারা যাওয়া ১৪ জনের মধ্যে ১১ জন পুরুষ এবং তিনজন নারী। ঢাকায় ৯ জন মারা গেছেন। বাকি পাঁচজন চট্টগ্রামে, যোগ করেন তিনি।

উত্তর প্রদেশে ৬ জন শ্রমিকের অকাল-মৃত্যু ব্যথিত বিজেপি নেতা আর কে সিনহা

পাটনা, ১৪ মে (হি.স.): বিহারের গোপালগঞ্জের বাসিন্দা ৬ জন শ্রমিকের মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনায় গভীর দুঃখপ্রকাশ করেছেন প্রবীণ বিজেপি নেতা রবীন্দ্র কিশোর সিনহা। ঘাতক বাসের চালককে অবিলম্বে গ্রেফতার এবং তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য প্রশাসনের কাছে আবেদন জানিয়েছেন প্রাক্তন বিজেপি সাংসদ আর কে সিনহা।

একইসঙ্গে উত্তর প্রদেশ এবং বিহার সরকারকে নিহতদের পরিজনকে সমস্ত ধরনের সহায়তা প্রদানের জন্য অনুরোধ করেছেন আর কে সিনহা।

বাড়ি ফেরার অদম্য ইচ্ছে ফের কেড়ে নিয়েছে ''অভুক্ত'' ও ''অসহায়'' পরিযায়ী শ্রমিকদের প্রাণ।

বুধবার রাতে উত্তর প্রদেশের মুজফরনগর জেলায়, মুজফরনগর শহর থেকে প্রায় ২০ কিলোমিটার দূরে, দিল্লি-সাহারানপুর হাইওয়েতে বাসের চাকায় পিষ্ট হয়ে প্রাণ হারান ৬ জন পরিযায়ী শ্রমিক। এছাড়াও আরও ৫ জন পরিযায়ী শ্রমিক গুরুতর জখম হয়েছেন। মৃত শ্রমিকদের বাড়ি বিহারে।

এসএসপি অভিষেক যাদব জানিয়েছেন, পায়ে হেঁটে হরিয়ানা (পঞ্জাবও হতে পারে) থেকে বিহারে নিজেদের বাড়িতে যাচ্ছিলেন পরিযায়ী শ্রমিকরা। বুধবার রাতে মুজফরনগর শহর থেকে প্রায় ২০ কিলোমিটার দূরে ঘালিলি চেকপোস্ট এবং রোহানা টোল প্লাজার মাঝে দিল্লি-সাহারানপুর হাইওয়েতে শ্রমিকদের পিষে দিয়ে পালিয়ে যায় একটি বাস। বাসের চাকায় পিষ্ট হয়ে প্রাণ হারান ৬ পরিযায়ী শ্রমিক, এছাড়াও ৫ জন গুরুতর জখম হয়েছেন। নিহতদের মধ্যে দু''জনের নাম জানা গিয়েছে, তাঁরা হলেন; বিজেন্দর (২৫) এবং হর্ষ (২০)। জখম হয়েছেন সুশীল, নাথু সাইনি, প্রমোদ এবং রামজি রাই।

এই দুর্ঘটনায় শ্রমিকদের মৃত্যুতে দুঃখপ্রকাশ করে বিজেপির প্রাক্তন রাজ্যসভার সাংসদ রবীন্দ্র কিশোর সিনহা জানিয়েছেন, এই ধরনের দুঃখজনক দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পাওয়া যেতে পারে। বেপরোয়াভাবে বাস চালানোর জন্য ওই বাস চালককে অবিলম্বে গ্রেফতার করা উচিত। তাঁর কথায়, এই সময় সমগ্র দেশ থেকে বিহার, উত্তর প্রদেশ, ঝাড়খন্ড, ওড়িশা ও পশ্চিমবঙ্গের শ্রমিকরা নিরুপায় হয়ে পায়ে হেঁটে বাড়ি ফিরছেন। প্রায় সমস্ত জাতীয় সড়কের এখন এই অবস্থা।

তাই এই দুর্ঘটনাকে কোনও ভাবেই এড়িয়ে যাওয়া উচিত নয়।

উত্তর প্রদেশে বাসের চাকায় পিষ্ট হয়ে মৃত্যু ৬ জন শ্রমিকের ক্ষতিপূরণ ঘোষণা যোগীর

মুজফরনগর, ১৪ মে (হি.স.): বাড়ি ফেরার অদম্য ইচ্ছে ফের কাড়ল ''অভুক্ত'' ও ''অসহায়'' পরিযায়ী শ্রমিকদের প্রাণ। উত্তর প্রদেশের মুজফরনগর জেলায়, মুজফরনগর শহর থেকে প্রায় ২০ কিলোমিটার দূরে, দিল্লি-সাহারানপুর হাইওয়েতে বাসের চাকায় পিষ্ট হয়ে প্রাণ হারালেন ৬ জন পরিযায়ী শ্রমিক। এছাড়াও আরও ৫ জন পরিযায়ী শ্রমিক গুরুতর জখম হয়েছেন। ঘাতক বাসের চালককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। মৃত শ্রমিকদের বাড়ি বিহারে, মৃত ৬ জনের মধ্যে ৪ জনের বাড়ি গোপালগঞ্জে, একজন পাটনার বাসিন্দা এবং একজনের বাড়ি ভোজপুরে।

এসএসপি অভিষেক যাদব জানিয়েছেন, পায়ে হেঁটে হরিয়ানা (পঞ্জাবও হতে পারে) থেকে বিহারে নিজেদের বাড়িতে যাচ্ছিলেন পরিযায়ী শ্রমিকরা। বুধবার গভীর রাতে মুজফরনগর শহর থেকে প্রায় ২০ কিলোমিটার দূরে ঘালিলি চেকপোস্ট এবং রোহানা টোল প্লাজার মাঝে দিল্লি-সাহারানপুর হাইওয়েতে শ্রমিকদের পিষে দিয়ে পালিয়ে যায় একটি বাস। বাসের চাকায় পিষ্ট হয়ে প্রাণ হারান ৬ পরিযায়ী শ্রমিক, এছাড়াও ৫ জন গুরুতর জখম হয়েছেন। নিহতদের মধ্যে দু''জনের নাম জানা গিয়েছে, তাঁরা হলেন; বিজেন্দর (২৫) এবং হর্ষ (২০)। জখম হয়েছেন সুশীল, নাথু সাইনি, প্রমোদ এবং রামজি রাই। পরে গ্রেফতার করা হয় ঘাতক বাসের চালককে।

উত্তর প্রদেশে পরিযায়ী শ্রমকিদের অকাল-মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। মৃতদের পরিজনকে ২ লক্ষ এবং আহতদের ৫০ হাজার টাকা করে আর্থিক ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করেছেন যোগী আদিত্যনাথ। এছাড়াও বিহারের শ্রমিকদের দেহ তাঁদের বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার জন্য আধিকারিকদের নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। পাশাপাশি সাহারানপুর বিভাগীয় কমিশনারকে তদন্তের পর রিপোর্ট জমা দিতে নির্দেশ দিয়েছেন যোগী।

পঙ্গপাল মারতে নতুন যন্ত্র আসছে আমেরিকা থেকে

নয়াদিল্লি, ১৪ মে (হি. স.) : পঙ্গপাল মারতে আমেরিকা থেকে নতুন যন্ত্র আনা হচ্ছে। এর বরাত দেওয়া হয়েছে। খুব শীঘ্রই তা পাওয়া যাবে।

সূত্রের খবর, কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র সিং তোমার জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় কৃষি মন্ত্রক এবং সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারের সময়োপযোগী ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে পঙ্গপালের দ্বারা ফসলের ক্ষয়ক্ষতি অনেকটাই আটকানো গেছে। এমনকি কেন্দ্রের জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা তহবিল (এনডিআরএফ) থেকে ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কৃষিক্ষেত্রে পঙ্গপাল আক্রমণ রোধ করার কৌশল নিয়ে বুধবার ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে কীটনাশক উৎপাদন শিল্পের সঙ্গে যুক্ত প্রতিনিধিদের সঙ্গে কথা বলেছেন। তিনি বলেন, সরকার নিরবচ্ছিন্নভাবে বীজ বপন ও ফসল কাটার কাজ চালিয়ে যেতে সব রকম প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার মরু পঙ্গপাল নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা নিয়ে একসাথে কাজ করছে।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তোমার জানান, করোনার জেরে লকডাউন চলা সত্ত্বেও, গত ১১ এপ্রিল থেকে পঙ্গপাল নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়গুলি জেলা প্রশাসন এবং রাজ্য কৃষি বিভাগের কর্মকর্তাদের সঙ্গে সমন্বয় বজায় রেখে কাজ চালিয়ে গেছে। ৫০টি স্প্রে সরঞ্জাম / যানবাহনের সাহায্যে এই কাজ চলছে। এমনকি বিভিন্ন স্থানে ট্রাক্টর, মাউন্ট স্প্রেয়ার এবং ফায়ার-টেন্ডার যানের সাহায্যে পঙ্গপাল নিয়ন্ত্রণে কাজ চালানো হচ্ছে। এখনও অবধি রাজস্থানের জয়সালমির, শ্রীগঙ্গানগর, যোধপুর, বারমের ও

ছয়ের পাতায়

পরিযায়ী শ্রমিকদের রেশন দেওয়ার ঘোষণা এত দেরিতে কেন, প্রশ্ন বাম - কংগ্রেসের

কলকাতা, ১৪মে (হি. স.): আগামী দু'মাস বিনামূল্যে খাবার দেওয়া হবে পরিযায়ী শ্রমিকদের। বৃহস্পতিবার এমনটাই ঘোষণা করেছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন। অর্থমন্ত্রীর এই আর্থিক প্যাকেজ ঘোষণা এত দেরি করে কেন ঘোষিত হলো সেই নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে বাম কংগ্রেস।

এ প্রসঙ্গে বাম পরিষদীয় নেতা তথা বিধায়ক সুজন চক্রবর্তী জানিয়েছেন, 'আমরা যে কথাগুলি বলছিলাম, সেটা আজ নির্মলা সীতারমণের কথায় স্পষ্ট হয়ে গেল। তিনি কি বাজেটের বাইরে এই ঘোষণা করছেন? সেটা অর্থমন্ত্রী স্পষ্ট করলেন না।'

অর্থমন্ত্রী সাংবাদিক সম্মেলনে জানান, আগামী দু'মাস বিনামূল্যে খাবার দেওয়া হবে পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য। যাঁদের কার্ড নেই, তাঁরাও মাথাপিছু ৫ কেজি করে খাদ্যসামগ্রী দেওয়া হবে। মাথাপিছু ৫ কেজি চাল বা গম এবং ১ কেজি ডাল পাবেন তাঁরা।আমাদের হিসেবে প্রায় ৮ কোটি পরিযায়ী শ্রমিক রয়েছে। এর জন্য খরচ হবে ৩৫০০ কোটি। 'ওয়ান নেশন, ওয়ান রেশন কার্ড' প্রকল্পের অধীনে রেশন কার্ড থাকলে দেশের যে কোনও প্রান্তে খাদ্যসামগ্রী পাওয়া যাবে।

এই প্রসঙ্গে এদিন সুজনবাবু আরও বলেন, 'পরিযায়ী শ্রমিকরা তো এখন গ্রামে ফিরে যাচ্ছে। আগামী দু মাস তো তারা আর পরিযায়ী শ্রমিক থাকবে না। তারা তো গ্রামে ফিরে যাচ্ছে। যখন তারা পরিযায়ী শ্রমিক থাকবেনা তখন তাদের খাবার দেওয়া হবে কিন্তু যখন তারা পরিযায়ী শ্রমিক ছিল তখন দেওয়া হলো না।' কেন্দ্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে সুজনবাবুর আরও বক্তব্য, 'কেন্দ্রের যদি ইচ্ছা থাকতো তাহলে রেশন কার্ড বন্দোবস্ত করার অনেক ব্যবস্থা ছিল'। পাশাপাশি সুজন বাবুর প্রশ্ন, রেশন কার্ড এত দেরিতে কেন দেওয়া হচ্ছে?

ঠিক একই প্রশ্ন তুলেছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি সোমেন মিত্র। জানান, 'পরিযায়ী শ্রমিকগুলো যখন হাজার মাইল হেঁটে বাড়ি আসবে তখন তারা মৃতপ্রায় হয়ে পড়বে তখন তাদের রেশন দেওয়া না দেওয়া সমান'। তাঁর কথায়, 'এতদিন কেন রেশন দেয়নি। ওয়ান নেশন ওয়ান রেশন কার্ড তো আগে থেকেই ছিল এটা নতুন কি'।

"প্রচেষ্টা" প্রকল্পের সময় বাড়ানোর আবেদন জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি সোমেনের

কলকাতা,১৪ মে (হি স):করোনা আবহে বেশ কিছুদিন আগে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আর্থিক সংকটে থাকা মানুষদের জন্য প্রকল্প 'প্রচেষ্টা'র ঘোষণা করেন। এরই মাঝে বৃহস্পতিবার "প্রচেষ্টা" প্রকল্পের সময় বাড়ানোর আবেদন জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি সোমেন মিত্রর।

এই প্রসঙ্গে সোমেন মিত্র চিঠিতে উল্লেখ করেছেন, 'প্রচেষ্টা' স্কিম আবেদনে সময় বৃদ্ধি জন্য ন্যূনতম সুযোগ সুবিধা করার জন্য বিডিও এসডিও অফিসকে সক্রিয় করার অনুরোধ। এবং বৃহৎ সংখ্যক মানুষ এই সুবিধা পেতে প্রচুর অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে। অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন এর জন্য যে সময় রাখা হয়েছিল তার সময় বৃদ্ধি করার জন্য অনুরোধ। বেশিরভাগ সাইবার ক্যাফে বন্ধ থাকায় লিংক ফেল হওয়ার জন্য" প্রচেষ্টা "সুবিধা অ্যাপ অনেক ক্ষেত্রে উপলব্ধ হচ্ছে না। আপনি এও জানেন মানুষ এখন প্রচন্ড অসুবিধার মধ্যে রয়েছে। সুতরাং তাদের আরেকটু সময় দেওয়া হোক যাতে তারা সেই সুযোগ নিতে পারে। আমরা প্রচুর অনুরোধ পেয়েছি বিভিন্ন জেলা থেকে যাতে এই স্কিমের সময়সীমা বাড়ানো হয়। আমরা চাইছি যাতে বিডিও এসডিও অফিস এই সুবিধা দেওয়ার জন্য। মানুষকে সাহায্য করতে পারে, যাতে বেশিরভাগ মানুষ এই সুযোগ সুবিধা নিতে পারেন।আশা করি আপনি অনুরোধটুকু রাখবেন। এবং এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশাবলী তাদেরকে জানাবেন"।

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

২৪ ঘন্টায় ৮৭ বেড়ে পশ্চিমবঙ্গে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২৩৭৭ জন

কলকাতা, ১৪মে (হি. স.): গত ২৪ ঘন্টায় পশ্চিমবঙ্গে নতুন করে করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ৮৭জন। মৃত্যু হয়েছে গত ২৪ঘন্টায় আরও ৮জনের। সুস্থ হয়ে গত ২৪ ঘন্টায় বাড়ি গিয়েছেন ৬৬জন। অতএব রাজ্যে এখন সক্রিয় চিকিৎসাধীন করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ১৩৯৪। বৃহস্পতিবার এমনটাই জানানো হয়েছে স্বাস্থ্য দফতরের বুলেটিন জারি করে। এই পর্যন্ত রাজ্যে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৩৭৭ জন। রাজ্যে মোট করণা মুক্ত হয়েছেন ৭৬৮জন। রাজ্যে করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে ১৪৩জনের। অডিট কমিটির দেওয়া রিপোর্ট অনুযায়ী বাকি ৭২ জনের মৃত্যু হয়েছিল কো মর্বিডিটির জন্য। যে এখনো সুস্থ হয়ে ওঠার হার ৩২.৩১ শতাংশ।

এদিন স্বাস্থ্য দফতরের তরফে বুলেটিনে জানানো হয়, গত ২৪ ঘন্টায় রাজ্যে ৫২০৫টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। এই পর্যন্ত রাজ্যে মোট নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে ৬২হাজার ৮৩৭টি। এখনও পর্যন্ত এই পরিস্থিতি তে রাজ্যে এখন ৫৮২টি সরকারি একান্ত বাস রয়েছেন ৮হাজার ৯৮০জন। সরকারি একান্ত বাস থেকে ছুটি পেয়েছেন, ২২হাজার ৬৯৬জন। এখন বাড়িতে একান্ত বাসে রয়েছেন ৩৪হাজার ৪১৪জন। হোম কোয়ারেন্টিনে নজর দারি শেষ হয়েছে, ৬৯হাজার ৭৯জনের।

গত ২৪ ঘন্টায় কলকাতা থেকে পাওয়া গিয়েছে ৩১টি নতুন কেস। এই পর্যন্ত এরমধ্যে কলকাতা থেকে পাওয়া গেছে ১১৫৭টি কেস। তাদের মধ্যে ৪৫ জন গত ২৪ ঘন্টায় সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন। ইতিমধ্যে মোট ৩৮৬ জন সুস্থ হয়ে বাড়ি গেছেন। করোনা আক্রান্ত হয়ে কলকাতায় গত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে ৬ জনের।এই পর্যন্ত কলকাতায় মোট ৯৬ জন মারা গেছে করোনা আক্রান্ত হয়ে। কো- মর্বিডিটির জন্য মৃত্যু হয়েছে ৫২ জনের। বর্তমানে কলকাতায় করোনা আক্রান্ত সক্রিয় চিকিৎসাধীন রয়েছেন ৬২৫জন।

নবম ও একাদশ শ্রেণির অকৃতকার্য পড়ুয়াদের আর একবার সুযোগ দিতে চাই সিবিএসই বোর্ড

কলকাতা, ১৪ মে (হি. স.): সিবিএসই বোর্ডের অন্তর্গত স্কুলগুলিতে নবম ও একাদশ শ্রেণিতে যে সমস্ত পড়ুয়ারা অকৃতকার্য হয়েছে তাদের আরও একবার করে সুযোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সংশ্লিষ্ট বোর্ড। এই মর্মে নির্দেশিকা দিয়ে সমস্ত স্কুল কে জানিয়ে দিয়েছে সিবিএসই বোর্ড কর্তৃপক্ষ।

একটি নির্দেশিকা জারি করে সিবিএসই বোর্ড জানিয়েছে, এই বছর এই বোর্ড এর অন্তর্গত স্কুলগুলিতে নবম এবং একাদশ শ্রেণীতে অকৃতকার্য পড়ুয়াদের পুনরায় আবার সুযোগ দেওয়া হবে। ওই অকৃতকার্য পড়ুয়াদের জন্য একটি রেমেডিয়াল টেস্টের ব্যবস্থা করেছে বোর্ড কর্তৃপক্ষ। তবে এই সুযোগ শুধুমাত্র এই বছরের জন্যই।

যেহেতু করোনার জেরে লকডাউন চলছে গোটা বিশ্ব জুড়ে সে কারণে থমকে গিয়েছে পড়াশোনা। বহু পরীক্ষা বন্ধ হয়ে গেছে মাঝপথে। তাই পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে শুধুমাত্র এই বছরের জন্যেই নবম ও দশম শ্রেণীর পড়ুয়াদের জন্য একটি রেমেডিয়াল পরীক্ষার ব্যবস্থা করেছে কর্তৃপক্ষ।

মানুষের স্বার্থে এক দেশ এক রেশন কার্ড, রাজ্য কতটা সাহায্য করবে, প্রশ্ন দিলীপের

কলকাতা, ১৩ মে (হি স):করোনা মোকাবিলায় মঙ্গলবার ২০ লক্ষ কোটি টাকার আর্থিক প্যাকেজ ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আর বৃহস্পতিবার দেশবাসীর জন্য এক দেশ এক রেশন কার্ডের ঘোষণা করেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। এর পরেই সাংবাদিক সম্মেলন করে "মানুষের স্বার্থে এক দেশ এক রেশন কার্ড, রাজ্য কতটা সাহায্য করবে" প্রশ্ন তোলেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষ।

এই প্রসঙ্গে দিলীপবাবু বলেন,"মানুষের স্বার্থে এক দেশ এক রেশন কার্ড। তবে রাজ্য সরকার কেন্দ্রকে কতটা এবিষয়ে সহযোগিতা করবে। রাজ্যের রাজনীতির জন্যই রাজ্যবাসীর ক্ষতি হচ্ছে। রাজ্য রাজনীতি করছে আর খাবি খাচ্ছে মানুষ। মানুষকে হাতে টাকা দিতে দিচ্ছেনা রাজ্য। রাজ্যে সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল কাজে আসেনি। তাহলে কেন চিকিৎসার জন্য বাইরে যাচ্ছেন রাজ্যবাসী। শিক্ষার মানও খারাপ। তাই বাইরে গিয়েছে পড়ুয়ারা। এখন ফিরিয়ে আনতে ট্রেন চালাতেও অনীহা রাজ্যের। বাংলায় দশটি ট্রেনে সাড়ে ১২ হাজার লোক এসেছে। অন্য রাজ্য কেন্দ্রের কাছে অনেক বেশি ট্রেন চেয়েছে।"

আমেরিকা থেকে

পাচের পাতার পর

নাগৌড় জেলা এবং পাঞ্জাবের ফাজিলকা জেলার ১৪,২৯৯ হেক্টর জমির ফসল গঙ্গা ফড়িং এবং মৌমাছির মতো পঙ্গপালের হাত থেকে রক্ষা করা গেছে। তবে এখনও বেশ কিছু জায়গায় ভোর থেকেই এর উপদ্রব শুরু হয়ে যায়। তাই সরকার এই সমস্যা সমাধানে সর্বতো প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে।

সর্বধর্ম সমন্বয় সভার

তিনের পাতার পর

উল্লেখ্য, প্রতিবছর কোনও না-কোনও মহামানবের ছবি ও বাণী সংবলিত ক্যালেন্ডার প্রকাশ করে বরাক উপত্যকা সর্বধর্ম সমন্বয় সভা, জানান সাধারণ সম্পাদক এইচ এম আমির হুসেন।

মাকুন্দা হাসপাতালে

তিনের পাতার পর

সঙ্গে সঙ্গে ভরতি করে চিকিৎসা শুরু করেন।

মাকুন্দা হাসপাতালের কর্তব্যরত ডাক্তাররা জানান, তাঁরা সর্প দংশনে আহত রোগিণীর যাবতীয় পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন। এর ভিত্তিতে প্রাথমিক চিকিৎসা করে তাঁকে বেডে রাখা হয়েছে। প্রয়োজনে সাপের প্রতিবিষজনিত ভ্যাকসিন ব্যবহার করা হবে। তবে রোগিণী বর্তমানে সংকটমুক্ত, জানান ডাক্তাররা।

বর্মখানি ভুলে গেছি নিতে

দুইয়ের পাতার পর

imperialism are the tiwn-chilkren of capitalism................Their shadow, their fruit and their bark all are poisonous'

লালা রাজপত রায়ের এই উক্তির সত্যতা আজ চোকের সামনেই জ্বলজ্বল করে চলেছে। স্তব্ধ নিশ্চুপতার বদলে সক্রিয় প্রতিবাদের প্রয়োজন এখন। আর তার জন্যই দরকার হয়ে পড়ে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সহমর্মিতার কবচ। কিন্তু তেমন বর্মখানি নিতে ভুলে গেছি আমরাই। দু'হাতে তলোয়ার আর কলম নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছি অথচ তলোয়ারের ছায়া ঢেকে ফেলছে কলমের মুখ। তলোয়ার নাকি কলম, কাকে বেছে নেব আমরা? কাদের ছায়ায় জলসিঞ্চন হবে আগামীর অপাপবিদ্ধ অঙ্কুরগুলিতে-তা নির্ভর করবে আজকের চেতনায়, নির্ণয়ে নির্ভীকতায়।

বিহার

● **প্রথম পাতার পর**

আরেকটি ট্রেন প্রায় ১,৫০০ যাত্রী নিয়ে উত্তর প্রদেশ-র উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেবে। ওই সফরের তালিকা তৈরি হচ্ছে। তাঁরা সকলেই ত্রিপুরায় ইটভাট্টায় কর্মরত।

পরিবারের

● **প্রথম পাতার পর**

রেশন কার্ড বন্ধক দিয়েছেন তাঁরা।এ-বিষয়ে জনৈক মহিলা বলেন, রেশন দোকানে গিয়ে আঙুলের ছাপ দিয়ে সামগ্রী তুলে দিয়েছেন। ওই রেশন সামগ্রী খোলা বাজারে বিক্রি করা হচ্ছে। অভিযোগ, এ-বিষয়ে সাহায্য করছেন রেশন ডিলার অভিজিৎ সেন। কিন্তু, ওই অভিযোগ অস্বীকার করার বদলে তিনি সংবাদ মাধ্যমকে এড়িয়ে যান।

রাজ্যে উন্মুক্ত

● **প্রথম পাতার পর**

দেওয়া হবে।

প্রসঙ্গত, ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়ার ১৫০ গজের মধ্যে ত্রিপুরার প্রায় ১২০ বর্গ কিলোমিটার কৃষি জমি এবং মানুষের বসবাস করার জায়গা রয়েছে। তাতে দেখা যাচ্ছে, কাঁটাতারের বেড়ার ওপারে জমির পরিমাণ ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলার দ্বিগুণ। ১৯৭৫ সালের দু-দেশের দলিল অনুযায়ী সীমান্ত থেকে ১৫০ গজের মধ্যে দুই দেশের সম্মতি ছাড়া কোনও রকম প্রাচীর বা কোনও ধরনের নির্মাণ করা যাবে না। কেন্দ্রীয় সরকার চোরাকারবার এবং দুই দেশের মধ্যে উগ্রপন্থীদের যাতায়াত আটকাতে ভারতের সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। ফলে, ত্রিপুরার প্রায় ৮৫৬ কিলোমিটার বাংলাদেশের সাথে সীমান্তে ৭,২০০ পরিবারের বাড়িঘর ওই কাঁটাতারের বেড়ার ওপারে পড়েছিল। যার মধ্যে কিছু পরিবার বেড়ার এপারে চলে আসে। ত্রিপুরা সরকার তাদের পুনর্বাসন দিয়েছিল।

সিপাহিজলার জেলা শাসক চন্দন কুমার জমাতিয়া বলেন, ত্রিপুরা সরকারের আবেদনে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক কাঁটাতারের ওপারে ত্রিপুরার অংশে ফসল কাটার অনুমতি দিয়েছে। সে-মোতাবেক ইতিমধ্যে দুই কৃষককে অনুমতি দেওয়া হয়েছে। বাকিদের জন্য মহকুমা প্রশাসন ও বিএসএফকে বিষয়টি দেখার জন্য বলা হয়েছে। তাঁর কথায়, স্থানীয়স্তরে বিএসএফ, মহকুমা প্রশাসন এবং কৃষকদের মধ্যে আলোচনার ভিত্তিতে অনুমতি দেওয়া হবে।

রাজ্য সরকার

● **প্রথম পাতার পর**

ছাত্রছাত্রীদের গুণগতমানের শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে এনসিইআরটি পাঠ্যক্রম চালু করেছে। সেই লক্ষ্যে প্রথম শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত এনসিইআরটি-র পাঠ্যপুস্তকে প্রতিটি বিদ্যালয়ে পাঠদানের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তাঁর দাবি, এনসিইআরটি সারা দেশে প্রধানত তিনটি ভাষায় পাঠ্যপুস্তক ছাপানোর কাজ করে। সেগুলি হল হিন্দি, উর্দু এবং ইংরেজি ভাষা। কিন্তু দেশের মধ্যে ত্রিপুরা একমাত্র রাজ্য যেখানে প্রথম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত এনসিইআরটি পাঠ্যপুস্তক বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছে। তাঁর মতে, অনূদিত ওই পাঠ্যপুস্তকগুলি এনসিইআরটি-র পাশাপাশি দেশের সম্পদ তৈরি হয়েছে। তিনি বলেন, এনসিইআরটি-র পাঠ্যপুস্তকগুলি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করার ক্ষেত্রে রাজ্যের শিক্ষকদের অভূতপূর্ব অবদান রয়েছে।

শিক্ষামন্ত্রীর দাবি, ত্রিপুরায় বর্তমানে প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত মোট বইয়ের প্রয়োজন ২৫ লক্ষ ৩৭ হাজার ১০৭টি। ত্রিপুরা সরকার বই ছাপানোর অর্ডার দিয়েছিল ২৬ লক্ষ ২৫ হাজার ৮৬৫টি। মোট বই গ্রহণ করা হয়েছে ২৫ লক্ষ ৩৯ হাজার ৭১৫টি। এর মধ্যে ২৪ লক্ষ ৯৯ হাজার ৬২৩টি বই ইতিমধ্যেই বিতরণ করা হয়েছে। বাকিগুলিও বিতরণ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী আরও জানান, ত্রিপুরায় নবম শ্রেণির জন্য বই প্রয়োজন ৪ লক্ষ ২৪ হাজার। এর মধ্যে বই এসেছে ৩৭ হাজার ৪০০টি। বাকি বইগুলি পাওয়ার ক্ষেত্রে করোনাজনিত প্রভাব সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। দশম শ্রেণির জন্য বই প্রয়োজন ৪ লক্ষ ৬৬ হাজার। এর মধ্যে বই এসেছে ২ লক্ষ ২৬ হাজার ৮২০টি। দ্বাদশ শ্রেণির জন্য বই প্রয়োজন ২ লক্ষ ৬৮ হাজার। এর মধ্যে বই এসেছে ৮০ হাজার ২০০টি। রাজ্যে করোনাজনিত প্রভাবের কারণে দশম ও দ্বাদশ শ্রেণির বাকি বইগুলিও পেতে সমস্যা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী।

তাঁর কথায়, বেসরকারি বাংলা মাধ্যম বিদ্যালয়গুলি ত্রিপুরা সরকারের কাছ থেকে পাঠ্যপুস্তক ক্রয় করে। তাই, করোনা পরিস্থিতিতে তাঁদের পাঠ্যপুস্তক বিনামূল্যে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। তিনি বলেন, গোমতি জেলায় ৭টি, দক্ষিণ জেলায় ৩টি, সিপাহিজলা জেলায় ১২টি, খোয়াই জেলায় ২টি, ঊনকোটি জেলায় ২টি, ধলাই জেলায় ১টি, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় ৯টি এবং উত্তর ত্রিপুরা জেলায় ৩টি বেসরকারি বাংলা মাধ্যম বিদ্যালয় রয়েছে। তাদের মধ্যে কোনও বিদ্যালয় পাঠ্যপুস্তক ক্রয় করে থাকলে টাকা ফেরত দেওয়া হবে, বলেন তিনি।

অর্থমন্ত্রী

● **প্রথম পাতার পর**

কোটি কৃষক কৃষিঋণ নিয়েছেন ৪ লক্ষ কোটি। এই ঋণের ফলে গরিব কৃষকদের প্রচুর সুবিধা হয়েছে।

অর্থমন্ত্রী আশ্বস্ত করে বলেছেন, কৃষকদের জন গত দু'মাসে নগদের যোগান বেড়েছে। উৎপাদিত কৃষিপণ্য ক্রয়ের জন্য রাজ্যের সংস্থাগুলির জন্য ৬৭০০ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে, যা ঘুরিয়ে কৃষকদের হাতেই গিয়েছে। ১১ হাজার কোটি টাকার তহবিল তৈরি হয়েছে। অর্থমন্ত্রী আরও জানান, শহরের গৃহহীনদের জন্য শেল্টার তৈরি হয়েছে। সেখানে আশ্রয় নেওয়া মানুষজনকে তিন বেলা খাওয়ানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে, সেই টাকা কেন্দ্র দিয়েছে। ১২ হাজার স্বনির্ভর গোষ্ঠী ৩ লক্ষ মাস্ক ও ১ লক্ষ ২০ হাজার লিটার স্যানিটাইজার তৈরি করেছে। এই সব স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে সাহায্যের অর্থ দেওয়া হয়েছে 'পয়সা' পোর্টালের মাধ্যমে দেওয়া হয়েছে।

অর্থমন্ত্রী জানিয়েছেন, ১০০ দিনের কাজে মজুরি ১৮২ টাকা থেকে বাড়িয়ে ২০২ টাকা করা হয়েছে। অঞ্চলভিত্তিক মজুরি আলাদা রয়েছে, সেটাও মেটানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। নির্মলা জানান, যে সব সংস্থায় ১০ জনের কম কর্মী আছে, সেগুলিতেও ইএসআই-এর আওতায় আনা হবে। শ্রমিকদের নিয়োগপত্র দেওয়া হবে, বছরে এক বার স্বাস্থ্যপরীক্ষা করা হবে। অর্থমন্ত্রী সাংবাদিক সম্মেলনে জানান, আগামী দু'মাস বিনামূল্যে খাবার দেওয়া হবে পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য। যাঁদের কার্ড নেই, তাঁরাও মাথাপিছু ৫ কেজি করে খাদ্যসামগ্রী দেওয়া হবে। মাথাপিছু ৫ কেজি চাল বা গম এবং ১ কেজি ডাল পাবেন তাঁরা। আমাদের হিসেবে প্রায় ৮ কোটি পরিযায়ী শ্রমিক রয়েছে। এর জন্য খরচ হবে ৩৫০০ কোটি। 'ওয়ান নেশন, ওয়ান রেশন কার্ড' প্রকল্পের অধীনে রেশন কার্ড থাকলে দেশের যে কোনও প্রান্তে খাদ্যসামগ্রী পাওয়া যাবে। অর্থমন্ত্রী আরও জানান, হকার, ফুটপাতের দোকানদারদের জন্য ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত ঋণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এর জন্য ৫০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হবে।

কারাদন্ড

● **প্রথম পাতার পর**

সদস্য ১৫২ জন। তবে, বিএসএফের আক্রান্ত জওয়ানরা সুস্থ হয়ে হাসপাতাল থেকে ছুটি পাচ্ছেন। আজ নতুন করে ১৩ জনকে হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া হয়েছে। সবমিলিয়ে ২৯ জন হাসপাতাল থেকে ছুটি পেয়েছেন। তাদের খোয়াই জেলার চারঘরিয়া বিওপিতে ৫০ শয্যার বিশেষ প্রাতিষ্ঠানিক একান্তবাস কেন্দ্রে রাখার হয়েছে।

আজ মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব ট্যুইট বার্তায় বলেন, রাজ্যের জন্য সুখবর এসেছে। ৬৮০টি নমুনা পরীক্ষায় সকলের কোভিড-১৯ রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে। তাদের মধ্যে কর্ণাটক ফেরত ২৫১ জন ট্রেনযাত্রী রয়েছেন। তিনি কর্ণাটক ফেরত সকলকে বাড়িতে একান্তবাসে থেকে সমস্ত স্বাস্থ্যবিধি ও সরকারী নিয়ম মেনে চলার পরামর্শ দিয়েছেন। অন্যথায় ছয়মাসের কারাদন্ড হতে পারে বলে সতর্ক করেছেন। পাশাপাশি তিনি রাজ্যের সমস্ত নাগরিককেও সতর্ক সজাগ থাকার অনুরোধ করেছেন। তাঁর দাবি, একসাথে আমরা অতিমারীর বিরুদ্ধে লড়াই করব।

৩০ জুন

● **প্রথম পাতার পর**

সূচি অনুযায়ীই চলবে বলে জানানো হয়েছে রেলের তরফে।

মানিক সরকার

● **প্রথম পাতার পর**

গরিব অংশের মানুষের স্বার্থরক্ষার বদলে বুর্জোয়া ও পুঁজিবাদীদের স্বার্থ রক্ষা করে চলেছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। শ্রমিকদের দিয়ে ৮ ঘণ্টার বদলে ১২ ঘন্টা কাজ করানোর চেষ্টা চালাচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার। কেন্দ্রীয় সরকারের এ ধরনের মানসিকতাকে শ্রমিক স্বার্থবিরোধী বলেও আখ্যায়িত করেছেন বিরোধীদলীয় নেতা মানিক সরকার। শ্রমিকদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন ভাবে ১২ ঘন্টা কাজ করানো যাবে না বলেও তিনি হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। আট ঘণ্টার পরিবর্তে অধিক সময় কাজ করাতে হলে শ্রমিকদের অতিরিক্ত সময়ের জন্য অতিরিক্ত মজুরি দিতে হবে বলেও তিনি উল্লেখ করেছেন।

অতিরিক্ত মজুরি দিলেও অতিরিক্ত সময় কাজ করতে ইচ্ছা প্রকাশ না করলে শ্রমিকদের ওপর কাজ চাপিয়ে দেওয়া যাবে না বলে মনে করে সি আই টি ইউ। শ্রমিক মেহনতী মানুষের স্বার্থে আন্দোলন জারি রাখবে বলেও সিটু নেতৃবৃন্দ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

উপমুখ্যমন্ত্রী

● **প্রথম পাতার পর**

করতে যেসব পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে তা খুবই সময়োপযোগী। এর আগে গরীব কল্যাণ যোজনায় স্বসহায়ক দলের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। তাঁর দাবি, এমএসএমই, এসএসএইচজি উপর জোর দিলে গ্রাম স্বনির্ভর হবে। প্রসঙ্গক্রমে উপমুখ্যমন্ত্রী বলেন, এখন সমালোচনার সময় নয়। প্রধানমন্ত্রীর সুযোগ্য নেতৃত্বে আমাদের দেশ আর্থিক দিক দিয়ে সমৃদ্ধ হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। তাঁর আবেদন, কোভিড-১৯ মোকাবিলা করা এবং আর্থিক সমস্যা সমাধান করতে আমাদের সবাই মিলে কাজ করতে হবে।

২.০১ কোটি

আটের পাতার পর

ব্যাঙ্কের সিএআর ২৭.৪ঃ, যা কিনা গ্রহণযোগ্য অনুপাতের তুলনায় অনেক বেশি। ব্যাঙ্কের এইবছরে নিট মুনাফা হয়েছে ৩০২৪ কোটি টাকা, যা গতবছরের মুনাফার তুলনায় ৫৪.৯৬ঃ বেশি।

এদিকে, বন্ধন ব্যাঙ্ক ২০১৯-২০ অর্থবর্ষের শেষ ত্রৈমাসিকে তাদের ব্যবসার ফলাফল ঘোষণা করল। বিগত অর্থবর্ষের তুলনায় ব্যাঙ্কের মোট ব্যবসার আয়তন বেড়ে হয়েছে ১,২৮,৯২৮ কোটি টাকা। ব্যাঙ্কের এইবছরে নিট মুনাফা হয়েছে ৩০২৪ কোটি টাকা, যা গতবছরের মুনাফার তুলনায় ৫৪.৯৬ঃ বেশি। ২০১৫-১৬ অর্থবর্ষে ব্যাঙ্কিং অপারেশন শুরু করেছিল বন্ধন ব্যাঙ্ক। মাত্র সাড়ে চার বছরেই বন্ধন ব্যাঙ্ক দেশে ৪৫৫৯টি ব্যাঙ্কিং আউটলেট খুলেছে ও সেগুলির মাধ্যমে পরিষেবা দিয়েছে ২.০১ কোটি গ্রাহককে। সদ্যসমাপ্ত অর্থবর্ষে ব্যাঙ্কের গ্রাহক সংখ্যা আরও ১১ লক্ষ বেড়েছে। বন্ধন ব্যাঙ্কের মোট কর্মীর সংখ্যা এখন ৩৯,৭৫০।

বিগত বছরের তুলনায় (২০১৮-১৯) বন্ধন ব্যাঙ্কের আমানত বেড়েছে ৩২.০৪ঃ হারে। ব্যাঙ্কের মোট আমানতের পরিমাণ এখন ৫৭,০৮২ কোটি টাকা। ব্যাঙ্কের কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ও সেভিংস অ্যাকাউন্ট (কাসা) মিলিয়ে আমানত ১৯.৩২ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। ঋণের খাতাতেও বৃদ্ধি হয়েছে। গতবছরের তুলনায় ব্যাঙ্কের দেওয়া ঋণের আয়তন ৬০.৪৬ঃ বেড়েছে। ব্যাঙ্কের মোট ঋণ তথা অগ্রিমের আয়তন এখন ৭১,৮৪৬ কোটি টাকা। ব্যাঙ্কের এনপিএ তথা অলাভজনক সম্পত্তি এখন ০.৫৮ঃ। ব্যাঙ্কের ক্যাপিটাল অ্যাডিকোয়েসি রেশিয়ো (সিএআর) তথা মূলধনের পর্যাপ্ততার অনুপাত ব্যাঙ্কের স্থায়িত্বকে দর্শায়। মুনাফাসহ বন্ধন ব্যাঙ্কের সিএআর ২৭.৪ঃ, যা কিনা গ্রহণযোগ্য অনুপাতের তুলনায় অনেক বেশি।

খাদ্য সামগ্রী বন্টন

আটের পাতার পর

আর্থিক অসুবিধা ছাড়া কোভিড-১৯ এর আর কোন প্রভাবই পড়েনি।তারা প্রত্যেকে নিজের বাড়ির মধ্যে থেকে তাদের যে কাজ তা করে গেছেন।কেউ কেউ যারা কোমর তাত করতেন তারা কোমর তাত করেছেন বা যারা জলাশয়ে মাছ চাষ করতেন তারা মাছ চাষ করেছেন।যারা জঙ্গলে গিয়ে কাঠ বা অন্যান্য সামগ্রী সংগ্রহ করতেন তারা তা করেছেন। সবটাই করা হয়েছে সুন্দরভাবে সোশ্যাল ডিস্টান্স মেনে।অন্যান্য সময় হয়তো বা তারা একসাথে সব কাজ করতে পছন্দ করতো।

একসাথে জীবনযাপনে অভ্যস্ত ছিলো। কিন্তু করোনা ভাইরাস বা লক ডাউনের ফলশ্রুতিতে তারাও অভ্যস্ত হয়ে যায় যাতে করে এই সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং বা সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে এই কটা দিন কাটানোর। কিন্তু আর্থিক রোজগার কমে যাওয়ার ফলে তাদের রেশনে টান পড়ে।সরকার থেকে ওরা পাঁচ কেজি করে যেসব রেশন পাওয়ার কথা তা তারা অবশ্যই পেয়েছে কিন্তু হয়তো বা আর একটু রেশনের দরকার ছিলো।সেইজন্য শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স তাদের আজকের প্রয়াসে সেই রেশন এবং বেসিক হাইজিনের জিনিষপত্রগুলি তাদের হাতে তুলে দেয়।

তারা বলতে আমাদের স্বর্ণগ্রামের যে ৭০টি পরিবার রয়েছে তাদের হাতে সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়।সেখানে ছিলো ১০কেজি চাল, ৩ কিলো ডাল, তিন কিলো আলু,২ কিলো পেঁয়াজ,নুন,সরিষার তেল,১ কিলো সয়াবিন,ডিম,স্যানিটাইজার, সাবান এবং মাস্ক। এতোটা করেই দেওয়া হয়েছে যাতে আগামী ১০/১৫ দিন একটু সুবিধে মতো থাকতে পারে এবং প্রয়োজনে তার মধ্যেও যদি লক ডাউন না উঠে তখন সংস্থা আবারও আপনাদের সবাইকে নিয়ে তাদের পাশে দাঁড়াবে।স্বর্ণগ্রাম শুধু একটি স্বপ্ন নয়,এমন একটি স্বপ্ন যা আমরা প্রতিদিন বাস্তবায়িত হতে দেখছি।আর স্বর্ণগ্রামের প্রত্যেকজন প্রত্যেকটি পরিবার আপনাদের প্রত্যেকের কাছে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানায় কারণ আপনারা তাদের সুখে এবং অসুবিধেতে সবসময় পাশে থাকেন। আর আপনারা পাশে থাকলে তারা সমস্ত অসুবিধে দূর করে নতুন সূর্য উঠার অপেক্ষায় থাকবে।

আবারও সুন্দর দিন আসবে।আবারও আমরা একসাথে স্বর্ণগ্রামে উৎসব করবো।আর সেই কারণে আপনাদের প্রত্যেকের কাছে আমাদের এই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। আমরা সবাই মিলে ভালো থাকবো, সবাই মিলে সুস্থ থাকবো।আর এই মুহূর্তে যে যে বিষয়গুলো সরকার বলছেন যে বেসিক হাইজিন, স্যানিটাইজেশন এবং সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার কথা সেগুলো আমরা বজায় রাখবো এবং মেনে চলব। আবারও বলছি সুস্থ থাকুন। ধন্যবাদ।

বিশালগড়ে অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৪ মে।। বিশালগড় বাজার সংলগ্ন বাইদ্যাদীঘি এলাকায় একটি দোকানের সামনে থেকে এক অপরিচিত ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার করলো অগ্নিনির্বাপক কর্মীরা মৃত ব্যক্তির বয়স আনুমানিক ৫৫। তারই নাম ধাম কিছুই জানতে পারেনি অগ্নিনির্বাপক দপ্তর কর্মীরা এমনকি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ অগ্নিনির্বাপক কর্মীরা মৃতদেহটি প্রথমে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায় সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক অনুশোয়া দত্ত চৌধুরী জানান অনেকক্ষন আগেই মারা গেছে।পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে তার পরিচয় জানতে চেষ্টা করছে।

ভোটে হারবে তাই ঘুরপথে ক্ষমতা ধরে রাখছে, রাজ্যকে তোপ দিলীপের

কলকাতা, ১৪ মে (হি স): করোনা আবহে ঘুম উড়েছে শহরবাসীর। করোনা সংক্রমণে রাতের দৃশ্য চলছে তৃতীয় দফার লকডাউন। এরই মাঝে কেন্দ্র-রাজ্য তরজা তুঙ্গে। "ভোটে হারবে তাই ঘুরপথে ক্ষমতা ধরে রাখছে" বৃহস্পতিবার সাংবাদিক সম্মেলন করে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ রাজ্য বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষের।

খেলা

এমবাপ্পের সামনে নেইমাররা সবাই বাচ্চা

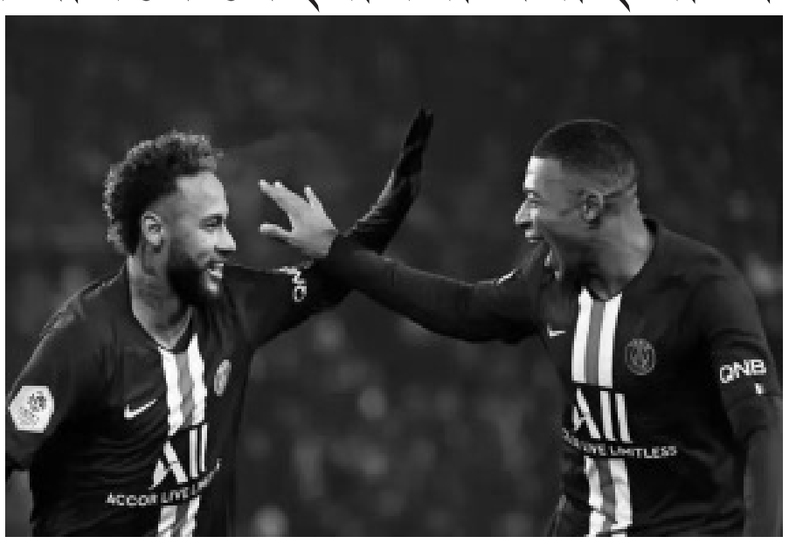

মাঝমাঠ থেকে ৭০ গজি এক ভেঁ দৌড়ে তিন-চারজনকে ছিটকে ফেলে বক্সে ঢুকে পড়লেন তিনি। তাঁকে আটকাতে না পেরে শেষমশ পেছন থেকে ট্যাকল করে বসলেন মার্কোস রোহো। পেনাল্টি!

২০১৮ বিশ্বকাপের শেষ ষোলোতে আর্জেন্টিনার বিপক্ষে কিলিয়ান এমবাপ্পের সেই দৌড় কে ভুলতে পারে! যেন এক দৌড়ে বিশ্বমঞ্চে নিজের আগমণধ্বনী শুনিয়েছিলেন সে দিনের অষ্টাদশী ফরাসি স্ট্রাইকার। সে কী গতি তাঁর!

তা তাঁর গতি আসলে কেমন? পিএসজিতে ফরাসি স্ট্রাইকারের সতীর্থ স্প্যানিশ মিডফিল্ডার অ্যান্ডার হেরেরা বলছেন, অনুশীলনে এমবাপ্পেকে দেখে মনে হয়, তিনি উসাইন বোল্ট, আর তাঁর তুলনায় বাকিরা ১২ বছরের বাচ্চা! এমবাপ্পের পাশাপাশি পিএসজির আরেক মহাতারকা নেইমার ক্লাবে কতটা খুশি তা-ও শোনা গেল হেরেরার কণ্ঠে।

''মাঝে মাঝে অনুশীলনে ওকে দেখে মনে হয় ও বাচ্চাদের সঙ্গে অনুশীলন করছে। যেভাবে দৌড়ায় ও, যেভাবে ডিফেন্ডারদের ফাঁক গলে বেরিয়ে যায়, খুব সহজেই যে কাউকে পেছনে ফেলতে পারে ও। দেখে মনে হয় আমরা ১২ বছরের বাচ্চা আর ও উসাইন বোল্ট'' — ইএসপিএনে বলছিলেন হেরেরা। এ তো গেল গতি, এমবাপ্পের ফিনিশিংও তো মুগ্ধতা জাগানিয়া। যেন ঠান্ডা মস্তিষ্কের কোনো শিকারি! হেরেরাও মুগ্ধ, ''গোলকিপারের সামনে যখন চলে যায় ও, হঠাৎ থেমে ঠান্ডা মাথায় গোল করার দারুণ দক্ষতা আছে ওর। গতির সঙ্গে শারীরিক শক্তির দারুণ সমন্বয় করতে জানে ও, গোলের সামনে মাথা ঠান্ডা রাখতে পারে।''

এরই মধ্যে বিশ্বকাপ জেতা হয়ে গেছে। সময়ের সেরাদের সারিতে নাম লেখানোও সারা। মেসি-রোনালদোর উত্তরসূরির মুকুটটাও এমবাপ্পের মাথায়ই দেখেন সবাই। হেরেরাও করলেন ভবিষ্যদ্বাণী, ''২০২৫ সালের মধ্যেই ও ব্যালন ডি'অর জিততে পারে।''

বর্ষসেরা ফুটবলারের মুকুটটা জেতার স্বপ্ন নিয়ে তো ২০১৭ সালের আগস্টে দলবদলের বিশ্বরেকর্ড গড়ে পিএসজিতে এসেছিলেন নেইমারও। কিন্তু চোট ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ডের সেই স্বপ্নে বাধা হয়ে এসেছে বারবার। পিএসজি ছেড়ে তাঁর বার্সায় ফেরার গুঞ্জনও বাজার পায়। গুঞ্জন শোনা যায় ক্লাবের বোর্ডের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের অবনতির।

কিন্তু হেরেরা বলছেন, সংবাদমাধ্যম ভুল লেখে। স্প্যানিশ মিডফিল্ডারের কথা, ''সংবাদমাধ্যম ওকে নিয়ে যেভাবে বলে সেটা অনেক সময়ই ইতিবাচক নয়। ওরা যেন সব সময় ওকে মেরে ফেলার উপায় খোঁজে।''

তাহলে নেইমার আসলে কেমন? হেরেরার উচ্চকিত প্রশংসা, ''কিন্তু এমন একজনকে দেখি যে প্রতিদিনই খুশি, দলকে আরও শক্তিশালী করতে চায়। ওর বাড়িতে ডিনারের আয়োজন করে যাতে আমরা দল হিসেবে এক হয়ে থাকি। আমাদের যত বেশি সম্ভব শিরোপা জেতাতে চায়। ও-ই আমাকে বলেছে ও এই ক্লাবে অন্য যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি খুশি। অথচ পত্রিকায় যখন পড়ি, মনে হয় অন্য কোনো খেলোয়াড়কে নিয়ে পড়ছি!''

নিয়মের ডান্ডাবেড়ি পরে ফিরছে জার্মান ফুটবল

দুই মাসেরও বেশি সময় ফুটবল না দেখতে পাওয়া তৃষিত চোখের অপেক্ষা বুঝি ফুরোল। আর এক দিনের অপেক্ষা, কাল মাঠে ফিরছে জার্মান বুন্দেসলিগা। তবে ফিরছে অনেক নিয়মের কড়াকড়ি নিয়ে।জার্মান ফুটবল লিগ (ডিএফএল) বুন্দেসলিগা ফেরানোর পরিকল্পনায় কী কী নির্দেশনা আছে খেলোয়াড়-রেফারি-কোচসহ সংশ্লিষ্ট সবার জন্য, সেটি নিয়ে ৫১ পৃষ্ঠার একটা নির্দেশিকা দিয়েছে। টিম হোটেলে থাকা থেকে শুরু করে বাসে কীভাবে আসবেন, খেলার সময় বদলি খেলোয়াড়েরা কী করবেন, গোল হলে কী করা যাবে, কী করা যাবে না...সবই স্পষ্ট করে লেখা সেখানে।

কী কী নিয়ম থাকছে? প্রথমত, টেস্টিং। ডিএফএলের পরিকল্পনার মূল অংশে থাকছে খেলোয়াড়-কোচসহ ক্লাবের অন্যদের পাইকারি করোনা টেস্ট। অন্তত সপ্তাহে দুবার টেস্ট করা হবে, আর খেলার আগের দিন টেস্ট আবশ্যক। কারও টেস্টের ফল পজিটিভ এলেই তাঁকে বাকিদের চেয়ে আলাদা করে রাখা হবে। তবে একজনের পজিটিভ এলে পুরো দলকে কোয়ারেন্টিনে রাখা হবে কি না, সে সিদ্ধান্ত ক্লাবটি যে অঞ্চলের সেই রাজ্য প্রশাসনের।

দর্শকশূন্য স্টেডিয়ামে খেলোয়াড়, কোচ, রেফারি, ম্যাচ কর্মকর্তা, সংবাদকর্মী, ফটোগ্রাফার, নিরাপত্তাকর্মীসব মিলিয়ে মাত্র ৩০০ জন থাকবেন। শূন্য গ্যালারিতে ছড়িয়ে---ছিটিয়ে থাকবেন সাংবাদিক ও টিভির ক্যামেরার দায়িত্বে থাকা লোকজন। স্টেডিয়ামের বাইরে নিরাপত্তাকর্মীরা থাকবেন, যাতে দর্শক স্টেডিয়ামের বাইরে ভিড় করতে না পারেন।

এ তো গেল ম্যাচের সময়ে, ম্যাচের আগে-পরেও তো অনেক নিয়ম মানার আছে! দলগুলো কয়েকটি বাসে ভাগ হয়ে আসবে। বাসে প্রত্যেকের মধ্যে অন্তত দেড় মিটার দূরত্ব মেনে বসতে হবে, মুখে থাকবে মাস্ক। ড্রেসিংরুমেও সামাজিক দূরত্ব মেনে বসতে হবে। ম্যাচের আগে হাত মেলানো, টিম ফটোসেশনের রীতি এখন ভুলে যেতে হবে।

আর খেলা শুরু হওয়ার পর? মাঠে থাকা খেলোয়াড় আর রেফারিদের মাস্ক পরার দরকার নেই। তবে মাঠের বাইরে আর সাইডবেঞ্চে যাঁরা থাকবেন, সবার মাস্ক থাকতেই হবে। ম্যাচ বলগুলোকে কিছুক্ষণ পরপর জীবাণুমুক্ত করা হবে। ফুটবলে শারীরিক সংযোগ হবেই খেলাটাই এমন, কিন্তু খেলোয়াড়দের বলে দেওয়া আছে, এর বাইরে শারীরিক সংযোগ যতটা সম্ভব এড়িয়ে চলতে। আর গোল হলে আগের মতো জড়াজড়ি-আলিঙ্গনের তো প্রশ্নই আসে না। নির্দেশিকায় লেখা, গোল উদ্‌যাপনে ''কনুই বা পায়ে-পায়ে ঠোকাঠুকিতে সীমাবদ্ধ রাখলেই ভালো।''

কিন্তু মাঠে তো সরাসরি সম্প্রচারের দায়িত্বে থাকা ক্যামেরাম্যান থাকবেন, সাংবাদিকেরাও থাকবেন। তাঁদের জন্যও নির্দেশনা আছে। সাক্ষাৎকারের সময় প্রশ্নকর্তা ও ফুটবলারের মধ্যে প্লাস্টিক স্ক্রিন দাঁড় করাতে বলা হচ্ছে। প্রতি ম্যাচে সাংবাদিক থাকবেন সব মিলিয়ে দশজন। কোনো সংবাদ সম্মেলন হবে না। ম্যাচের পরে যে ''মিক্সড জোনে'' খেলোয়াড়দের সঙ্গে কথা বলতে পারতেন সাংবাদিকেরা, সেটি এখন বন্ধ থাকবে।

আর অতিথি দলের জন্য নির্দেশনা, পারলে আগে থেকে পুরো হোটেল বা সম্ভব না হলে হোটেলের একটি ফ্লোর ভাড়া করে রাখতে। খেলোয়াড়েরা আসার আগেই হোটেলকে জীবাণুমুক্ত করা হবে। খেলোয়াড়েরা হোটেলে ঘোরাঘুরি করতে পারবেন না, এমনকি খাবার সময়ও সতীর্থদের মধ্যে দূরত্ব মেনে চলতে হবে।আর ম্যাচের দিনগুলোর আগে-পরে? খেলোয়াড়েরা বা তাঁদের পরিবারের কেউ বাড়ির বাইরে যেতে পারবেন না, কেউ তাঁদের বাড়িতে আসতে পারবেন না। বেশ কড়াকড়িই বটে! বলতে পারেন আগামীকাল থেকে মাঠে ফিরছে প্রাণহীন বুন্দেসলিগা!

শোয়েব আখতারকে হাস্যকর বানিয়ে দিচ্ছে পরিসংখ্যানও

আইসিসিই বিপদে ফেলল শোয়েব আখতারকে। অতীত ও বর্তমান ক্রিকেটারদের মিলিয়ে মোট ২০জনের প্রতিদ্বন্দ্বী জোড়া বেছে টুইটটা না করলে শোয়েব আখতার অমন দম্ভ দেখাতেন না। আর পরিসংখ্যানের খোঁজও মিলত না। ''গতি দিয়ে সব উড়িয়ে দেব'' বলা শোয়েবকে ভুল প্রমাণ করতে হাজির হচ্ছেন সবাই। আইসিসির টুইট রি-টুইট করে শোয়েব দম্ভোক্তি প্রকাশ করেন, ''এমনকি এখনো, তিনটি শক্ত বাউন্সার দিয়ে চতুর্থ বলে স্টিভেন স্মিথকে আউট করতে পারব।'' ৪৪ বছর বয়সে শোয়েবের এমন কথায় হাসির রোল পড়ে গিয়েছিল। বিশেষ করে ক্যারিয়ারের শেষ দিকে গতি আর সুইং হারিয়ে দল থেকে ছিটকে পড়া এক পেসার এখন স্মিথকে আউট করবেন, এটা মানতে পারছিলেন না কেউ। এ টুইট দেখে আইসিসিও হাসি চাপাতে পাড়েনি।

শোয়েব আবার এতে রাগ করেছেন, নিজের সেরা সময়ের কিছু ভিডিও দিয়ে দেখিয়েছেন ক্ষমতা। আগের টুইটেই বলেছিলেন এই সময়েই পারবেন স্মিথকে আউট করতে। আইসিসির খোঁচায় নিজের সেরা মুহূর্ত খুঁজে দেখাতে হয়েছে সাকল্যে ১৭৮ টেস্ট উইকেট পাওয়া শোয়েবকে। কিন্তু পরিসংখ্যান যে শোয়েবকে তাতেও রক্ষা পেতে দিচ্ছে না। বলে দিচ্ছে, সেরা সময়ের শোয়েবেরও বেগ পেতে হতো স্মিথকে আউট করতে।

গতি আর বাউন্সারে স্মিথকে তিন বলে কাপিয়ে চতুর্থ বলে আউট করবেন বলেছিলেন শোয়েব। পরিসংখ্যান বলছে, ঘটে বুদ্ধি না থাকলে ওসবে কাজ হবে না। কারণ, শুধু গতি বাউন্সার দিয়ে স্মিথকে কাবু করা যায় না। বিশ্বাস না হলে জফরা আর্চারকে জিজ্ঞেস করলেই হয়। গত অ্যাশেজে,মাথায় বল লাগিয়ে মাঠ থেকে বের করে দিয়েছিলেন স্মিথকে। গতি আর বাউন্সারে অস্ট্রেলিয়ার সব ব্যাটসম্যানকে নাকানি চুবানি খাইয়েছেন। কিন্তু স্মিথকে পুরো সিরিজে একবারও আউট করা হয়নি তাঁর।

আর্চার একমাত্র উদাহরণ নন। সদ্যুরোর্ধ টেস্ট খেলেও স্মিথের গড় এখন ৬৩। কমপক্ষে ২০ ম্যাচ খেলা ব্যাটসম্যানদের মধ্যে তাঁর ওপরে আছেন শুধু একজন। অনতিক্রম্য ডোনাল্ড ব্র্যাডম্যান। অস্ট্রেলিয়ার মতো দেশে বেড়ে ওঠা বলে স্পিনারদের বিপক্ষে স্মিথের গড়টা একটু কম, ৪৮ এর মতো। এর মানে পেস বোলারদের বিপক্ষে তাঁর গড়টা ৬৩ এর অনেক বেশি।

শোয়েব আখতার দাবি করতে পারেন, তিনি তো গড় পড়তা পেসার নন। তাঁর গতি ঘন্টায় ১৪০ কিমির ওপর ছিল ক্যারিয়ারের বেশিরভাগ সময়ে। সে ক্ষেত্রে শোয়েবের জন্য দুঃসংবাদ, বলের গতি যত বাড়ে, স্মিথ তত স্বচ্ছন্দ। ক্যারিয়ারে এখ পর্যন্ত ২৩৭টি বল খেলেছেন স্মিথ যার গতি ১৪০ কিলোমিটারের বেশি ছিল এবং তা স্টাম্প থেকে ৯ মিটার দূরে পিচ করেছিল। সহজ কথায় গতিময় বাউন্সার ছিল। এই ২৩৭ বলে ওয়ানডে গতিতে ১৯১ রান করেছেন স্মিথ। আউট হয়েছেন একবার।অর্থাৎ শোয়েবের হুমকি দেওয়া চার বলের ওই সমীকরণে স্মিথ আউট তো হতেনই না, বরং ওয়ানডে ধাঁচে মার লাগাতেন শোয়েবকে। ২০০৬ সালের পর গতিময় বাউন্সারে স্মিথের মতো স্বচ্ছন্দ নন কেউ।এটা ঠিক বলের গতি ১৪০কিলোমিটার অতিক্রম করলেই স্বাভাবিক ব্যাটসম্যান বিপাকে পড়েন। এ কারণেই তো পরিসংখ্যান বলছে, ১৪০ কিলোমিটার গতির ওপরের বলে ব্যাটসম্যানদের গড় ২৮- এ নেমে আসে। কিন্তু স্মিথ অনন্য এ কারণে গতিময় বলে তাঁর গড়টা ১৯১-তে। শোয়েব চাইলে আবার নতুন যুক্তি টানতে পারেন। ক্যারিয়ারে খুব অল্প সময়ের জন্য হলেও নিয়মিত ১৫০ কিলোমিটার গতির ওপরে বল করেছেন।আইসিসির টুইট তো ছিলই ক্যারিয়ারে মধ্যগগনের ফর্ম বিবেচনা করে। ১৪০ কিলোমিটার আর ১৫০ কিলোমিটার গতির মাঝে যে তফাৎ আছে, সেটা সবাই জানেন। প্রায় প্রতিটি টেস্ট দলেই ১৪০ কিলোমিটার গতি তোলা বোলার আছেন। কিন্তু ১৫০- বল করতে পারেন আন্তর্জাতিক ক্রিকেটেই হাতে গোনা কয়েকজন। তো সেরা ফর্মের শোয়েব যদি টানা কিছু ১৫০ কিলোমিটার গতির বল করেন, তখন?

পরিসংখ্যান এ ক্ষেত্রেও দুঃসংবাদ জানাচ্ছে। ১৪০ থেকে ১৪৫ কিলোমিটার গতিতে ব্যাটসম্যানদের গড় ২৭.৬৪, আর সেটা ১৪৫ থেকে ১৫০ কিলোমিটার হলে একটু বেড়ে হচ্ছে ২৭.৬৫। গতি ১৫০ কিলোমিটার পার হলেই ব্যাটসম্যানদের গড় অনেকটা বেড়ে ২৮.৩৭ হচ্ছে। এই গড় সাধারণ ব্যাটসম্যান ও টেলএন্ডারদের হিসেবে এনে। যেখানে গতিতে ভয় পাওয়া ব্যাটসুম্যানদের গড়ই ১৫০ পেরোলে বেড়ে যায়, সেখানে ব্র্যাডম্যানের সর্বকালের সেরা রেটিং ছোঁয়ার কাছাকাছি চলে যাওয়া স্মিথের গড় যে আরও বাড়ে, সেটা প্রায় নিশ্চিত।আর শুধু গতিতে যে কাজ হয় না, সেটা দেখিয়ে দিচ্ছে আরেকটি তথ্য। ২০০৬ সালের পর থেকে ঘন্টায় ১৫০ কিলোমিটার গতির ওপরে অন্তত ৫০ বল খেলেও আউট হননি চার ব্যাটসম্যান। এদের তিনজনের নাম চমক জাগায় না। ধীরস্থির ব্যাটসম্যান হিসেবে হাশিম আমলা, মিসবাহ-উল-হক ও উসমান খাজার খ্যাতি বেশ। অন্য নামটি চমকে দিতেই পারে, ঋষভ পন্ত!

তাহলে রেফারির ভুলেই চ্যাম্পিয়নস লিগ জিতেছিল রিয়াল?

দৃশ্যটা এখনো অনেকের চোখে ভাসে। বিশেষ করে অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদের ভক্ত কিংবা রিয়াল মাদ্রিদের প্রতিদ্বন্দ্বী দলের সমর্থক হলে তো কথাই নেই। মিলানের সেই ফাইনালের প্রসঙ্গ উঠলেই তাদের অনেকে সন্দেহটা প্রকাশ করেন, প্রথম গোলটি কি আইনসঙ্গত ছিল? মানে সার্জিও রামোসের গোলটি অফসাইড ছিল কি না?ঘড়ির কাঁটার হিসেবে চ্যাম্পিয়নস লিগের সেই ফাইনালের পর চার বছর পেরিয়ে গেছে। এত দিন পর সে ম্যাচের প্রসঙ্গ ওঠার কারণ রেফারি মার্ক ক্ল্যাটেনবার্গ। এ ইংলিশ সেদিন ছিলেন ফাইনালের রেফারি। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যমের কাছে সেদিন ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ এক সিদ্ধান্তে নিজের ভুল স্বীকার করেছেন ক্ল্যাটেনবার্গ। রামোসের গোলটি অফসাইড ছিল।সে ক্ষেত্রে অফসাইডের জন্য রামোসের গোলটি রেফারি বাতিল করলে হয়তো ম্যাচের ফলই ঘুরে যেত! ১৫মিনিটে রিয়াল ডিফেন্ডারের গোলে এগিয়ে ছিল রিয়াল। ৭৯ মিনিটে ইয়ানিক কারাসকোর গোলে সমতায় ফেরে অ্যাটলেটিকো। পরে টাইব্রেকারে চ্যাম্পিয়নস লিগে নিজেদের ১১তম শিরোপাটি জেতে রিয়াল। রামোসের গোলটি স্কোরশিট থেকে মুছে ফেললে কে জানে, হয়তো প্রথম চ্যাম্পিয়নস লিগের স্বাদ পেত অ্যাটলেটিকোই!সংবাদমাধ্যমকে ক্ল্যাটেনবার্গ বলেন, ''ফাইনালে রিয়াল প্রথমার্ধে ১-০ গোলে এগিয়ে ছিল। কিন্তু গোলটা নূনতম ব্যবধানে অফসাইড ছিল। বিরতির সময় আমরা এটা ধরতে পারি। সিদ্ধান্ত নেওয়াটা কঠিন ছিল, আমার সহকারি পারেনি।''সেই ফাইনালের রেফারি মার্ক ক্ল্যাটেনবার্গ। ছবি: টুইটার

তবে ক্ল্যাটেনবার্গ কিন্তু অ্যাটলেটিকোকে পুষিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। ৪৬ মিনিটে অ্যাটলেটিকো স্ট্রাইকার ফার্নান্দো তোরেসকে ফাউল করেন রিয়াল ডিফেন্ডার পেপে। পর্তুগিজ ডিফেন্ডার নিজের অপরাধ ঢাকতে আগেভাগে রেফারির ওপর চাপ সৃষ্টি করতে বলেন, ''এটা কোনো অবস্থাতেই পেনাল্টি নয়, মার্ক।'' ক্ল্যাটেনবার্গের জবাব, ''সে হিসেবে তোমাদের প্রথম গোলও স্কোরবোর্ডে ওঠা উচিত হয়নি।'' পেপে নাকি এরপর আর কোনো কথা বলেননি, জানান ক্ল্যাটেনবার্গ।অ্যাটলেটিকো সে পেনাল্টির সদ্ব্যবহার করতে পারেনি। ক্রসবারের ওপর দিয়ে মেরে বসেন সে সময়ে অ্যাটলেটিকো ''নাম্বার সেভেন'' আঁতোয়ান গ্রিজমান।

থুতুকে না, দর্শককে হ্যাঁ

করোনাভাইরাস সংক্রমণের মাঝেই ফ্র্যাঞ্চাইজি ভিত্তিক ক্রিকেট টুর্নামেন্ট শুরু হতে যাচ্ছে ক্যারিবীয় অঞ্চলে। ভিন্সি প্রিমিয়ার লিগ নামের এই টি-টেন টুর্নামেন্ট শুরু হচ্ছে ২২ মে

প্রাণহীন ক্রীড়াঙ্গন ধীরে ধীরে জেগে উঠছে। ইউরোপের বিভিন্ন ক্লাব প্রতিযগিতা জুনে শুরু হতে যাচ্ছে। বুন্দেসলিগা তো এই সপ্তাহেই শুরু হবে। ক্রিকেটও খুব একটা পিছিয়ে থাকছে না। করোনাভাইরাস সংক্রমণের মাঝেই ফ্র্যাঞ্চাইজি ভিত্তিক ক্রিকেট টুর্নামেন্ট শুরু হতে যাচ্ছে ক্যারিবীয় অঞ্চলে। ভিন্সি প্রিমিয়ার লিগ নামের এই টি-টেন টুর্নামেন্ট শুরু হচ্ছে ২২ মে।

বিশ্বজুড়ে করোনাভাইরাস সংক্রমনে সব ধরণের ক্রীড়া প্রতিযগিতা থেমে গেছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসায় এবং অর্থনীতিকে চাঙা করতে ফুটবল লিগ চালু করতে যাচ্ছে জার্মানি, স্পেন, যুক্তরাজ্য ও ইতালি। ভিপিএল অবশ্য এত ঝামেলার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে না। ক্যারিবীয় অঞ্চলে করোনা সংক্রমণের প্রকোপ খুব বেশি নয়। সেন্ট ভিন্সেন্ট অ্যান্ড গ্র্যানাডিনসে এখন পর্যন্ত ১৭জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। এদের মধ্যে ১২জনই সেরে উঠেছেন। এ কারণেই ১০ দিন ব্যাপী এই টুর্নামেন্টে দর্শক ঢোকার ব্যাপারে কোনো নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হচ্ছে না।

সেন্ট ভিনসেন্টের আগেই ক্রিকেট ফিরেছে ভানুয়াতুতে। পূর্ণ সদস্য দেশগুলোর মধ্যে ক্যারিবীয়রাই প্রথম যারা ক্রিকেট টুর্নামেন্ট আয়োজন করল। শুধু আয়োজনেই ক্ষান্ত হচ্ছে না, স্টেডিয়ামে দর্শক আসার আহবানও জানাচ্ছে। তবে আইসিসির নতুন এক নিয়ম মেনে খেলা শুরু করছে তারা, আর সেটা হলো বলে থুতু মাখানো যাবে না।

৬ দলের এই টুর্নামেন্টে ৩০টি ম্যাচ হবে। অর্থাৎ দিনে তিনটি করে ম্যাচ হবে। গত ১১ মে এক ড্রাফটের মাধ্যমে প্রতিটি দল ১২ জন করে খেলোয়াড় বেছে নিয়েছে। প্রতি দলে একজন করে ''মার্কি'' খেলোয়াড় নেওয়া হয়েছে। ওয়েস্ট ইন্ডিজের পেসার কেসরিক উইলিয়ামস, ওপেনার সুনীল আমব্রিস ও বাঁহাতি পেসার ওবেড ম্যাককয় আছেন তাঁদের মাঝে।সেন্ট ভিনসেন্টে স্থানীয় সরকার লোক সমাগমে কোনো নিষেধাজ্ঞা না দেওয়ায় টুর্নামেন্ট আয়োজনে কোনো বাধা দেখছেন না সেন্ট ভিনসেন্ট ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন সভাপতি কিশোর শ্যালো। এখন শুধু ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট বোর্ডের অনুমতি পেলেই তারা সফল এক টুর্নামেন্ট আয়োজন করতে পারবেন। তবে দর্শককে সামাজিক দূরত্ব বুজায় রাখার পরামর্শও দিয়ে রেখেছেন শালো। সঙ্গে এটাও বলেছেন, খুব বেশি দর্শক আশা করছেন না তিনি।এত কষ্ট করে টুর্নামেন্ট আয়োজন করেও দর্শক না পাওয়ার আশা কেন? কারণ, এ টুর্নামেন্ট আয়োজন করা হচ্ছে ভারত ভিত্তিক স্পোর্টস টেকনোলজি প্রতিষ্ঠান ড্রিম ইলেভেনের সৌজন্যে। ভারতের দর্শক পেতে স্থানীয় সময় সকাল ৮টা ৩০ মিনিটে খেলা শুরু হয়ে শেষ হবে দুপুর ২টায়। আয়েশী ক্যারিবীয় দর্শকদের মাঠে দেখার আশা তাই খুব একটা করছেন না আয়োজকেরা।

No /F 40/SP/MT/DLI/ABS/20 Dated 11/05/2020

Addendum

The Notice Inviting Tender bearing No.159-60/ F.40/SP/MT/DLI/ABS/20 dated 20.03.2020 regarding purchase of automobile spare parts, fabrication items, job works etc. of the MT Fleet,Jawaharnagar, Dhalai District,Tripura for the financial year 2020-2021 is temporarily suspended due to unavoidable and unprecedented circumstances arisen out of the COVID-19 in the district. Hence, any correspondence/subject in this regard shall be intimated/notified later.

Superintendent of Police
ICA/C-228/2020-21 Dhalai District,Tripura

CORRIGENDUM

Name of work:- Providing, Installation and commissioning of 01(one) no Electrical Traction Type 20 nos. passenger capacity, (Near Labour room) G+2 lift after dismantling of existing 01(One) no lift (UT Make) at Old 1GM Hospital Building, Agartala (2nd Call) The last date & time for document downloading and bidding is hereby further extended up to 10th June, 2020 at 15.00 hrs instead of 20th May'2020 at 15.00 hrs. against this office PNIe-T No 25/EE/PNIe-T/MECH-DIVN/AGT/2019-2020 Dated: 21-03-2020 and circulated under this office memo no F.EEM/T5/7(10)/2017-18/16685-746 dated 21-03-2020 due to unavoidable circumstances. The last date & time of opening of bid is also further extended up to 10th June, 2020 at 15.30 hrs instead of 20th May'2020 at 15.30 his due to unavoidable circumstances. The other contents of above PNIe-T will remain unchanged.
For more details kindly visit: https://tripuratenders.gov.in
(For & on behalf of the Governor of Tripura)

Executive Enginee
ICA/C-227/2020-21 Mechanical Division
Agartala, Tripura

জাগরণ 15 May, 2020, Friday আগরতলা ১৫ মে, ২০২০ ইং, ■১ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার
■Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2020

শ্যাম সুন্দরের উদ্যোগে ৩০৩ পরিবারকে খাদ্য সামগ্রী বন্টন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ মে।। স্বর্ণগ্রাম হলো শ্যাম সুন্দর কোম্পানির দায়বদ্ধতার আর একটি নাম।স্বর্ণগ্রাম সোনা দিয়ে মোড়া কোন গ্রাম নয়।শিক্ষায়,স্বাস্থ্যে এবং স্বরোজগারে উজ্জ্বল হওয়ার ব্রতী নেওয়া একটি গ্রাম যেখানে আমাদের রিয়াং ভাই ও বোনেরা থাকেন।এই মুহূর্তে তারা সংখ্যায় ৩০৩ জন। লক ডাউন এবং করোনা ভাইরাসের যে করালগ্রাস সারা দেশকে ঘিরে রেখেছে তার মধ্যে স্বর্ণগ্রামও কোন ব্যতিক্রম নয়।স্বর্ণগ্রামের উপরেও অন্ধকার নেমে এসেছে কারণ তারা যখন যে কাজগুলো করতো জঙ্গল থেকে কাঠ এনে রাস্তায় বিক্রি করা বা অন্যান্য কাজ করা এই কাজগুলো মোটামুটি সবই বন্ধ হয়ে গেছে তার ফলে তাদের রেশনে বা প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় একটু অসুবিধে অবশ্যই হয়েছে।

কিন্তু খুবই পরিকল্পিতভাবে স্বর্ণগ্রাম এই করোনা ভাইরাসের করালগ্রাস বা এই লক ডাউনকে সামলেছে।আমাদের স্বর্ণগ্রামের কচিকাঁচাদের জন্য রয়েছে স্বর্ণগ্রাম শিক্ষালয় যেখানে তিন থেকে বারো বছর বয়েসের ১০৭ জন শিক্ষার্থী থেকে পড়াশোনা করে। যখনই আমরা বুঝতে পারি যে দেশের মধ্যে করোনার প্রভাব আস্তে আস্তে বিস্তার লাভ করছে লক ডাউন হওয়ার প্রায় এক সপ্তাহ আগেই আমরা সমস্ত শিক্ষার্থীদের তাদের বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।যাতে করে তারা তাদের পরিবারের সঙ্গে সুস্থভাবে থাকতে পারে।ঠিক তেমনি গ্রামের সবাইকে এই করোনা ভাইরাস বা লক ডাউন চলাকালীন কিভাবে থাকতে হবে সেটাও বোঝানো হয় এবং যার ফলশ্রুতিতে একজনও কোভিড-১৯ এই ভয়াবহ রোগটিতে আক্রান্ত হয়নি। স্বর্ণগ্রামে

ছয়ের পাতায় দেখুন

বিশ্বে করোনা-আক্রান্ত ৪.৩ মিলিয়নের বেশি, মৃত্যু বেড়ে ২,৯৬,৬০০

ওয়াশিংটন, ১৪ মে (হি.স.): করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়ে বিশ্বজুড়ে মৃত্যু-মিছিল চলছেই, আক্রান্ত রোগীর সংখ্যাও বাড়ছে। করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে বৃহস্পতিবার সমগ্র বিশ্বে মৃতের সংখ্যা ২ লক্ষ ৯৬ হাজার ৬০০-তে পৌঁছেছে। সংক্রমিত হয়েছেন ৪.৩ মিলিয়নের বেশি মানুষ। ১৪ মে সকাল পর্যন্ত, জোন্স হপকিন্স ইউনিভার্সিটির দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, গোটা বিশ্বে কোভিড-১৯-এ আক্রান্তের সংখ্যা ৪.৩ মিলিয়নের বেশি। মৃতের সংখ্যা অন্ততপক্ষে ২, ৯৬,৬০০।

জোন্স হপকিন্স ইউনিভার্সিটির দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, আমেরিকায় আক্রান্তের সংখ্যা ১.৩৮ মিলিয়নের বেশি, রাশিয়ায় সংক্রমিত ২৪২,২০০, স্পেনে আক্রান্তের সংখ্যা ২২৮,৬০০, ইতালিতে সংক্রমিত ২২২,১০০ এবং ব্রিটেনে আক্রান্ত ২৩০,৯০০।

২৪ ঘন্টায় মৃত্যু ১,৮১৩ জনের আমেরিকায় করোনা-সংক্রমিত ১৪ লক্ষ ছুঁইছুঁই

ওয়াশিংটন, ১৪ মে (হি.স.): আমেরিকায় করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু-মিছিল থামছেই না। মার্কিন মুলুকে বিগত ২৪ ঘন্টায় করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে প্রাণ হারালেন ১,৮১৩ জন। নতুন করে ১,৮১৩ জনের মৃত্যুর পর আমেরিকায় করোনায় মৃতের সংখ্যা ৮৪, ০৫৯-তে পৌঁছেছে।

বৃহস্পতিবার জোন্স হপকিন্স ইউনিভার্সিটির ট্যালি অনুযায়ী, বিগত ২৪ ঘন্টায় (স্থানীয় সময় অনুযায়ী বুধবার রাত ৮.৩০ মিনিট পর্যন্ত) আমেরিকায় কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ১,৮১৩ জন রোগীর মৃত্যু হয়েছে। ফলে আমেরিকায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮৪,০৫৯। মৃত্যুর পাশাপাশি আমেরিকায় লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যাও, এই মুহূর্তে আমেরিকায় করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ১,৩৮৯, ৯৩৫-এ গিয়ে ঠেকেছে।

মধ্যপ্রদেশে বাস-ট্রাকের সংঘর্ষে মৃত্যু ৮ জন শ্রমিকের, গুরুতর আহত ৫৪ জন

গুনা (মধ্যপ্রদেশ), ১৪ মে (হি.স.): মধ্যপ্রদেশের গুনা জেলায় বাস ও ট্রাকের সংঘর্ষে প্রাণ হারালেন ৮ জন পরিযায়ী শ্রমিক, ভয়াবহ দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন কমপক্ষে ৫৪ জন। বুধবার রাতে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে গুনা জেলার ক্যান্টনমেন্ট থানা এলাকায়। মৃত শ্রমিকরা উত্তর প্রদেশের বাসিন্দা, মহারাষ্ট্র থেকে ট্রাকে চেপে উত্তর প্রদেশে যাচ্ছিলেন তাঁরা।

পুলিশ সূত্রের খবর, বুধবার রাতে ক্যান্টনমেন্ট থানা এলাকায় একটি ট্রাক ও বাসের সংঘর্ষ হয়। জোরালো সংঘর্ষের জেরে ট্রাকটি ভেঙে দুমড়ে মুচড়ে যায়। দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৮ জন শ্রমিকের এবং কমপক্ষে ৫৪ জন গুরুতর আহত হয়েছেন। আহতদের উদ্ধার করে জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। গুনা-র এএসপি টি এস বাঘেল জানিয়েছেন, বাস-ট্রাকের সংঘর্ষে মৃত্যু হয়েছে ৮ জন শ্রমিকের। গুরুতর আহত হয়েছেন ৫৪ জন। আহতদের চিকিৎসা চলছে জেলা হাসপাতালে। তদন্ত শুরু হয়েছে।

গুয়াহাটিতে আরও সাতজন কোভিড-১৯ পজিটিভ রোগী, এঁরা সকলেই বহিঃরাজ্য থেকে আগত, আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ৮৬

গুয়াহাটি, ১৪ মে (হি.স.) : অসমে গোষ্ঠী সংক্রমণের পর্যায়ে এসে যাচ্ছে কোভিড-১৯ নোভেল করোনা ভাইরাস। গতকাল বুধবার কামরূপ মহানগর (গুয়াহাটি) জেলায় ১৫ জনের শরীরে কোভিড-১৯ পজিটিভ ধরা পড়েছিল। আজ আরও সাতজনকে সংক্রমিত বলে ঘোষণা করা হয়েছে। সাতজনের মধ্যে চারজন ক্যানসার এবং একজন হৃদ-রোগী। এছাড়া বাকি তিনজন সংশ্লিষ্ট রোগীর অ্যাটেনডেন্ট। দুঃসংবাদটি ট্যুইট করে জানিয়েছেন রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা। তিনি জানান, নতুন আক্রান্তরা সকলেই মুম্বাই থেকে ক্যানসার এবং হৃদরোগের চিকিৎসা করে মঙ্গলবার রাতে গুয়াহাটিতে এসেছিলেন।

এই সাতজনকে নিয়ে অসমে করোনা আক্রান্তের মোট সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৮৬-এ। তবে তাঁদের মধ্যে এক কিশোরী সহ দুজনের মৃত্যু হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন হাসপাতাল থেকে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ৩৯ জন। বর্তমানে রাজ্যে সক্রিয় আক্রান্ত ৪৫ জন।

মন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা আক্রান্তদের নামও জানিয়েছেন। আজ যে সাতজনের রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে তাঁদের তিনজন ক্যানসার রোগী যথাক্রমে মনোরঞ্জন সাহা, প্রদীপ কুমার বণিয়া, গোপীন্দ্র চন্দ্র মালাকার এবং একজন ১৩ বছর বয়সি হৃদরোগী। তাঁর নাম জানাননি মন্ত্রী। এছাড়া অ্যাটেনডেন্টরা যথাক্রমে পি বাসুদেব পাটোয়ারি, নীলকণ্ঠ দেব এবং মীনারানি বণিয়া।

প্রসঙ্গত, মঙ্গলবার রাতে ১৩৭ জন ক্যানসার ও হৃদরোগীর দলকে নিয়ে মুম্বাই থেকে গুয়াহাটি এসেছিল কয়েকটি বাস। ওই রাতে সরুসজাইয়ে স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী পীযূষ হাজরিকা এবং প্রশাসনিক ও বিশিষ্ট ডাক্তার-স্বাস্থ্যকর্মীদের সঙ্গে নিয়ে তাঁদের বরণ করেছিলেন খোদ মন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা। ওই ১৩৭ জনের দলে ছিলেন আজ শনাক্তকৃত সাত করোনা-আক্রান্ত। এখানে আসার পর তাঁদের সকলকে সরুসজাই স্টেডিয়ামে তৈরি অস্থায়ী কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে রেখে সোয়াব টেস্ট করা হয়েছিল।

আগরতলা শহর ও শহতলীতে মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ বিক্রির অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ মে।। রাজধানী আগরতলা শহর ও শহরতলী এলাকায় মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ বিক্রির ঘটনা ঘটে চলেছে বলে অভিযোগ মিলেছে। এসব মেয়াদ উত্তীর্ণ ঔষধ সেবন করে প্রাণহানীর যথেষ্ট আশঙ্কা রয়েছে। শুধু মেয়াদোত্তীর্ণ ঔষধ বিক্রির ঘটনাই নয়, লাইসেন্স রিনিউ না করেও ওষুধের দোকান চালানো হচ্ছে বলে অভিযোগ মিলেছে। এক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষের ভূমিকা নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

ড্রাগ ইনস্পেক্টররা যেখানে নিয়মিত ওষুধের দোকান পরীক্ষা নিরীক্ষা করার কথা সে ক্ষেত্রে কিভাবে মেয়াদোত্তীর্ণ ঔষধ বিক্রয় এবং লাইসেন্স রিনিউ না করে দোকান চালানো হচ্ছে সেই প্রশ্ন মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। সদরের এসডিপিও অনির্বাণ দাস এর নেতৃত্বে পুলিশ বৃহস্পতিবার কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ বের হওয়ার উপক্রম প্রত্যক্ষ করেছেন। আগরতলা শহরের প্রাণকেন্দ্র বটতলায় বাসুদেব মেডিকেল হানা দিয়ে পুলিশ দেখতে পায় এই দোকানের লাইসেন্স রিনিউ করা হয়নি অথচ ওষুধের দোকান চালানো হচ্ছে। প্রতাপগড় ও একটি ওষুধের দোকানে হানা দিয়ে পুলিশ কাগজপত্রে গরমিলের হদিস পেয়েছে। প্রশাসন এসব ক্ষেত্রে নিয়মিত তদারকি করলে এ ধরনের দুর্নীতির আশ্রয় নেওয়া কোন ভাবেই সম্ভব হতো না বলে মনে করেন সাধারণ মানুষও। প্রশাসনিক উদাসীনতার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে এই ধরনের কাজকর্ম রাজ্যের সর্বত্র চলছে বলে অভিযোগ।

মাস্টার পাড়ায় মধুচক্রের আসর থেকে দুই জোড়া যুবক যুবতী আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ মে।। রাজধানী আগরতলা শহরের নেতাজি চৌমুহনী সংলগ্ন মাস্টার পাড়ায় মক্ষীরাণীর আসর থেকে দুই জোড়া যুবক যুবতীকে আটক করে পুলিশকে খবর দেয় এলাকাবাসী। জোড়া যুবক যুবতীকে পাকড়াও করেছেন স্থানীয় জনগণ। তাদেরকে আটকে রেখে পুলিশকে খবর দেয় এলাকাবাসী। খবর দেওয়ার বেশ কিছুক্ষণ পর পুলিশ এলাকায় ছুটে যায়। দুই জোড়া যুবক যুবতীকে আটক করে থানায় নিয়ে আসে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিশ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। মাস্টার পাড়া এলাকার জনগণ জানিয়েছেন ওই এলাকায় একটি বাড়িতে বৃহস্পতিবার দুপুর নাগাদ দুই জোড়া যুবক-যুবতী গাড়ি নিয়ে আসে। লক ডাউন অ্যাপের মধ্যে তাদের আনাগোনা লক্ষ্য করে সন্দেহ জাগে এলাকাবাসীদের মধ্যে। স্থানীয় লোকজনরা পরিস্থিতির দিকে তীক্ষ্ণ নজরদারি শুরু করেন। বাড়িটিতে তারা মদের আসর বসায়। অসংলগ্ন অবস্থায় তাদের দেখতে পান এলাকার লোকজন। তখনই তারা বাড়িটি ঘেরাও করে রেখে পুলিশকে খবর দেন। অবশ্য তারা আইন নিজেদের হাতে তুলে নেন নি।। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে বাড়ির মালিক নেশা কারবারের সঙ্গে যুক্ত। নেশা কারবারের দায়ে পুলিশের জালে ধরা পড়ে তিনি জেলের ঘানি টেনেছেন। বৃহস্পতিবার অবশ্য পরিস্থিতি বেগতিক দেখে তিনি বাড়ি থেকে পালিয়ে যান।। রাজধানী আগরতলা শহর এলাকায় এ ধরনের অসামাজিক কার্যকলাপ ঘিরে স্থানীয় জনগণ ক্ষোভে ফুঁসছেন।

নিজেদের মধ্যে মারামারিতে দুই ভাই গুরুতর আহত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ মে।। অমরপুর নগর পঞ্চায়েত এলাকায় দুই ভাইয়ের মধ্যে সংঘর্ষে দুই ভাই গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন।আহতরা হলেন রঞ্জিত শুক্ল দাস ও সঞ্জিত শুক্ল দাস। আশঙ্কাজনক অবস্থায় দু”জনকেই হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সম্পত্তি সংক্রান্ত বিরোধকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে বলে পুলিশ জানিয়েছে। এব্যাপারে বীরগঞ্জ থানায় সুনির্দিষ্ট ধারায় মামলা গৃহীত হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

অভাবের তাড়নায় আত্মহত্যার চেষ্টা এসপিও জওয়ানের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ মে।। তেলিয়ামুড়া থানা এলাকার রাজনগরে অভাবের তাড়নায় আত্মহত্যার চেষ্টা করল এসপিও জওয়ান। তার নাম ভজন নমো দাস। ধারালো অস্ত্র দিয়ে শরীরের শিরা কেটে আত্মহত্যার চেষ্টা করে ওই এসপি ও জোয়ান। ঘটনার সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই রাজনগর এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। আত্মহননের চেষ্টাকারী এসপি ও জওয়ান জানায় বেতনের টাকা দিয়েই কোনক্রমে তাদের সংসার চলত। এপ্রিল মাসের বেতন এখনো পর্যন্ত পায়নি এসপি ও জোয়ান ভজন নমো দাস। ফলে পরিবারে অনাহার দেখা দিয়েছে। সেই দুঃখ-দুর্দশা সহ্য করতে না পেরে সে আত্মহত্যার চেষ্টা করে বলে জানায়। অভাব-অভিযোগের কথা সে থানা কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছিল। কিন্তু এ ব্যাপারে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি বলে অভিযোগ করেছে এসপি ও জোয়ান ভজন নমো দাস।

ধর্মনগরে বিস্তর পরিমানে বিলেতী মদ বাজেয়াপ্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ মে।। লকডাউন চলাকালেও নেশা কারবারিরা তাদের দৌরাত্ম্য অব্যাহত রেখেছে। উত্তর ত্রিপুরা ধর্মনগর এ এক নেশা কারবারিকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। তার নাম মৃণাল কারোহার। তার কাছ থেকে প্রচুর পরিমাণ বিদেশী মদ ও বিয়ার উদ্ধার করেছে পুলিশ। ধর্মনগর পুরাতন মোটর স্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকা থেকে তাকে আটক করা হয়। তার বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা হয়েছে। উল্লেখ্য দীর্ঘদিন ধরেই ওই ব্যক্তি এবং তার পুত্র নেশা কারবারে জড়িত রয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ উঠেছে। নেশা কারবারিদের বিরুদ্ধে পুলিশ তৎপরতা বৃদ্ধি করেছে বলে আরক্ষা প্রশাসনের তরফ থেকে দাবি করা হয়েছে।

পাচারকালে কল্যাণপুরে লগ বোঝাই গাড়ি আটক, গ্রেপ্তার চার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ মে।। কাল্যানপুর থানার পুলিশ লরি বোঝাই গাছের লকসহ চারজনকে পাকড়াও করেছে।লকডাউন এর মধ্যেই কাঠ পাচারকারীরা সংরক্ষিত বনাঞ্চল থেকে গাছ কেটে পাচার করার চেষ্টা করছিল। সুনির্দিষ্ট খবরের ভিত্তিতে কল্লানপুর থানার পুলিশ গাড়িটি আটক করে। চালক দ্রুত বেগে গাড়ি নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়। গাড়ি থেকে চারজনকে আটক করা হয়। তাদের বিরুদ্ধে আইন লঙ্ঘনের দায়ে সুনির্দিষ্ট ধারায় মামলা গৃহীত হয়েছে। গাছের লক সহ আটক করা গাড়িটিও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। তাদেরকে শুক্রবার আদালতে সোপর্দ করা হবে। অভিযোগ বনদপ্তরের একাংশের অসাধু কর্মীদের যোগসাজশেই কাঠ পাচারকারীরা এ ধরনের কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে।। বৃহস্পতিবার কল্যাণপুর থানার পুলিশের হাতে গাড়ি আটকের ঘটনা এরই প্রমাণ বহন করে চলেছে। বনদপ্তর এর অস্তিত্ব নিয়ে নানা মহলে নানা প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

কড়ইমুড়ায় কংগ্রেসের উদ্যোগে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৪ মে।। বৃহস্পতিবার সকাল আটটায় বিশালগড় কড়ুইমুড়া স্কুল মাঠে কংগ্রেস দলের পক্ষ থেকে সাড়ে তিনশো গরীব শ্রেনির মানুষের হাতে খাদ্য সামগ্রী তুলে দেন প্রাক্তন মন্ত্রী তথা প্রাক্তন পিসিসি সভাপতি বীরজীত সিনহাএবং সংখ্যালঘু রাজ্য কমিটির চেয়ারম্যান জয়দুল হুসেন।তাছাড়া উপস্থিত ছিলেন আইনজীবী হরেকৃষ্ণ ভৌমিক, প্রশান্ত সেন,সেবাদলের চেয়ারম্যান নিত্য গোপাল রৌদ্র পাল,জেলা সভাপতি সুধীর দেবনাথ,যুব নেতা তন্ময় চক্রবর্তী এবং এসসি নেতা বিজয় দাস সহ অন্যান্য কংগ্রেস দলের কর্মিরা।

অশান্তিতে ইন্ধন দিলে কড়া ব্যবস্থা, হমকি দিল স্বরাষ্ট্র দফতর

কলকাতা, ১৪ মে (হি. স.) : প্রশাসন শান্তিরক্ষার ব্যাপার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। বৃহস্পতিবাব এই মর্মে সতর্কবার্তা দিল পশ্চিমবঙ্গের স্বরাষ্ট্র দফতর।

এদিন নবান্ন থেকে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে বলা হয়, “কিছু ব্যক্তি রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করতে সাম্প্রদায়িক বিষ ছড়াচ্ছে। এ রকম সবার বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।”

স্বরাষ্ট্র দফতর এর একটু আগে একটি টুইটে সতর্কবার্তায় জানায়, হুগলির তেলিনিপাড়ায় দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে কড়া আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। এখন পর্যন্ত ১২৯ জন গ্রেফতার হয়েছে।

বন্ধন ব্যাঙ্ক এখন আরও মজবুত গ্রাহক-সংখ্যা বেড়ে হল ২.০১ কোটি

কলকাতা, ১৪ মে।। ২০১৯-২০ আর্থিক বছরের শেষ ত্রৈমাসিকে তাদের ব্যবসার ফলাফল ঘোষণা করল বন্ধন ব্যাঙ্ক। পূর্ববর্তী আর্থিক বছরের তুলনায় ব্যাঙ্কের মোট ব্যবসার আয়তন বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ১,২৮,৯২৮ কোটি টাকা। এই নিয়ে পঞ্চমবার কোনো আর্থিক বছরের শেষ ত্রৈমাসিকের (কিউ৪) ফলাফল ঘোষণা করা হল। ২০১৫-১৬ আর্থিক বছরে ব্যাঙ্কিং অপারেশন শুরু করেছিল বন্ধন ব্যাঙ্ক। এবছর আগস্ট মাসে ব্যাঙ্কের পাঁচ বছর পূর্ণ হবে। মাত্র সাড়ে চার বছরেই বন্ধন ব্যাঙ্ক গোটা দেশে ৪৫৫৯টি ব্যাঙ্কিং আউটলেট খুলে ফেলেছে, আর তার মাধ্যমে পরিষেবা দিয়েছে ২.০১ কোটি গ্রাহককে। সদ্যসমাপ্ত আর্থিক বছরে ব্যাঙ্কের গ্রাহক সংখ্যা আরও ১১ লক্ষ বেড়েছে। আগের বছরের তুলনায় (২০১৮-১৯) বন্ধন ব্যাঙ্কের আমানত বেড়েছে ৩২.০৪ু হারে। ব্যাঙ্কের মোট আমানতের বহর এখন ৫৭,০৮২ কোটি টাকা। ব্যাঙ্কের কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ও সেভিংস অ্যাকাউন্ট (কাসা) মিলিয়ে আমানত ১৯.৩২ শতাংশ হারে বেড়েছে। বৃদ্ধি হয়েছে ঋণের খাতাতেও। গতবছরের তুলনায় ব্যাঙ্কের দেওয়া ঋণের বহর ৬০.৪৬ু বেড়েছে। ব্যাঙ্কের মোট ঋণ তথা অগ্রিমের আয়তন এখন ৭১,৮৪৬ কোটি টাকা। ব্যাঙ্কের এনপিএ তথা অলাভজনক সম্পত্তি এখন ০.৫৮ু। ব্যাঙ্কের ক্যাপিটাল অ্যাডিকোয়েসি রেশিয়ো (সিএআর) তথা মূলধনের পর্যাপ্ততার অনুপাত ব্যাঙ্কের স্থায়িত্বকে দর্শায়। মুনাফাসহ বন্ধন

ছয়ের পাতায় দেখুন

খাদ্যের সংকট, আমবাসা মহকুমা শাসকের অফিসে শ্রমিকদের ধরণা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ মে।। ধলাই জেলার আমবাসা এসডিএম অফিসের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করলো ডলুবাড়ির নারায়ন ব্রিকস ইন্ডাস্ট্রির শ্রমিকরা। কাজ ও খাদ্যের দাবিতে তারা বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। একইসাথে পরিযায়ী এইসব ইটভাটা শ্রমিকদের বাড়িঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করার জন্য প্রশাসনের কাছে জোরালো দাবি জানিয়েছে তারা। বিক্ষোভকারী ইটভাটা শ্রমিকরা জানিয়েছে তারা দীর্ঘদিন ধরে অর্ধাহারে-অনাহারে ইটভাটায় দিন কাটাচ্ছে। প্রশাসনিক সুযোগ সুবিধা পর্যাপ্ত নয়। ইটভাটা মালিক তাদেরকে প্রয়োজনীয় সাহায্য সহায়তা করছেন না। কাজ ও খাদ্যের অভাবে তারা অসহায় হয়ে পড়েছে। শিশু সন্তানরা খাদ্যের জন্য চিৎকার করছে। এই অসহনীয় পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পেতে তারা আমবাসা মহকুমা প্রশাসনের দ্বারস্থ হন। বিক্ষোভ প্রদর্শন কালে মহকুমা প্রশাসক অফিসে ছিলেন না। বিক্ষোভের খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে এসে তাদেরকে বুঝিয়ে-সুজিয়ে বিক্ষোভ প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য করে। ইটভাটা মালিকের সঙ্গে আরক্ষা প্রশাসন কথা বলবে বলেও প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। পুলিশের চাপে পড়ে ইটভাটা শ্রমিকরা আন্দোলন আপাতত প্রত্যাহার করে নিলেও যেকোনো সময় বিক্ষোভ এর আশঙ্কা রয়েছে। অবিলম্বে তাদের জন্য কাজ ও খাদ্যের ব্যবস্থা করার জন্য ইটভাটা শ্রমিকরা প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। অন্যথায় কোন ধরনের অঘটন ঘটলে প্রশাসন দায়ী থাকবে বলেও তারা হুশিয়ারি দিয়েছে।

বিলোনীয়া পুর পরিষদের ২ নং ওয়ার্ডে রাস্তাঘাটের বেহাল অবস্থা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ মে।। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিলোনিয়া পুর পরিষদের ২ নং ওয়ার্ডের ১নং রাস্তাটি যাতায়াতের অনুপোযোগী হয়ে পড়েছে। হাসপাতালে যাতায়াতের জন্য এই রাস্তাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অথচ গুরুত্বপূর্ণ এই রাস্তাটি দীর্ঘদিন ধরে সংস্কার করা হচ্ছে না। হাসপাতালের পাশেই রাস্তার কাছে রয়েছে একটি কুকুরও। রাস্তার পাশের জল নিষ্কাশনের জন্য ড্রেনেজ ব্যবস্থা না থাকায় সমস্যা আরো গুরুতর আকার ধারন করতে শুরু করেছে।

হাসপাতালে যাবতীয় আবর্জনা পুকুরের জলে খেলা হচ্ছে। নোংরা আবর্জনায় পুকুরের জল মারাত্মকভাবে দূষিত হচ্ছে। বিলোনিয়া পৌর পরিষদের ২ নং ওয়ার্ডে এই অস্বস্তিকর পরিস্থিতি বিরাজ করলেও প্রশাসনের কর্মকর্তাদের টনক নড়ছে না। স্থানীয় জনগণ তাতে ক্ষোভে ফুঁসছেন। বিষয়টি কাউন্সিলরসহ প্রশাসনের কর্মকর্তাদের বহুবার জানানো হয়েছে। বর্ষা সমাগত প্রায়। সামান্য বৃষ্টিতেই যেখানে রাস্তাটি মরণ ফাঁদে পরিণত হয় সেক্ষেত্রে বর্ষাকালে রাস্তাটির কি হাল হবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

অবিলম্বে বিলোনিয়া হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকার পুকুর এবং রাস্তাটি সংস্কার করার জন্য এলাকাবাসী জোরালো দাবি জানিয়েছেন। অন্যথায় তারা বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবেন বলে হুশিয়ারি দিয়েছেন। এখন দেখার বিষয় প্রশাসন এ ব্যাপারে কি পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

ধলেশ্বরে গ্রিল কেটে ঘরে ঢুকে দুঃসাহসিক চুরি, প্রচুর স্বর্ণালঙ্কার লুট

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ মে।। লকডাউন এর মধ্যে রাজধানী আগরতলা শহর শহরতলি সহ রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে চুরির ঘটনা ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। তাতে জনমনে আতঙ্ক বাড়ছে। রাজধানী আগরতলা পূর্ব থানাধীন ধলেশ্বর কামিনী কুমার সিংহ মেমোরিয়াল স্কুল সংলগ্ন এলাকার শুভেন্দু চক্রবর্তীর বাড়িতে গতকাল রাতে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটেছে। পরিবারের লোকজনদের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে চুরেরা ঘরে ঢুকে আলমারি ভেঙ্গে নগদ টাকা সোনা গয়না সহ অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রী হাতিয়ে নিয়ে গেছে।

পরিবারের কর্তা শুভেন্দু চক্রবর্তী জানান তার শাশুড়ি অসুস্থ হয়ে পড়ায় পরিবারের সবাই শ্বশুরবাড়িতে চলে গিয়েছিলেন।

সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে চোরেরা গ্রিল কেটে ঘরে ঢুকে সোনা গয়না নগদ টাকা পয়সা সহ অন্যান্য সামগ্রী হাতিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে বাড়িতে ফিরে তারা লক্ষ্য করেন দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটেছে। সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টি তারা প্রতিবেশীদের জানান এবং পূর্ব আগরতলা থানায় খবর পাঠানো হয়।

খবর পেয়ে পূর্ব থানার পুলিশ ছুটে আসে। ঘটনার তদন্ত করেছে পুলিশ। কিন্তু চুরি যাওয়া সামগ্রী উদ্ধার কিংবা চোরদের টিকির নাগাল পায়নি পুলিশ।

ঘনবসতি এলাকায় এভাবে চুরির ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। রাত্রিকালীন পুলিশি টহল বাড়ানোর জন্য এলাকার জনগণ দাবি জানিয়েছেন। উল্লেখ্য লকডাউন ঘোষণার পর থেকে চুরির ঘটনা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে।

ভারতে করোনায় মৃত্যু বেড়ে ২,৫৪৯ জন আক্রান্ত ৭৮ হাজারেরও বেশি : স্বাস্থ্য মন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ১৪ মে (হি.স.): ভারতে দ্রুত গতিতে বেড়েই চলেছে কোভিড-১৯ ভাইরাসের সংক্রমণ, মৃত্যুর সংখ্যাও হু হু করে বেড়েই চলেছে। প্রতিদিনই আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা নতুন নতুন রেকর্ড গড়েছে। বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ২,৫৪৯ এবং সংক্রমিত ৭৮,০০৩ জন। ইতিমধ্যেই ভারতে করোনাকে পরাজিত করে সুস্থ হয়েছেন ২৬,২৩৫ জন। বিগত ২৪ ঘন্টার মধ্যেই ভারতে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৩,৭২২ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ১৩৪ জনের। বৃহস্পতিবার সকালে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৭৮,০০৩ জন (সক্রিয় করোনা রোগী ৪৯,২১৯)। এখনও পর্যন্ত গোটা দেশে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ২,৫৪৯। এর মধ্যেই চিকিৎসায় সুস্থ হয়ে উঠেছেন ২৬,২৩৫ জন।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ২,৫৪৯ জনের মধ্যে অন্ধ্রপ্রদেশে ৪৭ জনের মৃত্যু হয়েছে, অসমে দু”জনের, বিহারে ৭ জনের, চন্ডীগড়ে ৩ জন, দিল্লিতে ১০৬ জনের, গুজরাটে ৫৬৬ জনের, হরিয়ানায় ১১ জনের, হিমাচল প্রদেশে ২ জনের, জম্মু-কাশ্মীরে ১১ জনের, ঝাড়খণ্ডে ৩ জনের, কর্ণাটকে ৩৩ জন প্রাণ হারিয়েছেন, কেরলে ৪ জন, মধ্যপ্রদেশে ২৩২ জন, মহারাষ্ট্রে ৯৭৫ জনের মৃত্যু হয়েছে, মেঘালয়ে একজন, ওড়িশায় ৩ জনের, পুদুচেরি একজন, পঞ্জাবে ৩২ জন, রাজস্থানে ১২১ জনের, তামিলনাড়ুতে ৬৪ জন, তেলেঙ্গানায় ৩৪ জন, উত্তরাখণ্ডে একজন, উত্তর প্রদেশে ৮৩ জন এবং পশ্চিমবঙ্গে ২০৭ জন প্রাণ হারিয়েছেন।

করোনা-প্রকোপে মহারাষ্ট্রের পরিস্থিতি এখন সবচেয়ে খারাপ। মহারাষ্ট্রে বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ২৫,৯২২, দিল্লিতে ৭৯৯৮, তামিলনাড়ুতে ৯২২৭, অন্ধ্রপ্রদেশে ২১৩৭ জন, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে ৩৩ জন (প্রত্যেকেই সুস্থ) অরুণাচল প্রদেশে একজন, অসমে ৮০ জন, বিহারে ৯৪০ জন, চন্ডীগড়ে ১৮৭ জন, ছত্তিশগড়ে ৫৯ জন, দাদর নগর হাভেলিতে একজন, গোয়ায় ৭ জন (প্রত্যেককেই সুস্থ), গুজরাটে ৯২৬৭ জন, হরিয়ানায় ৭৯৩ জন, হিমাচল প্রদেশে ৬৬ জন, জম্মু-কাশ্মীরে ৯৭১ জন, ঝাড়খণ্ডে ১৭৩ জন, কেরলে ৫৩৪, কর্ণাটকে সংক্রমিত ৯৫৯ জন, লাদাখে ৪৩ জন, মধ্যপ্রদেশে ৪১৭৩ জন, মণিপুরে দু”জন (উইয়েই সুস্থ), মেঘালয় ১৩ জন, মিজোরামে একজন, ওড়িশায় ৫৩৮ জন, পুদুচেরিতে ১৩ জন, পঞ্জাবে ১৯২৪ জন, রাজস্থানে ৪৩২৮ জন, তেলেঙ্গানায় ১৩৬৭ জন, ত্রিপুরায় ১৫৫ জন, উত্তরাখণ্ডে ৭২ জন, উত্তর প্রদেশে ৩৭২৯ এবং পশ্চিমবঙ্গে ২২৯০ জন।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।